তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃসর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমৎ ধ্রুবং পূর্ণমিতি॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

স্তোত্র

হে পরমাত্মন্! যদিও কালে কালে এবং দেশে দেশে অসংখ্য লোকে অসংখ্য প্রকারে পুনঃ পুনঃ তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছে, কিন্তু কস্মিন্ কালে কেহই যে তোমার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে না, আমার মনে এই বিশ্বাস স্থির থাকাতেই আমার মন অহরহ তোমার স্তুতি বাদ করিতে ব্যগ্র হয়। এক বিশ্ব কৌশলের আলোচনা মাত্র কেবল তোমাকে জানিবার পথ এবং কেবল এক জ্ঞান প্রদীপ মাত্র সেই কৌশল সন্দর্শন করিবার উপায়, কিন্তু কাল সহকারে আমাদিগের জ্ঞানালোক দিনে দিনে যত উজ্জ্বল হইতেছে ততই আমরা ক্রমাগত তোমার মহিমা সাগরে নিমগ্ন হইতেছি। শত বৎসর পূর্ব্বে আমরা যে পৃথিবীকে তোমার রচিত পদার্থের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান মনে করিয়া তোমার অদ্ভুত শক্তির প্রভাব বর্ণন করিয়াছি, শত বৎসর পরে সেই পৃথিবীকে তোমার ব্রহ্মাণ্ড রচনার এক কণামাত্র জানিতে পারিয়া এক কালে বিস্ময়াপন্ন হইতেছি। কিছু দিন পূর্ব্বে আমরা যে সমস্ত বৃক্ষ লতাদির মুকুল ভারাবনত বিলম্বিত শাখা পল্লবাদির তৃপ্তি কর শোভা সন্দর্শন করিয়া তোমার গুণ গান করিয়াছি, কিছু দিন পরে সেই সমস্ত বৃক্ষোৎপন্ন ফল পুষ্পকে আমাদিগের জীবন ধারণের সুখোপায় জানিতে পারিয়া তোমার করুণাকে আরও আশ্চর্য্য রূপে দর্শন করিতেছি। কিছু কাল পূর্ব্বে আমরা যে সকল ওষধি ও শস্যাদিকে কেবল আমাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের আশ্চর্য্য উপায় জানিয়া তোমার ধন্য বাদ করিয়াছি, কিছু কাল পরে সেই সমস্ত তৃণ শস্যাদি আমাদিগের উৎকট উৎকট রোগ শান্তির অব্যর্থ ঔষধ অবগত হইয়া আবার তোমারই কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হইতেছি। আমরা ইতঃপূর্ব্বে যে সুবাসিত মন্দ মন্দ মলয় মারুত সেবন পূর্ব্বক শরীরের সন্তাপ হরণ করিয়া, হা জগদীশ! তোমারি কি দয়া! এই বাক্য উচ্চারণ করত শরীরকে রোমাঞ্চিত করিয়াছি, এক্ষণে আমরা সেই বায়ুকে আমাদিগের শরীরস্থ বিষবৎ বিকৃত শোণিত সংশোধনের এক মাত্র উপায় জানিয়া প্রতি নিশ্বাসে তোমাকে জীবনের জীবন বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই রূপে দিন দিন আমাদিগের জ্ঞান নেত্র যত উন্মীলিত হইতেছে, ততই আমরা তোমার মহিমা সূর্য্যের প্রকটিত প্রভা সন্দর্শন করিয়া ভক্তি ও প্রীতি রসে প্লাবিত হইতেছি। এ ব্রহ্মাণ্ড কেবল তোমারই মহিমা কলাপের চিত্র পট হইয়া তত্ত্বদর্শী মহানুভব ব্যক্তির সম্মুখে প্রকাশ পাইতেছে। বিশ্বসংসার দিনে দিনে যত পুরাতন হইতেছে, ততই

তোমার মহিমা আমাদিগের নিকট নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। পৃথিবীতে ক্রমশঃ যত বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রচার হইতেছে, যত শিল্প কার্য্যের উন্নতি হইতেছে এবং যত আর আর প্রকৃত তত্ত্বের প্রকাশ পাইতেছে, ততই কেবল তোমার মাহাত্ম্যেরই বিস্তার হইতেছে। অর্থ যেমন বাক্যের সহিত সংমিলিত হইয়া রহিয়াছে, তোমার জ্ঞান ও তোমার শক্তিও জগতের সহিত সেই রূপ একত্রীভূত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। পরমাত্মন্! সংসার মধ্যে আমি যখন তোমাকে সন্দর্শন করি, তখনই উহা আমার চক্ষে শোভনীয় বলিয়া প্রকাশ পায়—তখনই আমি ধর্ম্মের মর্ম্ম বোধগম্য করিতে পারি, পুণ্যের পথ দেখিতে পাই এবং বিশ্ব সংসারের সকল শৃঙ্খলা বুঝিতে পারি; কিন্তু তোমার জ্ঞানাভাবে এই বিশ্বসংসার যেন এক বিষম বিস্ময় কর ক্ষেত্র স্বরূপ অনুভূত হয়, মনুষ্য কুল যেন অস্থায়ী জল বিম্ব বা ঐন্দ্রজালিক পুত্তলিকার ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং প্রাকৃতিক নিয়ম প্রণালীকে যেন কূটার্থ প্রহেলিকা প্রায় বিবেচনা হয়। যে অভাজন তোমার জ্ঞান লাভে বঞ্চিত হয় এবং তোমার সহিত নিত্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে না পারে, সে ধর্ম্মকে ছায়ার ন্যায় ও জীবনকে স্বপ্নবৎ সন্দর্শন করে এবং মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তি তাহার নিকট ঘোরতর তিমিরাবৃত শূন্য সম বোধ হয়।

হে জগদীশ! তুমিই বিশ্বের প্রাণ স্বরূপ এবং তুমিই তাহার সৌন্দর্য্যের মূল; তুমিই মানবের জ্ঞেয় বস্তু এবং তুমিই তাহার ধ্যেয় ধন। যে দুর্ভাগ্য পুরুষ তোমাকে না জানিয়া বৃথা জ্ঞান গর্ব্বে গর্ব্বিত হয়, সে কি মূঢ়! যৎ সামান্য কাচ প্রাপ্ত হইয়া অবোধ বালক যে প্রকার মহামণির গর্ব্ব করে, সেও তদ্রূপ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি তোমার জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়া তোমার উপাসনায়—তোমার আরাধনায় প্রবৃত্ত না হয়, সেই বা কি দুর্ভাগ্য। অমূল্য মণিময় হার প্রাপ্ত হইয়া আমরা যদি কণ্ঠে ধারণ না করি এবং নির্ঝর নিঃসৃত সুশীতল জল প্রাপ্ত হইয়া আমরা যদি তদ্দ্বারা স্নান পান করিয়া সুখী না হই, তাহা হইলে যেমন উহা লাভ করা আমাদিগের পক্ষে নিরর্থক হয়, সেই রূপ তোমাকে জানিতে পারিয়া তোমার প্রেমে মগ্ন না হইলেও আমরা তোমার জ্ঞান লাভের সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হইতে পারি না। তুমি যে আমাদিগের কত প্রকার সুখের কারণ, তোমা হইতে যে পুরুষ কত দূর পর্য্যন্ত আনন্দ লাভ করিতে
সমর্থ হয়, তাহা তোমার প্রেমানুরক্ত ভ
জনই বলিতে পারে। হা হৃদয়েশ! তোমা
প্রেমের প্রেমিক ভিন্ন আর কে তোমার ম
র্য্যাদা জানিতে পারে? ভোগ না করিলে
কি কখন অনুমান দ্বারা অমৃত ফলের আ
স্বাদ জানা যায় এবং তোমার প্রেমে ম
না হইলে কি কখন সে প্রেমের মর্ম্মাববো
হইতে পারে? পরমেশ! তুমিই আমাদিগে
শান্তির নিকেতন এবং তুমিই আমাদিগে
তৃপ্তির হেতু। তোমাকে না পাইয়া মানা
কাঙ্ক্ষী চিরজীবন মানের জন্য ব্যাকুলিত হ
ইয়া আয়ুঃশেষ করে, যশ আকাঙ্ক্ষী যশ হেতু
হাহাকার করিয়া প্রাণত্যাগ করে এবং ধ-
নাকাঙ্ক্ষী ধনের নিমিত্ত উন্মত্তের ন্যায় ই-
তস্তত ভ্রমণ করিয়া জীবন শেষ করে।
পরমেশ! মনুষ্য দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত এই পৃ
থিবীর নানা অবস্থায় অবস্থান করিয়া যখ
বিলক্ষণ রূপে অবগত হয়, যে পৃথিবীর সু
সম্পদ্, যশঃ পৌরুষ প্রভৃতি সকলই কেব
অহঙ্কারময়, এখানে দম্ভ মাৎসর্য্য ক্রোধা
দুর্জ্জয় রিপু সকল অনবরত প্রবল বেগে ই
স্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, এখানে কোন রূ
ই বিমলানন্দ ও নির্ম্মল শান্তি উপভো
করিবার উপায় নাই—যখন সে দেখে
সাংসারিক সুখ দ্বারা মনুষ্য যত সুখী হ
তে চেষ্টা করে, ততই সুখ তাহার নিক
হইতে অন্তরিত হইতে থাকে—যখন তাহ
মন নানা ক্লেশে ক্লিষ্ট হয়, গুরু ভারে আক্রা
হয় এবং অতিশ্রমে শ্রান্ত হয়, তখন আপন
হইতে তাহার এই প্রার্থনা উপস্থিত হয়
হা জগদীশ! "অসতোমা সদ্গময় তমসো
জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্ম্মা অমৃতং গময়" আ
মাদিগকে অনিত্য ও অন্ধকারময় মৃত্যু
আবাস হইতে নিত্য ও জ্যোতির্ম্ময় অ

ধামে লইয়া যাও এবং তখন সে সুস্পষ্ট দেখিতে পায় যে তোমার প্রেমামৃত পান ভিন্ন প্রকৃত সুখ ভোগের আর অন্য উপায় নাই।

ঈশ্বরের মহিমা।

গর্ভ

পরম করুণাকর পরমেশ্বর যে কি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য কৌশলে গর্ভকে রক্ষা করেন, তাহা বাক্যেতে ব্যক্ত করা অসাধ্য। গর্ভ সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ই বিস্ময় কর। গর্ভ সংস্থান হওয়া, গর্ভ রক্ষা পাওয়া এবং গর্ভ পালিত হওয়া, ইহার কিছুই সাধারণ ব্যাপার নহে। ইহার এক একটি বিষয়েতেই ঈশ্বরের অপার মহিমা প্রকাশ রহিয়াছে। যে অসীম শক্তি সম্পন্ন আদি পুরুষের অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রভাবে সামান্য বীজ-গর্ভে বৃহৎ বৃক্ষের সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত থাকে, সেই পুরুষের-শক্তি ক্রমেই মাংস, শোণিত ও অন্ত্রময় উদর মধ্যে গর্ভস্থ সন্তান হস্ত পদাদি সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহকারে অক্লেশে অবস্থিতি করিতে পারে। শারীরস্থান বিদ্যা ব্যাবসায়ী পণ্ডিত গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে উ[illegible] মধ্যে যে স্থানে গর্ভস্থ সন্তান অবস্থান ক[illegible], গর্ভ সঞ্চার হইবার পূর্ব্বে সে স্থান স[illegible]র্শন করিলে কোন মতেই এমন বোধ হ[illegible] না যে, কোন ক্রমেই তথায় এক বিন্দুমাত্রও অপর পদার্থ স্থান পাইতে পারে, কিন্তু জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা, গর্ভ সঞ্চারের সহিতই গর্ভস্থ সন্তানের স্থান প্রস্তুত হইতে থাকে।

যে কোষ মধ্যে গর্ভের সঞ্চার হয়, তাহার নাম জরায়ু বা গর্ভাশয়। ঐ জরায়ুর এম[illegible] চমৎকার ধর্ম্ম, যে দিন দিন যত গর্ভের বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই উক্ত গর্ভাশয়ের আকার বিস্তৃত হয়। গর্ভ সঞ্চার হইবার পূর্ব্বে উল্লিখিত গর্ভাশয়ের যে রূপ প্রকৃতি দৃ[illegible] হয়, গর্ভ সঞ্চার হইবার পর আর উহার সেরূপ প্রকৃতি থাকে না। উহার সমুদা[illegible] ও মাংসপেশী এমন বর্দ্ধনশীল ও স্থি[illegible]পক হইয়া উঠে, যে উহাকে অঙ্গুলি দ্বারা আকর্ষণ করিয়াও কিয়ৎ পরিমাণে বিস্তৃত করা যায় এবং বিস্তৃত করিলে তদ্দারা উহার একটি মাত্র শিরাও ছিন্ন ভিন্ন হয় না। গর্ভাবস্থায় ঐ গর্ভাশয়ের চতুষ্পার্শ্বস্থ অপরাপর ভাগও ক্রমে শিথিল হইতে আরম্ভ হয়। যখন গর্ভাশয় দিন দিন বিস্তৃত হইতে থাকে, তখন উদরস্থিত অন্ত্র সকলও তাহাকে পথ প্রদান করে। উহারা আপনা হইতেই অন্তরিত হয়। তখন অন্ত্র কদাপি গর্ভাশয়ের সম্মুখে না থাকিয়া উহার পার্শ্বদেশে ও পশ্চাৎ ভাগেই অবস্থিত থাকে। গর্ভের বিস্তার বিষয়ে জগদীশ্বরের আর একটি আশ্চর্য্য কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। গর্ভ এক নিয়মে ও একাদিক্রমে বৃদ্ধি পায় না। প্রথম এবং দ্বিতীয় মাসাপেক্ষা তৃতীয় মাসে গর্ভ কিছু শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় কিন্তু চতুর্থ মাসে আবার উহা কিঞ্চিৎ মৃদুভাবে বর্দ্ধিত হয়, পরে পঞ্চম মাসে কিঞ্চিৎ সত্বরে উন্নত হইয়া পুনর্ব্বার ষষ্ঠ মাসে অল্প অল্প বর্দ্ধিত হইতে থাকে, অনন্তর প্রসব কাল পর্য্যন্ত উহা আর সত্বরে বর্দ্ধিষ্ণু হয় না। ক্রমে ক্রমে উহার বৃদ্ধির অবস্থা হ্রাস হইয়া যায়। গর্ভ যদি প্রসব কাল পর্য্যন্ত ক্রমাগত বর্দ্ধিতই হইত, তাহা হইলে আর সঙ্কীর্ণ গর্ভাশয়ের মধ্যে কখন উহার স্থান হইত না এবং তাহা হইলে গর্ভিণীও কখন নির্ব্বিঘ্নে গর্ভ ধারণ করিতে পারিত না, তাহা হইলে [illegible]র্ভ ও গর্ভবতী উভয়ের পক্ষেই বিষম বি[illegible] উপস্থিত হইত কিন্তু জগদীশ্বর স্বীয় কারুণ্য গুণে অনুপম কৌশল প্রকাশ পূর্ব্বক উক্ত সম্ভাবিত বিঘ্নের পরিহার করিয়াছেন। ছয় মাস পর্য্যন্ত যে পরিমাণে গর্ভের বৃদ্ধি হয়, পরে উহা আর সে পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় না, ছয় মাসের পর নয় মাস পর্য্যন্ত উহার অঙ্গ সকল সুসম্পন্ন হইতে থাকে এবং অবস্থা পরিপক্ব হয়। শারীর স্থান বিদ্যা ব্যবসায়ী পণ্ডিত গণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যে সামান্যাবস্থাপেক্ষা সসত্ত্বাবস্থায় জরায়ুর পরিমাণ ১২ গুণ বৃদ্ধি হয়; পূর্ণ গর্ভিণী স্ত্রীলোকের জরায়ু উর্দ্ধে প্রায় ১৬ অঙ্গুলি পরিমিত বিস্তৃত হইয়া থাকে।

কিন্তু করুণানিধান বিশ্ব রচয়িতা পরম পুরুষের কি অদ্ভুত মহিমা, তিনি ঐ সঙ্কীর্ণ জরায়ু মধ্যেই সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন মনুষ্য সন্তানকে রক্ষা করিয়া অনায়াসে প্রতিপালন করেন। মনুষ্য শরীরকে যতদূর পর্য্যন্ত সঙ্কোচ করিতে পারা যায়, গর্ব্ভস্থ সন্তানের শরীর ততদূর পর্য্যন্তই সঙ্কুচিত হইয়া অবস্থিতি করে। যিনি গর্ব্ভস্থ সন্তানের অবস্থিতির ভাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই সবিশেষ অবগত হইয়াছেন যে এক গর্ব্ভেতে জগদীশ্বর কি পর্য্যন্ত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। গর্ভস্থ সন্তানের হস্ত পদাদি সকল অঙ্গ সঙ্কুচিত হইয়া বক্ষ ও গ্রীবার সহিত একত্র সংযুক্ত হইয়া থাকে এবং উহার মস্তকও অধোভাবে অবস্থান করে। গর্ভের সকল অঙ্গ কিছু এক কালে প্রকাশ পায় না, উহার চক্ষু কর্ণ মুখ নাশিকা ও হস্ত পদাদি অঙ্গ সকল ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকে কিন্তু জগদীশ্বরের এমনি আশ্চর্য্য মহিমা, গর্ভস্থ সন্তানের যে অঙ্গটি যখন প্রকাশ পায়, তখনই সেই অঙ্গটি উপযুক্ত ভাবে অবস্থান করে। গর্ভস্থ সন্তানের শরীর সন্দর্শন করিলে বোধ হয় যেন জগদীশ্বর বিরলে বসিয়া স্বহস্তে উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিকে যথানিয়মে রক্ষা করিয়াছেন। জরায়ু মধ্যে যে প্রকার ভাবে গর্ভ অবস্থান করে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথা হইলে আর অনর্থের শেষ থাকিত না। গর্ভস্থ সন্তানের হস্ত পদাদি উল্লিখি[illegible] প্রকারে সঙ্কুচিত ও একত্র সংবত না হইয়া অন্য প্রকারে কিঞ্চিৎ প্রসারিত হইলে যে গর্ভ ও গর্ভিণী উভয়ের পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহাতে আর কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় নাই। যদি কোন কারণ বশত কখন কোন গর্ভস্থ সন্তানের কোন হস্ত পদাদি প্রকৃত অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, বা উহার অবস্থিতির ভাবের কিঞ্চিৎ অন্যথা হয়, তাহা হইলে সে গর্ভ ও গর্ভধারিণীর জীবন রক্ষা পাওয়া কঠিন হইয়া উঠে। বিশেষত গর্ভ পূর্ণ হইলে উহা আপনা হইতে প্রসূত হওয়া আরও অদ্ভুত ব্যাপার। উক্ত ব্যাপার স্মরণ করিলে মন এক কালে ঈশ্বরের মহিমা সাগরে মগ্ন হইয়া যায়। গর্ভ প্রসূত হইবার জন্য জগদীশ্বর যে সকল উপায় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে বিশ্ব বিধাতা বিশ্বকর্ত্তা যেন স্বয়ং ধাত্রী রূপ ধারণ করিয়া প্রসূতির প্রসব যন্ত্রণা দূর করিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। জরায়ু মধ্যে প্রথমত যখন গর্ভের সঞ্চার হয়, তখন তাহার পদদ্বয় অধোভাগে ও মস্তক ঊর্দ্ধ ভাগে থাকে, অনন্তর গর্ভ যত দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করে, ততই উহা ক্রমে হেলিয়া পড়ে এবং নয় মাস পরিপূর্ণ হইলে উহার অবস্থিতির ভাব এক কালে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তখন উহার মস্তক অধোদিকে ও পদদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে হয় এবং প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে উহা অনায়াসেই ভুমিষ্ঠ হইতে পারে। গর্ভের মস্তক ঐ রূপ অধোভাবে স্থিত না হইলে যে গর্ভ ও গর্ভিণী উভয়ের অশেষ প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হইত তাহা ব্যক্ত করাই বাহুল্য, তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন এবং পণ্ডিত গণ তাহা বিশেষ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ গর্ভাবস্থা পূর্ণ হইলে ঐ গর্ভ আপনা হইতেই বহির্গত হইবার চেষ্টা করে, তৎকালে উহার এমন এক আশ্চর্য্য শক্তি উপস্থিত হয়, যে উহা [illegible]ই শক্তি সহকারে আপনার বেগেই [illegible]ষ্ঠ হয়। করুণাপূর্ণ জগদীশ্বর প্রসব [illegible]য়া সমাধান জন্য নানা উপায় বিধান [illegible]রিয়া দিয়াছেন। যদি কেবল গর্ভস্থ সন্তানের চেষ্টা দ্বারা প্রসব ক্রিয়া সম্পন্ন হইত, তাহা হইলে মৃতগর্ভ আর কদাপি ভুমিষ্ঠ হইত না এবং তাহা হইলে অনেক গর্ভবতী স্ত্রী মৃতগর্ভ যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিত, কিন্তু জগদীশ্বর উপায়ান্তর বিধান করিয়া উল্লিখিত সম্ভা[illegible]ত বিপদের প্রতিবিধান করিয়া রাখিয়াছেন। গর্ভবতী স্ত্রীর উদরস্থ কতিপয় মাংসপেশীর সঞ্চালন ক্রিয়া ও জরায়ুর সঙ্কোচ ক্রিয়াই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার প্রতি প্রধান কা[illegible]ণ। নয় মাস পরিপূর্ণ হইলে গর্ভাশয় ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং তদ্[illegible]স্থ মাংসপেশী সকল আপনা হই[illegible]ক

ঠেলিতে আরম্ভ করে। গর্ভ প্রসূত হইবার সম-
য় তৎ পার্শ্বস্থ অস্থিও আপনা হইতে শিথিল
হইতে আরম্ভ করে, সুতরাং মৃত গর্ভও অ-
নায়াসে গর্ভিণীর উদর হইতে স্খলিত হয়।

গর্ব্ভস্থ সন্তানের শরীর মধ্যে যেরূপ অ-
দ্ভুত কৌশলে শোণিত সঞ্চালিত হয় এবং
উক্ত সন্তান যে প্রকারে আহার প্রাপ্ত হয়,
তাহা নিতান্ত বিস্ময়কর, তদ্দ্বারা জগদীশ্বর
এক কালে আপনার করুণা কলাপের শেষ
করিয়াছেন। তিনি যেমন সদ্যোজাত সন্তা-
নের জীবন ধারণের জন্য নবপ্রসূতির ম-
নে স্নেহ ও স্তনেতে দুগ্ধ অর্পণ করেন,
সেই রূপ গর্ব্ভস্থ সন্তানের প্রাণরক্ষার জন্য-
ও গর্ব্ভবতী স্ত্রীর উদর মধ্যে নানা উপায়
সংস্থাপন করিয়াছেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার
পর তাহার শরীরে যে নিয়মে শোণিত
সঞ্চালিত হয়, গর্ব্ভাবস্থায় সে নিয়মে হ-
ইবার কোন উপায় নাই। ইহা অনেকেই
অবগত হইয়াছেন যে, মনুষ্য নিশ্বাস দ্বারা
যে বায়ু গ্রহণ করে, তদ্দ্বারা তাহার শরী-
রস্থ দুষ্ট শোণিত সংশোধিত হয় এবং
সেই শোণিত হৃদয় প্রবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার
শিরা পথে সর্ব্ব শরীর সঞ্চরণ করে। শরী-
রস্থিত বায়ু যন্ত্রের সঞ্চালন ক্রিয়াই শো-
ণিত সঞ্চরণের প্রতি প্রধান কারণ, আমা-
দিগের দেহান্তর্গতবায়ু যন্ত্র যদি ক্ষণকা-
লের জন্যও রুদ্ধ হয়, তাহা হইলেই তৎ-
ক্ষণাৎ আমাদিগের সংহার দশা উপস্থিত
হয়, কিন্তু মনুষ্য যখন গর্ব্ভাবস্থায় অবস্থান
করে তখন তাহার শ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন বা
উক্ত বায়ু যন্ত্র সঞ্চালিত হইবার কোন
উপায়ই থাকে না। তৎ কালে তাহাকে
বায়ু শূন্য রস রক্ত ময় চর্ম্মাবৃত জরায়ুরূপ
কারাগারে বন্দি থাকিতে হয়, সুতরাং ত-
খন তাহার বায়ু যন্ত্রও রুদ্ধ থাকে। মনুষ্য
সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর যে অবস্থায় অ-
বস্থান করে, ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে তাহা-
কে তদপেক্ষা সম্পূর্ণরূপ বিপরীত অবস্থায়
থাকিতে হয়, এজন্য জগদীশ্বর গর্ব্ভস্থ
সন্তানের শোণিত সঞ্চরণের এক পৃথক্
উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। পোত্রী*
নামে এক অপূর্ব্ব যন্ত্র দ্বারা গর্ব্ভস্থ সন্তানে-
র শোণিত সঞ্চালন ক্রিয়া ও ভোজন ক্রিয়া
দুই সম্পন্ন হয়। ঐ পোত্রী এক পরমাদ্ভু-
ত যন্ত্র, উহা গর্ভ সঞ্চার হইবার পূর্ব্বেও
থাকে না এবং গর্ভ প্রসূত হইবার পরে-
ও থাকে না, গর্ভ উৎপন্ন হইবার পরে উ-
হার উৎপত্তি হয় এবং প্রসব কাল প-
র্য্যন্ত উহা আপনার কার্য্য সাধন করিয়া
গর্ভ ভূমিষ্ঠ হইবার পর আপনা হইতে-
ই গর্ভ ধারিণীর উদর হইতে স্খলিত হ-
য়। উক্ত পোত্রী গর্ভ ও গর্ভ ধারিণী উভ-
য়ের শরীরের মধ্য ভাগে থাকে। গর্ভস্থ
সন্তানের নাভিদেশে যে নাড়ী দৃষ্ট হয়, উক্ত
নাড়ীর অগ্রভাগের সহিত উহার যোগ থাকে
এবং উহা গর্ভ ধারিণীর শরীর হইতে শো-
ণিত সংগ্রহ ও পুষ্টিকর সার পদার্থ সঞ্চয়
করিয়া ঐ নাড়ী পথে সঞ্চালন করত গ-
র্ভস্থ সন্তানের শরীরকে পোষণ করে।
ইতর মনুষ্যের শরীরে যেমন কৃষ্ণ ও লো-
হিত দুই বর্ণের শিরাতে দুই প্রকার শো-
ণিত সঞ্চরণ করে, গর্ভ শরীরে সে রূপ ক-
রে না। উহার শরীরে ঈষৎ লোহিত বর্ণ
একপ্রকার শোণিতই দৃষ্ট হয়, ইহার কা-
রণ এই যে গর্ভ ধারিণীর শরীর হইতে
পোত্রী দ্বারা যে শোণিত গর্ভেতে গমন
করে, তাহা বিকৃত হইয়া পুনর্ব্বার গর্ভস্থ
সন্তানের শিরা দ্বারা প্রত্যাগমন করে না,
তাহা গর্ভ ধারিণীর শিরা দিয়া প্রত্যাগমন
করে এবং উহার বক্ষস্থলে আসিয়া বায়ু
যন্ত্রের সঞ্চালন ক্রিয়া দ্বারা পুনর্ব্বার সং-
শোধিত হয়। হায় কি আশ্চর্য্য জগদীশ্বরের
মহিমা! গর্ভস্থ সন্তানের শরীরে শোণি-
ত সংশোধিত হইবার উপায় নাই বলিয়া
তিনি উহার শরীরের শোণিতকে গর্ভধারি-
ণীর বক্ষ স্থলে আনিয়া সংশোধিত ক-
রেন। গর্ভস্থ সন্তানের রক্ষার জন্য জগদী-
শ্বর যে সমস্ত অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ ক-
রিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করিবার শব্দ নাই।
গর্ভ ধারিণীর শরীর হইতে গর্ভের আহা-
র প্রাপ্ত হওয়া যে কি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যের বি-
ষয় তাহা কি বলিব। গর্ভের আকার যখন
যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় তখন গর্ভধারিণীর

* যাহাকে ফুল বলে।

শরীর হইতে উহা সেই পরিমাণেই আহার লাভ করে। গর্ভ যখন ক্ষুদ্র থাকে তখন গর্ভধারিণীর শরীর হইতে তদনুরূপ অল্প মাত্রই পুষ্টিকর সার ভাগ উহার শরীরে যায় এবং যখন উহা কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হয়, তখন সেইরূপ সমধিক মাত্রা প্রাপ্ত হয়। এই নির্দ্দিষ্ট নিয়মের কদাপি ব্যতিক্রম ঘটেনা, ইহার কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথা হইলেই তৎক্ষণাৎ মহানর্থ উপস্থিত হইতে পারে, অতি ভোজন ও অল্পাহার দ্বারা যেমন আমাদিগের নানা রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা, সেই রূপ উহার দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানেরও নানা রোগ জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, কিন্তু জগদীশ্বর প্রসাদাৎ তাহা কখন কালেও ঘটিতে পারে না। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! ওষ্ঠ তালুকা জিহ্বা দন্ত ও পাকস্থলী প্রভৃতি নানা অঙ্গের [illegible]ন্ধেত ক্রিয়া দ্বারা যে ভোজন কার্য্য সম্পন্ন হয়, ঈশ্বরের মহিমাবলে গর্ভ শরীরে তাহা এক পোত্রী রূপ অদ্ভুত যন্ত্র দ্বারা অনায়াসে সম্পন্ন হয়, জগদীশ্বর যদি গর্ভ রক্ষার নিমিত্ত উল্লিখিত প্রকার নানা বিধ অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে পৃথিবী হইতে মনুষ্য কুল এত দিনে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। হা জগদীশ! তোমার মহিমা আমরা কত কীর্ত্তন করিব এবং তোমার কৌশলের মর্ম্ম আমরা কতইবা বুদ্ধির গোচর করিব। তুমি যেমন আবাল বৃদ্ধ যুবা প্রভৃতি নানা প্রকার মনুষ্যকে নানা রূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছ, সেই রূপ অন্ধকারাবৃত জরায়ু শয্যা-শায়ী অচেতন গর্ভকেও যথা উপযুক্ত ভোজন পান বিধান করিয়া পালন করিতেছ, তুমি আমাদিগকে কোন অবস্থাতেই বিস্মৃত হও না, আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়াই মাতার স্তন হইতে অপূর্ব্ব দুগ্ধ প্রাপ্ত হই এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেও সেই জননীর শরীর হইতে আহার লাভ করিয়া জীবন ধারণ করি, অতএব আমরা তোমার ঋণ কি প্রকারে পরিশোধ করিব।

বহুবিবাহ।

এক স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে অন্য স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করা যে কি পর্য্যন্ত ন্যায়, ধর্ম্ম ও যুক্তি বিরুদ্ধ কর্ম্ম এবং তদ্দারা যে কতদূর পর্য্যন্ত সংসারের অনিষ্ট ঘটিতে পারে, ইতি পূর্ব্বে আমরা তাহা এই পত্রিকাতে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছি। আমাদিগের জন্ম ভূমি এই ভারত বর্ষকে উক্ত অধিবেদন রূপ উৎকট বিষে জর্জরীভূত সন্দর্শন করিয়া এক্ষণে এদেশীয় অনেক সদ্বিদ্যাশালী সাধু মনুষ্য ঐ গরলময় কুপদ্ধতি উচ্ছেদ করিবার জন্য অতীব অনুরাগী হইয়াছেন এবং তাহার অন্য কোন প্রকার আশু উপায় প্রাপ্ত না হইয়া তাঁহারদিগের মধ্যে কতিপয় মহাত্মা ঐ বিষময় কুপদ্ধতির নিষেধক কোন রাজ নিয়ম প্রচার করিবার প্রার্থনায় ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে এক আবেদন পত্র অর্পণ করেন, ঐ আবেদন ইংরাজি এবং বাঙ্গলা উভয় ভাষাতেই লিখিত হইয়া অর্পিত হয়। বোধকরি তদ্দারাই এদেশীয় সর্ব্ব সাধারণ লোকে ঐ আবেদন পত্রের তাৎপর্য্যাবগত হইয়া থাকিবেন, অতএব এস্থলে আর তাহা ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এদেশের কি দুর্ভাগ্য এবং এদেশীয় লোকের কি দুর্দ্দশা, এখানে কোন শুভ কর্ম্মের সূত্রপাত হইতে না হইতেই তাহাতে সহস্র প্রকার ব্যাঘাত উপস্থিত হয় এবং দয়া করিয়া কেহ কোন মাঙ্গলিক ব্যাপারের বীজ বপন করিলে তাহা অঙ্কুরিত হইতে না হইতেই তাহার উপর শত শত লোকে আঘাত করিতে উদ্যত হয়। বহু বিবাহ নিষেধক উল্লিখিত আবেদন পত্র ব্যবস্থাপক সমাজে অর্পিত হওয়াতে ভারতবর্ষের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কোন কোন মহাশয় আর তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ঐ আবেদনের প্রতিকূলে এক প্রত্যাবেদন প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কলিকাতা বাসী ও পল্লীগ্রাম বাসি কতিপয় লোকের নাম স্বাক্ষর করাইয়া ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে অর্পণ করিয়াছেন। আমরা উক্ত প্রত্যাবেদন পত্র সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়া

এবং ঐ প্রত্যাবেদনকারি ব্যক্তি দিগকে ধন্য বোধ করিয়াছি। উক্ত মহাশয়েরা প্রথম আবেদনের লিখিত শাস্ত্রীয় প্রমাণের তাৎপর্য্যান্তর প্রতিপন্ন করিয়া যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং উহার প্রতিপক্ষে আর যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, আমাদিগের সে সমুদায় বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই এবং আমরা সে সমুদায় কথায় উত্তর প্রদান করিতেও প্রবৃত্ত হই নাই, কেবল পাঠক বর্গের অবগতির নিমিত্ত তাহার কতকগুলি স্থূল তাৎপর্য্য পশ্চাৎ ব্যক্ত করিতেছি।

দ্বিতীয় পক্ষ আবেদন কারিরা আপনাদিগের আবেদন পত্রের মধ্যে প্রথমত এই আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন, যে "বাদীগণ বহু বিবাহ ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কর্ম্ম প্রতিপন্ন করিবার জন্য মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের যে সমস্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তদ্দ্বারা কোন রূপে বহু বিবাহ শাস্ত্র নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, বরং তাহার শেষ চারিটি বচন দ্বারা উহা বৈধ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতে পারে" কিন্তু তাঁহাদিগের এ আপত্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতেছে, যেহেতু আমরা প্রথম পক্ষীয় আবেদন কারিদিগের সঙ্কলিত বচন ও প্রমাণ দৃষ্টি করিয়া বিলক্ষণ দেখিতেছি, যে উহাদিগের উদ্ধৃত বচনাদি দ্বারা অধিবেদনের পদ্ধতি সামান্যতঃ শাস্ত্র নিষিদ্ধ ভিন্ন কোন মতেই বৈধ বলিয়া বোধ হয় না, যথামনু "স্ত্রীর পান দোষ প্রকাশ পাইলে কি তাহার স্বামির প্রতি দ্বেষভাব থাকিলে অথবা সে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলে ও অপরিমিত ব্যয়শীলা হইলে পুরুষ সে স্ত্রী সত্ত্বেও অন্য স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করিতে পারে এবং স্ত্রীর বন্ধ্যা ও ব্যভিচার দোষ প্রকাশ পাইলে অথবা সে কোন প্রকার অসাধ্য ও চির রোগে আক্রান্ত হইলেও পুরুষ সে স্ত্রী থাকিতে দ্বিতীয় স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারে" এই রূপ অন্যান্য যে সকল বিশেষ বিশেষ স্থলে মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রী সত্ত্বে পুরুষের প্রতি অন্য স্ত্রীর পাণি গ্রহন করিবার বিধি দিয়াছেন, বাদিগণ সেই সকল বচনের মধ্যে কতিপয় বচন উদ্ধৃত করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে কোন স্থল বিশেষ ভিন্ন সামান্যত পুরুষের দুই বিবাহ হিন্দু শাস্ত্র সম্মত নহে। বাদী গণের এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অমূলক বোধ হয় না, কেন না যখন মন্বাদি প্রাচীন শাস্ত্র কারেরা এক স্ত্রী সত্ত্বে অন্য স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করণ বিষয়ে স্থল বিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তদ্দ্বারা সামান্যতঃ আর আর সর্ব্বত্র দুই বিবাহের নিষেধই বুঝাইতেছে। সাধারণ রূপে এক স্ত্রী সত্ত্বে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা শাস্ত্র সঙ্গত হইলে তাঁহারা কদাপি স্থল বিশেষের উল্লেখ করিতেন না। কি ধর্ম্ম শাস্ত্র, কি রাজনীতি, কি বিষয় ব্যবহার যে কোন বিষয়ে হউক বিশেষ স্থলের উল্লেখ করিলেই আপনা হইতে সামান্য স্থলের নিষেধ বুঝায়, যে কর্ম্ম শাস্ত্রনিষিদ্ধ বা ব্যবহার বিরুদ্ধ না হয় তজ্জন্য কোন ব্যক্তিই কুত্রাপি বিশেষ করিয়া উল্লেখ করে না, অতএব বাদীগণের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত কোন মতেই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বোধ হয় না।

দ্বিতীয়ত অধিবেদনের পদ্ধতিকে হিন্দু শাস্ত্র সম্মত প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রতিবাদী গণ বহু যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক প্রাচীন ধর্ম্ম শাস্ত্রাদির কীট দূষিত ও জীর্ণ পত্র সকল উদ্ঘাটন করিয়া কএকটি শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছে। যথা

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাস্যুঃ ক্রমশোবরাঃ।

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ।

যদি স্বাশ্চাপরাশ্চৈব বিন্দেরন্ যোষিতো দ্বিজাঃ। তানাং বর্ণক্রমেণ স্যাজ্জ্যেষ্ঠ্যং পূজা চ বেশ্ম চ।

ভর্ত্তুঃ শরীরশুশ্রূষাং ধর্ম্মকার্য্যঞ্চ নৈত্যিকং।
স্বা চৈব কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষাং নান্যজাতিঃ কথঞ্চন।

সমবর্ণাসু যে জাতাঃ সর্ব্বে পুত্রাদ্বিজন্মনাং।
উদ্ধারং জ্যায়সে দত্ত্বা ভজেরন্নিতরে সমং।

সর্ব্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ।
সর্ব্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্ম্মনুঃ।

যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যযতি তস্মাদেকোদ্বে জাযে বিন্দেত। যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত।

কিন্তু ইত্যাদি বচন দ্বারাও তাঁহারা আপনাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন নাই, ইহাতে আমরা দুই দোষ দেখিতেছি, প্রথমত তাঁহাদিগের আপনার বাক্যের বিষম বৈষম্য দোষ প্রকাশ পাইতেছে। দ্বিতীয়ত উক্ত বচনাদি দ্বারা তাঁহারা আপনাদিগের প্রমাণ স্থল শাস্ত্রকে অত্যন্ত উপহাসাস্পদ করিতেছেন। তাঁহারা যে বচন দ্বারা কলিযুগে বহু বিবাহ শাস্ত্র সিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সেই বচনকেই আবার আপনারা কলিযুগের অপ্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং ইত্যাদি বচন দ্বারা তাঁহারা দেখাইতেছেন, যে ব্রাহ্মণ বর্ণের এক পুরুষের ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অপর তিন বর্ণের তিন কন্যা বিবাহ করিবার কথা শাস্ত্র মধ্যে লেখা আছে, কিন্তু পূর্ব্বে উহাঁরা আপনারাই লিখিয়াছেন, যে উক্ত প্রকার বৈজাত্য বিবাহের ব্যবহার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠবর্ণোদ্ভব পুরুষের ক্রমে নীচ বর্ণ হইতে কন্যা গ্রহণ করিবার রীতি কলিযুগে নিষিদ্ধ কর্ম্ম, অতএব উক্ত বচনাদি দ্বারা কলিযুগে এক স্ত্রী সত্ত্বে অন্য স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করা কি প্রকারে শাস্ত্র সিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। প্রতিবাদী গণ যাহাকে একবার কলিযুগের অপ্রমাণ করিতেছেন, তাহা..কেই আবার কলিতে প্রমাণ বলিয়া বর্ণন করিতেছেন, ইহার পর আর অধিক বৈষম্য দোষ কি আছে? অতএব অসঙ্গত পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাদিগের ঐ সকল বচন সংগ্রহ করা নিতান্ত বিফল হইয়াছে। বিশেষত তাঁহারা যে শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য উক্ত অধিবেদনের পদ্ধতিকে পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইতেছেন, উক্ত শাস্ত্র প্রণীত কোন বচনাদি দ্বারা তাঁহারা এরূপ প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই, যে পুরুষ এক স্ত্রী সত্ত্বে অন্য স্ত্রীর পাণি গ্রহণ না করিলে কোন মতে তাহার কোন প্রত্যবায় ঘটিতে পারে। তাঁহারা শাস্ত্রীয় বচনাদি দ্বারা কেবল ইহাই মাত্র প্রদর্শন করিতেছেন যে, পুরুষ এক স্ত্রী সত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিলে পর উল্লিখিত শাস্ত্রোক্ত বচনানুসারেই করিবে অথবা এক পুরুষের বহু স্ত্রী গর্ভজাত সন্তান বর্ত্তমান থাকিলে তাহারা উল্লিখিত শাস্ত্র নিরূপিত নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পিতৃ ধনাদি বিভাগ করিয়া লইবে। অতএব যে কর্ম্ম না করিলে শাস্ত্র মতে কোন প্রত্যবায় স্বীকার করিতে না হয়, সে কর্ম্মকে কদাপি শাস্ত্রের নিতান্ত বৈধ বলিয়া গণনা করা যায় না। যখন সম্পূর্ণ যুক্তি বিরুদ্ধ ও প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম নিষিদ্ধ অধিবেদনের পদ্ধতি অবলম্বন করিবার জন্য শাস্ত্রেতে কোন বিশেষ অনুরোধ দৃষ্ট হয় না, তখন প্রতিবাদী গণ শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত যে উক্ত কুপ্রথাকে পরিত্যাগ না করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণ রূপে সঙ্গত হইতেছে না। তবে প্রতিবাদী মহাশয় দিগের উদ্ধৃত বচনের মধ্যে কেবল ত্রিবিবাহঙ্কৃতং যেন ন করোতি চতুর্থকং এই এক বচন দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে, যে পুরুষ যদি তিন বিবাহ করিয়া চতুর্থ স্ত্রীর পাণি গ্রহণ না করে, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ব পুরুষের অধঃ পতন হয় ও তাহাকে ভ্রূণ হত্যা পাপের ভাগী হইতে হয়, কিন্তু এ বচন দ্বারা বহু বিবাহ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা নিতান্ত আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, কেননা যখন এক স্ত্রী সত্ত্বে দ্বিতীয় স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করাই একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া যাইতেছে, তখন এক পুরুষের তিন স্ত্রী ঘটিবারই আর সম্ভাবনা কি? অতএব তিন স্ত্রীর স্থলে যে চতুর্থ স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করিবার কথা দৃষ্ট হইতেছে, তাহা কোন কার্য্যেরই নহে। বিশেষতঃ উক্ত বচনের এরূপ তাৎপর্য্য নহে, যে স্ত্রী জীবিত থাকিলে পুরুষ উপর্য্যুপরি চারি স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করিবে। ক্রমাগত স্ত্রী বিয়োগেতে করিয়া যদি কোন পুরুষকে তিনবার বিবাহ করিতে হয় এবং সে যদি বিরক্ত হইয়া তৃতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর আর বিবাহ করিতে সম্মত না হয়, তবে তাহাকে পাপভাগী হইতে হয়, অতএব উক্ত বচন দ্বারা কোন ক্রমেই বহু বিবাহ প্রতিপন্ন হয় না। অপিচ যে মনু সংহিতা হিন্দু ধর্ম্মের শিরোমণি স্বরূপ, যাহার অনভিমত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে

শ্রুতিও পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন, সেই মনুই সমস্ত শাস্ত্রের পর্য্যবসানে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে মনুষ্য কদাপি যুক্তি বিরুদ্ধ কোন কর্ম্ম করিবে না, যুক্তিহীন কর্ম্ম করিলে পাপভাগী হইতে হইবে। যথা

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোবিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে। মনু।

অতএব সম্পূর্ণ যুক্তি বিরুদ্ধ বহু বিবাহের পদ্ধতিকে কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে প্রতিবাদী গণ যে সকল শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কোন কার্য্য কারণেরই হয় নাই।

তৃতীয়তঃ বাদীগণ বহু বিবাহ পদ্ধতি উপলক্ষে তাঁহাদিগের আবেদন মধ্যে বর্ত্তমান কৌলীন্য প্রথার যে সকল দোষ উল্লেখ করিয়াছিলেন, প্রতিবাদী গণ আপনাদিগের লিপিনৈপুণ্য বলে ও তর্ক কৌশলে সেই সমস্ত দোষ নিরাকরণ করিবার বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন, যে এদেশীয় কৌলীন্য পদ্ধতি কোন রূপেই দোষাবহ নহে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে কৌলীন্য ব্যবহারেরও কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই, উহার ধারা পূর্ব্বেও যেমন ছিল এক্ষণেও সেই রূপ আছে, এবং কুলীনেরা কুল মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কদাপি এক স্ত্রী থাকিতে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে না, বরং ভদ্র কুলের সহিত ভদ্র কুলের আদান প্রদান করিবার জন্যই বর্ত্তমান কুলীনেরা নির্দ্দিষ্ট কুলে কন্যা পুত্রের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন এবং শাস্ত্রেও উহার বিধি আছে। কিন্তু পক্ষপাত শূন্য হইয়া বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহাদিগের উক্ত বাক্য সমুদায়কে কদাপি সম্পূর্ণ সত্য সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে কেবল কৌলীন্য রূপ কাল সর্পের ভয়েতেই অনেকে অধিবেদন রূপ অনলস্থানলে ঝম্প প্রদান করেন এবং উক্ত কৌলীন্যের ধারাও প্রথমাপেক্ষা দিন দিন অনেক বিকৃত হইয়া আসিয়াছে। যৎকালে রাজা বল্লাল সেন স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষের আহৃত পঞ্চ জন ব্রাহ্মণের সন্তান দিগকে বিশিষ্ট বংশ মর্য্যাদা প্রদান করণার্থে কুল মর্য্যাদা প্রদান করেন, তৎকালে যে কুলীনদিগের মধ্যে এক্ষণকার মত কোন প্রকার আদান প্রদানের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম প্রচলিত ছিল না তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তাহার প্রমাণ কুলশাস্ত্রাদি নানা স্থান হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, এবং তিনি যে অভিপ্রায়ে যে প্রকার লোককে কুল মর্য্যাদা প্রদান করিয়া ছিলেন এক্ষণে যে তাহার অনেক অন্যথা হইয়াছে তাহাও কুলীন দিগের মূল লক্ষণেতেই প্রকাশিত রহিয়াছে, যথা আচারো বিনয়ো বিদ্যা ইত্যাদি। যে ফুলিয়া, খড়দহ, সর্ব্বানন্দী, বল্লবী প্রভৃতি মেলের অনুরোধে বর্ত্তমান কুলীন দিগকে বহু বিবাহ স্বীকার করিতে হয় এবং যাহার অনুরোধে কত কত হত ভাগা কুলীন কন্যাদিগকে অনূঢ়াবস্থাতেই আয়ুঃ শেষ করিতে হয়, রাজা বল্লাল সেনের সময়ে সে মেল বন্ধের নাম গন্ধও ছিল না, তিনি প্রথমত রাঢ়ীয় শ্রেণীর মধ্যে সামান্যত ২২ প্রকার কুলীন করেন, যথা সাণ্ডিল্য গোত্রে ভট্টনারায়ণ মুখ্য, কাশ্যপে সুলোচন চট্ট, ভরদ্বাজে ধুরন্ধর মুখটি, সাবর্ণি গোত্রে বীরব্রত গঙ্গ, বাৎস্য গোত্রে সুরভি ঘোষাল এবং ঐ পাঁচ গোত্রে অপর ৩৭ প্রকার শ্রোত্রিয়ের সৃষ্টি হয় এবং তাহাদিগের সহিত কুলীন দিগের সর্ব্বদা করণ কারণও হইত। অনন্তর দেবীবর নামক এক ব্যক্তি ঐ সকল শ্রোত্রিয়ের সহিত কুলীন সন্তানের করণ কার্য্য সন্দর্শন করিয়া তন্মধ্যে দোষাদোষ বিচার করত ফুলিয়া প্রভৃতি ৩৬ টি মেলের সৃষ্টি করেন ও প্রত্যেক মেলের মধ্যেই করণ কারণের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন এবং তাহার পর ক্রমে ক্রমে বিবাহ বিষয়ক দোষাদোষানুসারে এক এক মেলের মধ্যে অনেক প্রকার শাখা ও প্রশাখার সৃষ্টি হয়। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে বর্ত্তমান কুলীনেরা প্রাচীন কুল মর্য্যাদার অনুরোধে যত না বহু বিবাহে রত হয়েন, পূর্ব্বোক্ত মেল ও আধুনিক দোষাদোষ ঘটিত দলাদলির অনুরোধে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা

ই অধিবেদন রূপ পাপকূপে নিমগ্ন হইতে হয়। বিশেষত এক্ষণকার ভঙ্গ কুলীনেরা বিবাহকে যেমন জীবিকা লাভের উপায় মাত্র মনে করিয়া এক এক ব্যক্তি শতাধিক নারীর পাণি গ্রহণ করেন এবং হয় তো তাহার মধ্যে কস্মিন্ কালেও উনশত নারীর মুখাবলোকন করেন না, রাজা বল্লাল সেনের সম কাল বর্ত্তী সদাচার ও সদ্গুণ সম্পন্ন কুলীন মহাশয়েরা কদাপি সে রূপ করিতেন না, তাঁহাদিগের লক্ষণেতেই তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার প্রকাশিত রহিয়াছে। অতএব প্রতিবাদী মহাশয়েরা পূর্ব্বকার এবং এক্ষণকার কৌলীন্য ধারার সমভাব প্রমাণ করণের জন্য যে আয়াস পাইয়াছেন তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে। যে ব্যক্তি একবার নিরপেক্ষ ভাবে ও বিচার সঙ্গত দৃষ্টিতে উভয় কালের কৌলীন্য ব্যবহারের বিষয় তুলনা করিয়া দেখিবে, সেই স্বীকার করিবে যে পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণকার কৌলীন্য ব্যবহারের অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে এবং তাহাতে অনেক দোষ মিশ্রিত হইয়াছে। কুলীন মহাশয়েরা যে কেবল কুল রক্ষার নিমিত্ত বহু বিবাহ করিয়া থাকেন, অন্য কোন অনুরোধে করেন না, একথার উত্তর দিবার কোন আবশ্যক করে না, একথা সর্ব্ব সাধারণ লোকেরই বিদিত আছে এবং তাঁহারা কুলীন কন্যাদিগের অনূঢ়াবস্থা দূর করণের জন্য যে একাধিক স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করেন, একথারই বা আর কি প্রত্যুত্তর প্রদান করা যাইবে। যদি চির বিরহিনী কুলীন কামিনীদিগের সকৃৎ বর পাত্রের উত্তরীয় স্পর্শ দ্বারা অনূঢ়াত্ব দূর হয়, তবে সংসার মধ্যে আর ঊঢ়া অনূঢ়ার কোন প্রভেদ থাকে না, তবে কঠিন হৃদয় উদ্বাহ উপজীবী কুলীন মহাশয়েরা একথা বলিতে পারেন। হা জগদীশ্বর! এ দুর্ভাগ্য তমসাচ্ছন্ন দেশকে তুমি কত দিনে জ্ঞানালোক দ্বারা উজ্জ্বল করিবে, এ পর্য্যন্ত এখানে স্বভাবের ভাব কাহারও হৃদয়ঙ্গম হইল না, আর কত দিনে এখানকার লোকে প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইতে পারিবে। কুলীন মহাশয়েরা যে কেবল সৎ পাত্রে কন্যাদান করণের অনুরোধেই কুলীন বংশীয় এক পুরুষকে বহু কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন একথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রতিপক্ষীয় মহাশয়েরা মনুর প্রমাণ সঙ্কলন করিয়াছেন। যথা

উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ। অ-
প্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাৎ যথাবিধি
কামমামরণাৎ তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্তুমত্যপি
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ।

কিন্তু এ প্রমাণ দ্বারাও তাঁহাদিগের কিছু মাত্র অভীষ্ট সিদ্ধি হয় নাই ইহাতে করিয়া বরং বাদীগণেরই আবেদনের পোষকতা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মনুর বচনের তাৎপর্য্য এই যে কন্যাকে বিহিত বিধানে সৎ পাত্রে প্রদান করিতে পিতা মাতা সততই চেষ্টা করিবেন, তাহাতে কালাকালের বিচার করিবেন না। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলেও যদি উৎকৃষ্ট বর সংঘটন হয় তথাপি তাহাকে সেই বরেই সমর্পণ করিবেন এবং যদি উৎকৃষ্ট পাত্র প্রাপ্ত না হওয়া যায় তাহা হইলে কন্যা অনূঢ়াবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করে সেও শ্রেয়ঃ তথাপি তাহাকে কদাপি অপাত্রে প্রদান করিবে না। এ প্রমাণ দ্বারা প্রতিবাদী দিগের কি অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল? এক্ষণকার কুলীনেরা যে সকল পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করেন, যদি তাহাদিগকে সৎ পাত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে আর কোন ব্যক্তিই অসৎ পদ বাচ্য হইতে পারে না। মনুষ্য যে সকল কুকর্ম্মে লিপ্ত হইলে তাহাকে অসৎ ও অধর্ম্মগ্রস্ত হইতে হয় এবং যে সকল কর্ম্ম দোষে মনুষ্যকে নরাধম শব্দে উল্লেখ করিতে হয়, বর্ত্তমান কুলীন মহাশয় দিগের মধ্যে প্রায় তিন ভাগ মনুষ্যকে উক্ত দোষে লিপ্ত ও উক্ত অধর্ম্মে জড়িত দেখা যায়। আধুনিক কুলীন সন্তানেরা যত সৎপাত্র এবং কুলীন কুলোদ্ভব পুরুষেরা যত ধর্ম্মপরায়ণ তাহা এদেশের কোন্ ব্যক্তি না অবগত আছেন? কুলীন মহাশয়েরাও তাহা সবিশেষ জ্ঞাত আছেন অতএব ধর্ম্মহীন ও জ্ঞানহীন কুলীন দিগকে কন্যা দান করিয়া সৎ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করণের কারণ দর্শান কোন ক্রমেই সঙ্গ

হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত মনু বচন দ্বয়ের এ প্রকার অভিপ্রায় নহে, যে কেহ অলীক কুলাভিমান রক্ষা করিবার জন্য অথবা আধুনিক কুলীনকে কন্যা সম্প্রদান করিবার জন্য স্বীয় দুহিতাকে অপ্রাপ্ত বয়সে পাত্রস্থ করিবে বা অনূঢ়াবস্থায় চির জীবন রক্ষা করিবে। মনু যাহাকে সৎ পাত্র বা সৎ কুল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে কদাপি এ আধুনিক কুলীন বা কুল বুঝায় না। মনুর শাসন কালে এ আধুনিক কুল ও কুলীনের সৃষ্টিও হয় নাই, অতএব প্রতিবাদীগণের উল্লিখিত মনুর বচন দ্বয় উদ্ধৃত করা নিরর্থক হইয়াছে।

চতুর্থতঃ প্রতিবাদীগণ লিখিয়াছেন, যে বাদী পক্ষ বর্ত্তমান কৌলীন্য ব্যবহার জনিত দোষের যত আতিশয্য বর্ণন করিয়াছেন, সে সমুদায় সমূলক নহে এবং তদ্দ্বারা এত অনিষ্ট ঘটেনা, যে তাহার নিবারণ করিবার জন্য রাজার মনোযোগ বা রাজ নিয়মের আবশ্যক হয়। কিন্তু প্রতিবাদী গণের একথা আমরা কোন ক্রমে বাস্তবিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না, কেন না আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে যে সকল অত্যাচারকে বিষম অত্যাচার বলিয়া গণনা করা যায় এবং যে সমস্ত গর্হিত ব্যাপার মনুষ্য সমাজে নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে ও যাহা নিবারণ করিবার জন্য াজার নিতান্ত মনোযোগ করা আবশ্যক। র্ত্তমান কৌলীন্য দ্বারা তাহার একটি মাত্র ষও উৎপন্ন হইতে অপেক্ষা নাই। ভ্রূণ
ত্যা, ব্যভিচার দোষ, আত্ম হত্যা, স্ত্রীহত্যা,
হত্যা, বংশ নিস্ব হওয়া, দেশ দরিদ্র দশা
হওয়া, সন্তান মূর্খ হওয়া, পিতা পুত্র,
মি স্ত্রী, প্রভৃতির প্রকৃতিসিদ্ধ সম্বন্ধ বি-
হওয়া ইত্যাদি যত প্রকার কদর্য্য কর্ম্ম
মান আছে, কৌলীন্য পদ্ধতি দ্বারা
র কোন্ কুকর্ম্ম না উদ্ভব হয়। হৃদয়
এক কালে পাষাণ বদ্ধ করিতে না পা-
, চক্ষেতে লৌহ ফলক প্রবেশ করিয়া
না হইলে, কর্ণেতে শীশক প্রদান করি-
বধির না হইলে এবং জ্ঞাননেত্রে এক
ধূলি প্রক্ষেপ না করিলে কোন মতে ই একপ বলিতে পারা যায় না, যে কৌলীন্য দ্বারা সংসারের মধ্যে সমধিক অনর্থের উদ্ভব হইতেছে না এবং তাহা নিবারণ করিবার জন্য রাজার মনোযোগ করিবার কোন আবশ্যক নাই। কৌলীন্য দ্বারা যে কিরূপে উল্লিখিত পাপ সমুদায়ের উদ্ভব হইতেছে তাহা বিস্তার করিয়া লিখিবার কোন আবশ্যক নাই, তাহা লিপি করিতে লজ্জা বোধ হয়। স্বদেশের দোষ লইয়া আন্দোলন করা কর্ত্তব্য নহে কিন্তু যাহাতে সে সমস্ত দোষের পরিহার হয় গোপনে তাহারই চেষ্টা করা উচিত। হায়! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! মনুষ্য যে দাবদাহে সতত দগ্ধ হয়, আত্মাভিমান রক্ষা করিবার জন্য তাহা নির্ব্বাণ করিতে ইচ্ছুক না হইয়া তাহাকে আরও প্রদীপ্ত করিতে যত্ন করে।

পঞ্চমতঃ প্রতিবাদী মহাশয়েরা কায়স্থ কুলের কএকটি পদ্ধতি উল্লেখ করিয়া কুল শাস্ত্রের মর্য্যাদা হানির এক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে আমরা এই মাত্র নিবেদন করি, যে কুল শাস্ত্র কিছু তাঁহাদিগের কোন প্রাচীন ধর্ম্ম শাস্ত্র নহে; যাহা যথার্থ ধর্ম্ম শাস্ত্র, কৌলীন্য দ্বারা সতত্‌ই তাহার হানি হইতে দেখা যাইতেছে। কৌলীন্য রক্ষা করিতে গিয়া যে অনেক সময় অনেকে প্রকৃত ধর্ম্ম শাস্ত্রের শাসন উল্লঙ্ঘন করেন একথা দেশময় প্রসিদ্ধ আছে এবং একথা কুলীনেরাও অনেকে স্বীকার করিয়া থাকেন, অতএব আর তাহা প্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই।

ষষ্ঠতঃ প্রত্যাবেদনকারি মহাশয়েরা এই কথা লিখিয়া আবেদন শেষ করিয়াছেন, যে এদেশের মধ্যে যেমন হিন্দু সমাজে বহু বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত আছে সেই রূপ মোসলমান জাতিরাও উক্ত প্রথা অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, অতএব ব্যবস্থাপক সমাজ যদি এদেশের বহু বিবাহ নিষেধক কোন নিয়ম প্রচার করেন, তাহা হইলে উক্ত নিয়ম কেবল হিন্দু জাতির প্রতি প্রচার না করিয়া উহা হিন্দু মোসলমান উভয় জাতির পক্ষেই প্রচলিত করা আবশ্যক। প্রতিবাদী গণের একথার কোন উত্তর নাই,

বিজ্ঞ সমাজে একথা উপস্থিত হইলে তাঁ-
হারা মনে মনে কেবল হাস্যই করিবেন।
কোন ভবন দগ্ধ হইবার সময় কোন ব্য-
ক্তিকে সেই অগ্নি হইতে উদ্ধার করিতে
গেলে সে ব্যক্তি যদি এরূপ আপত্তি করে,
যে আমরা অনেকেই এককালে দগ্ধ হই-
তেছি অতএব কেবল আমি একাকী কি-
জন্য এ অগ্নি হইতে মুক্ত হইব। তাহা হই-
লেই প্রতিবাদী গণের পূর্ব্বোক্ত আপত্তির
অবিকল উপমা হইতে পারে। যাহা হ-
উক উল্লিখিত অযুক্ত ও অসঙ্গত আপত্তি
দ্বারা কেবল প্রতিবাদী মহাশয় দিগের এই
মাত্র মনের ভাব ব্যক্ত হইতেছে, যে তাঁ-
হারা কোন মতেই অধিবেদনের পদ্ধতি-
কে পরিত্যাগ করিতে সম্মত নহেন, তাঁ-
হারা উক্ত পদ্ধতিকে রক্ষা করিবার জন্য
প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছেন। উহাদ্বারা তাঁ-
হাদিগের ধর্ম্মেরই হানি হউক, মানেরই খ-
র্ব্বতা হউক, আর ধনেরই ক্ষয় হউক, তাঁহা-
রা উক্ত পদ্ধতিকে প্রাণপণে হৃদয়ে ধারণ
করিয়া রাখিবেন, দেশ প্রচলিত বহু বিবাহে-
র প্রাচীন রীতির উৎসেদ হওনাপেক্ষা তাঁ-
হাদিগের সর্ব্বনাশ হওয়াও মঙ্গল।

কিন্তু ইহাতে আমাদিগের আশ্চর্য্য
বোধ হইতেছে, যেহেতু আমরা প্রত্যক্ষ স-
ন্দর্শন করিতেছি যে যে অধিবেদনের পদ্ধ-
তি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অমঙ্গল ভিন্ন কোন
রূপে দেশের কল্যাণ হইতেছে না, যাহাদ্বা-
রা হিন্দু জাতির মুখ সততই ভদ্র সমাজে
অধোগামী হইতেছে, যে পদ্ধতি কোন স-
ভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া
যায় না, উক্ত পদ্ধতিকে প্রচলিত রাখিতে
প্রতিবাদীগণ কি জন্য এত আয়াস স্বীকার
করিতেছেন। উহার অনুকূল পক্ষে তাঁহারদি-
গের যে রূপ আন্তরিক যত্ন আছে, তাহা তাঁ-
হাদিগের আবেদনের মধ্যেই প্রকাশ পাই-
য়াছে, প্রামাণিক হউক বা না হউক তাহার
পোষকতার শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিতেও
ত্রুটি করেন নাই এবং সঙ্গত হউক বা না
হউক যুক্তি প্রদর্শন করিতে অপেক্ষা রা-
খেন নাই কিন্তু উহা প্রচলিত থাকাতে তাঁ-
হাদিগের কি লাভ আছে তাহা আমরা
কিছুই বলিতে পারি না। আমরা এ পর্য্যন্ত
কেবল ইহাই মাত্র মনে করিতাম যে কেবল
জন কত বঙ্গদেশীয় উদ্বাহ উপজীবী লোকে-
ই এদেশের মধ্যে অধিবেদনের পদ্ধতি প্র-
চলিত রাখিতে যত্ন করিয়া থাকে, কিন্তু
এত দিনে আমাদিগের উক্ত ভ্রম দূর হইল।
দ্বিতীয় আবেদন পত্রে যে সকল মহাশয়
দিগের নাম সন্দর্শন করিলাম, যদি তাঁহাদি-
গের মনেতে বহুবিবাহ স্বরূপ কাল কণ্টকের
বিষ জ্বালা অনুভূত না হইল, তবে আর কা-
হার হইবে? আর আমাদিগের কোন ভ-
রসা নাই, আমরা এতদিনে বুঝিলাম যে
বঙ্গভূমি কস্মিন্ কালেও বর্ত্তমান দুরবস্থা
হইতে গাত্রোত্থান করিবে না। যখন উহার
প্রত্যেক শুভানুষ্ঠানেতেই ব্যাঘাত উপস্থিত
হয় তখন আর উহার কল্যাণ কোথায়?
আমরা অবশেষে দেশীয় সর্ব্ব সাধারণ মহা-
ত্মাদিগের সমীপে বিনীত ভাবে এই নিবে-
দন করিতেছি, যে তাঁহারা একবার অভি-
মান শূন্য হইয়া দলাদলির দ্বেষ পরিত্যাগ
করিয়া এবং আপনার দিগের প্রভুত্বের আ-
শা বিসর্জন দিয়া নিরপেক্ষ ভাবে নেত্র উ-
ন্মীলন করিয়া দেখুন যে বহুবিবাহ পদ্ধতি
দ্বারা কত দূর পর্য্যন্ত প্রকৃত ধর্ম্মের হা-
নি হইতেছে, কি পর্য্যন্ত দেশময় পাপের
স্রোত প্রবাহিত হইতেছে এবং কি প্রকারে
স্বজাতীয় ও স্বদেশের অধঃপতন হইতেছে,
তাহা হইলে আর তাঁহাদিগকে কোন শাস্ত্রী[illegible]
প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হইবে না এবং তা[illegible]
হইলে আর কোন যুক্তিও দর্শাইবার [illegible]
বশ্যক করিবে না। তাহা হইলেই তাঁহ[illegible]
আপনা হইতে উক্ত পদ্ধতির সকল গুণা[illegible]
জানিতে পারিবেন, তাহা হইলে তাহাকে [illegible]
করিতে আপনা হইতেই তাঁহাদিগের ই[illegible]
হইবেক এবং তাহা হইলেই বঙ্গভূমি [illegible]
পদ্ধতি জনিত পাপ ভার হইতে মুক্ত হই[illegible]

মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।

৬৭ অধ্যায়—সম্ভব পর্ব্ব।

১২৪ সংখ্যক পত্রিকার ২০৪ পৃষ্ঠার পর

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগ[illegible]
দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, সিংহ, ব্যা[illegible]

মৃগ, সর্প, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ যেরূপে মনুষ্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং জন্ম গ্রহণ করিয়া যে সকল কর্ম্ম করেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক সবিশেষ বিবরণ শুনিতে বাঞ্ছা করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরেন্দ্র! যে সমস্ত দেবতা ও দানব মনুষ্য লোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন, প্রথমতঃ তাঁহাদের বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণন করি।

যে দানবরাজ বিপ্রচিত্তি নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি নরলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া জরাসন্ধ নামে নরপতি হন। দিতির যে পুত্র হিরণ্যকশিপু নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি নর লোকে শিশুপাল নামে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রহ্লাদের যে অনুজ সংহ্লাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি শল্য নামে জন্ম গ্রহণ করিয়া বাহ্লীক দেশের অধীশ্বর হন। অনুহ্লাদ নামে প্রহ্লাদের অপর যে এক অনুজ ছিলেন, তিনি ধৃষ্টকেতু নামে খ্যাত হন। যে দৈত্য শিবি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি ভূমণ্ডলে দ্রুম নামে ভূপতি হন। যিনি বাস্কল নামে অতি প্রধান অসুর ছিলেন, তিনি মনুষ্য লোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভগদত্ত নামে ভূপতি হন। অয়ঃশিরাঃ, অশ্ব শিরাঃ, অয়ঃ শঙ্কু, গগন মূর্দ্ধা, বেগবান্ এই পাঁচ বীদ্যাশালী প্রধান অসুর কৈকেয় দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া অতি প্রধান পৃথিবীপতি হন। অতি প্রতাপ শালী অন্য যে এক অসুর কেতুমান্ নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি অমিতৌজাঃ নামে অতিক্রূর কর্ম্মা নরপতি হন। স্বর্ভানু নামে প্রসিদ্ধ শ্রীমান্ মহাসুর উগ্রসেন নামে উগ্রস্বভাব ভূপতি হন। যে শ্রীমান্ মহাসুর অশ্ব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি অশোক নামে মহাবীর্য্য রাজা হন; ইহাঁকে কেহ কখন পরাজয় করিতে পারে নাই। তাঁহার কনিষ্ঠ যে দৈত্য অশ্বপতি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি হার্দ্দিক্য নামে রাজা হন। যে শ্রীমান্ প্রধান অসুর বৃষপর্ব্বা নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি পৃথিবীতে দীর্ঘপ্রজ্ঞ নামে নৃপতি হন। অজক নামে বৃষপর্ব্বার যে অবরজ ছিলেন, তিনি পৃথিবীতে শল্য নামে নরপতি হন। অশ্বগ্রীব নামে যে এক প্রভাবশালী অসুর ছিলেন, তিনি রোচমান নামে নৃপতি হন। মতিমান্ কীর্ত্তি মান্ যে অসুর সূক্ষ্ম নামে কীর্ত্তিত ছিলেন, তিনি ক্ষিতিতলে বৃহদ্রথ নামে বিখ্যাত ক্ষিতিপতি হন। তুহুণ্ড নামে বিখ্যাত যে এক প্রধান অসুর ছিলেন, তিনি সেনাবিন্দু নামে নরাধিপতি হন। ইষুপ নামে যে বলবান্ অসুর ছিলেন, তিনি ভূমণ্ডলে নগ্নজিৎ নামে বিক্রমশালী বিখ্যাত নরপতি হন। যে প্রধান অসুর এক চক্র নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি পৃথিবীতে প্রতিবিন্ধ্য নামে অতি বিখ্যাত ক্ষিতিপতি হন। যুদ্ধ-বিদ্যা-নিপুণ বিরূপাক্ষ নামে যে প্রধান দৈত্য ছিলেন, তিনি চিত্রধর্ম্মা নামে বিখ্যাত পার্থিব হন। হর নামে বীর্য্যশালী শত্রুঘাতী যে প্রধান দানব ছিলেন, তিনি সুবাহু নামে ঐশ্বর্য্যশালী নৃপতি হন। শত্রুপক্ষ ক্ষয়কারী অতিতেজস্বী সুহর নামে যে দানব ছিলেন, তিনি পৃথিবীতলে বাহ্লীক নামে প্রথিত পৃথিবীপতি হন। নিচন্দ্র নামে চন্দ্রমুখ যে প্রধান অসুর ছিলেন, তিনি মুঞ্জকেশ নামে অতি শ্রীমান্ রাজা হন। নিকুম্ভ নামে যে মহামতি অসুরকে সংগ্রামে কেহ পরাজয় করিতে পারে নাই, তিনি ভূমণ্ডলে দেবাধিপ নামে অতি প্রধান ভূপতি হন। শরভ নামে যে এক প্রধান অসুর ছিলেন, তিনি পৌরব নামে নরপতি হন। যে শ্রীমান্ মহাবীর্য্য প্রধান অসুর কুপথ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি ক্ষিতিতলে সুপার্শ্ব নামে বিখ্যাত মহীপতি হন। ক্রম নামে অন্য এক প্রধান অসুর ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিয়া পার্ব্বতেয় নামে নরপতি হন; ইহাঁর শরীর কাঞ্চন পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। শলভ নামে অন্য যে এক অসুর ছিলেন, তিনি বাহ্লীকদেশে প্রহ্লাদ নামে নৃপতি হন। চন্দ্রতুল্য রূপবান্ চন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ অন্য যে এক দৈত্য ছিলেন, তিনি চন্দ্রবর্ম্মা নামে কাম্বোজ দেশের রাজা হন। অর্ক নামে প্রসিদ্ধ দানবরাজ ঋষিক নামে রাজর্ষি হন। মৃতপা নামে বিখ্যাত প্রধান অসুর পশ্চিমানূপক নামে নৃপতি হন। গবিষ্ঠ নামা মহাতে-

জস্বী বিখ্যাত অসুর ধরাতলে ক্রনসেন নামে ধরাপতি হন। যে শ্রীমান্ মহাসুর ময়ূর নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি বিশ্ব নামে বিশ্ববিখ্যাত পৃথিবীপতি হন। তাঁহার যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুপর্ণ নামে বিদিত ছিলেন, তিনি পৃথিবীতে কালকীর্ত্তি নামে বিখ্যাত নৃপতি হন। যে প্রধান অসুর চন্দ্রহন্তা নামে কীর্ত্তিত ছিলেন, তিনি শুনক নামে রাজর্ষি হন। যে প্রধান অসুর চন্দ্রের বিনাশকারী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, তিনি জানকি নামে বিখ্যাত নৃপতি হন। দীর্ঘজিহ্ব নামে যে প্রসিদ্ধ দানব ছিলেন, তিনি পৃথিবী মণ্ডলে কাশিরাজ নামে পৃথিবীপতি হন। চন্দ্র ও সুর্য্যের উৎপীড়নকারী যে গ্রহকে সিংহিকা প্রসব করিয়াছিলেন, তিনি ক্রাথ নামে নরপতি হন। অনায়ুষের পুত্র চতুষ্টয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তেজস্বী বিক্ষর বসুমিত্র নামে রাজা হন; দ্বিতীয় পাণ্ড্যরাষ্ট্রাধিপ নামে বিখ্যাত নৃপতি হন। যে প্রধান অসুর বলীন নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি পৌণ্ড্রমাৎস্যক নামে নরপতি হন। যে মহাসুর বৃত্র নামে বিদিত ছিলেন, তিনি মণিমান্ নামে নৃপতি হন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্রোধহন্তা ক্ষিতিতলে দণ্ড নামে বিখ্যাত ভূপতি হন। ক্রোধবর্দ্ধন নামে অন্য যে অসুর ছিলেন, তিনি দণ্ডধার নামে রাজা হন। কালেয় দিগের যে আট পুত্র ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ব্যাঘ্রের ন্যায় বিক্রমশালী ছিলেন। এই আটের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ মগধদেশে জয়ৎসেন নামে রাজা হন। দ্বিতীয় অপরাজিত নামে রাজা হন। মহা তেজস্বী মহামায়াবী ভয়ানক পরাক্রমশালী তৃতীয় নিষাদাধিপতি হন। চতুর্থ ক্ষিতিতলে শ্রেণিমান্ নামে বিখ্যাত নরপতি হন। পঞ্চম মহৌজাঃ নামে প্রসিদ্ধ রাজা হন; ইনি অশেষ প্রকারে স্বীয় শত্রু দিগের শাসন করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ অভীরু নামে অতি প্রধান রাজর্ষি হন। সপ্তম সমস্ত ভূমণ্ডলে বিখ্যাত সমুদ্রসেন নামে পরম ধার্ম্মিক রাজা হন। বৃহৎ নামা অষ্টম সর্ব্বভূত-হিতকারী অতি ধর্ম্মাত্মা নৃপতি হন। কুক্ষি নামে বিখ্যাত মহাবল পরাক্রান্ত দানব পার্ব্বতীয় নামে নরপতি হন। ক্রথন নামা বীর্য্যশালী মহাসুর ক্ষিতিমণ্ডলে সূর্য্যাক্ষ নামে ক্ষিতিপতি হন। সূর্য্য নামা অতি শ্রীমান্ মহাসুর দরদ নামে অতি প্রধান ভূপতি হন। হে রাজন্! যে ক্রোধবশ গণের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে ক্ষিতি তলে বহুতর নরপতি জন্ম গ্রহণ করেন। মদ্রক, কর্ণবেষ্ট, সিদ্ধার্থ, কীটক, সুবীর, সুবাহু, মহাবীর, বাহ্লিক, ক্রথ, বিচিত্র, সুরথ, নীল, চীরবাসাঃ, ভূমিপাল, দন্তবক্র, দুর্জ্জয়, রুক্মী, আষাঢ়, বায়ুবেগ, ভূরিতেজাঃ, একলব্য, সুমিত্র, বাটধান, গোমুখ, কারুষক নামক রাজগণ, ক্ষেমমূর্ত্তি, শ্রুতায়ুঃ, উদ্বহ, বৃহৎসেন, ক্ষেম, অগ্রতীর্থ, কুহর, মতিমান্, ঈশ্বর; এই মহাভাগ, মহাবল, মহাকীর্ত্তি রাজগণ ক্রোধবশ গণ হইতে ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ হন। যে মহাবল পরাক্রান্ত দানব কালনেমি নামে খ্যাত ছিলেন, তিনি উগ্রসেনের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া কংস নামে বিখ্যাত হন। যে দেবরাজ-তুল্য প্রভাবশালী অসুর দেবক নামে বিদিত ছিলেন, তিনি ক্ষিতিতলে গন্ধর্ব্বপতি নামে অতি প্রধান নরপতি হন।

হে ভরত কুলপ্রদীপ! বৃহৎকীর্ত্তি দেবর্ষি বৃহস্পতির অংশে ভরদ্বাজ কুলতিলক দ্রোণাচার্য্য উৎপন্ন হন; ইনি অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর, সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ, মহাকীর্ত্তি, মহাতেজস্বী, ধনুর্ব্বেদে ও বেদে অতি প্রবীণ ছিলেন; এবং আশ্চর্য্য কর্ম্ম দ্বারা স্বীয় কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। মহাদেবের ও যমের অংশে মহাবীর্য্য শত্রুপক্ষ ক্ষয়কারী অশ্বত্থামা জন্ম গ্রহণ করেন। বশিষ্ঠ শাপে ও ইন্দ্রের আদেশ ক্রমে গঙ্গার গর্ভে শান্তনুর ঔরসে অষ্ট বসু জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভীষ্ম, মতিমান্, বেদবেত্তা, বক্তা, কুরুকুলের অভয় দাতা ও শত্রুপক্ষের ক্ষয়ঙ্কর ছিলেন। এই মহাতেজস্বী, অস্ত্রবিদ্যা পারদর্শী মহাপুরুষ ভৃগুকুলোদ্ভব মহাত্মা জামদগ্ন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কৃপ নামে যে ব্রহ্মর্ষি পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন, সেই অতি পৌরুষশালী পুরুষ একাদশ রুদ্রের অংশে আবি-

ভূ‍ত হন। রথচালনচতুর শত্রুঘাতী রাজা শকুনি দ্বাপরের অংশে জন্ম গ্রহণ করেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, শত্রুমর্দ্দনকারী বৃষ্ণিকুলপ্রদীপ সাত্যকি বায়ু দেবতাদিগের অংশে উৎপন্ন হন। শস্ত্র-বিদ্যা-বিশারদ রাজর্ষি দ্রুপদ, অনুপম কর্ম্মকারী ক্ষত্রিয় কুলতিলক কৃতবর্ম্মা ও বিপক্ষ-রাজ্যভ্রংশকারী বিরাট্ ইহাঁরাও বায়ু দেবতাদিগের অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। অরিষ্টার যে পুত্র হংস নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি কুরুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া গন্ধর্ব্বদিগের রাজা হন। দীর্ঘবাহু মহাতেজাঃ প্রজ্ঞাশালী রাজা ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঔরসে উৎপন্ন হন; মহর্ষি ইহাঁর মাতার অপরাধ দর্শনে রোষ পরবশ হইয়া শাপ প্রদান করেন, তাহাতেই ইনি জন্মান্ধ হন। ইহাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাপ্রভাব মহাবলশালী বিশুদ্ধচরিত সত্যব্রত পরায়ণ পাণ্ডু নামে বিখ্যাত হইয়া ছিলেন। বুদ্ধিজীবি বিদুর অত্রিমুনির পুত্র। দুর্য্যোধন কলির অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে রাজা হন; ইনি অতি দুর্বুদ্ধি ও দুর্ম্মতি ছিলেন এবং কুরুকুলকে কলঙ্কপঙ্কে লিপ্ত করেন। যে কলি পুরুষ সমস্ত জগতের দ্বেষের আস্পদ, তিনিই দুর্য্যোধনরূপে আবির্ভূ‍ত হইয়া অখিল ভূমণ্ডল উচ্ছিন্ন করেন; এই দুর্য্যোধন সর্ব্বভূত ক্ষয়কারী দুর্জ্জয় বৈরানল প্রজ্বলিত করেন। পৌলস্ত্যেরা এই দুর্য্যোধনের ভ্রাতা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। দুর্য্যোধনের দুঃশাসন, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ প্রভৃতি শত ভ্রাতা; ইহাঁরা সকলেই অতিক্রূর ছিলেন। এই শত পুত্র ভিন্ন বৈশ্যাগর্ভজাত যুযুৎসু নামে ধৃতরাষ্ট্রের আর এক পুত্র ছিল।

জনমেজয় কহিলেন, হে বিভো! ধৃত[রা]ষ্ট্রের এই পুত্রগণের মধ্যে কাহার পর [কে] জন্ম গ্রহণ করেন, এবং তাঁহাদিগের নাম [সক]ল আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন।

[বৈ]শম্পায়ন উত্তর করিলেন, মহারাজ! দু[র্য্যো]ধন, যুযুৎসু, দুঃশাসন, দুঃশল, দুঃসহ, [দুর্ম্ম]ুখ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, জলসন্ধ, সুলোচ[ন,] বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্দ্ধর্ষ, সুবাহু, দুষ্প্রধর্ষণ, [দু]র্ম্মর্ষণ, দুর্ম্মুখ, দুষ্কর্ণ, কর্ণ, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, অঙ্গদ, দুর্ম্মদ, দুষ্প্রহর্ষ, বিবিৎসু, বিকট, সম, ঊর্ণনাভ, পদ্মনাভ, নন্দ, উপনন্দ, সেনাপতি, সুষেন, কুণ্ডোদর, মহোদর, চিত্রবাহু, চিত্রবর্ম্মা, সুবর্ম্মা, দুর্ব্বিরোচন, অযোবাহু, মহাবাহু, চিত্রচাপ, সুকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, ভীমবিক্রম, উগ্রায়ুধ, ভীমশর, কনকায়ুঃ, দৃঢ়ায়ুধ, দৃঢ়বর্ম্মা, দৃঢ়ক্ষত্র, সোমকীর্ত্তি, অনুদর, জরাসন্ধ, দৃঢ়সন্ধ, সত্যসন্ধ, সহস্রবাক্, উগ্রশ্রবাঃ, উগ্রসেন, ক্ষেমমূর্ত্তি, অপরাজিত, পণ্ডিতক, বিশালাক্ষ, দুরাধন, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চ্চা, আদিত্যকেতু, বহ্বাশীঃ, নাগদন্ত, অনুযায়ী কবচী, নিষঙ্গী, দণ্ডী, দণ্ডধার, ধনুর্গ্রহ, উগ্র, ভীমরথ, বীর, বীরবাহু, অলোলুপ, অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা, দৃঢ়রথ, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী বিরাবী, দীর্ঘলোচন, দীর্ঘবাহু, মহাবাহু, ব্যূঢ়োরু, কনকাঙ্গদ, কুণ্ডজ, এবং চিত্রক, ধৃতরাষ্ট্রের এই শত পুত্র এবং দুঃশলা নামে এক কন্যা ছিল। আর এই শত পুত্র হইতে অধিক বৈশ্যাগর্ভজাত যুযুৎসু তাঁহার আর এক পুত্র। ধৃতরাষ্ট্রের এই একাধিক শত পুত্র এবং এক কন্যা, ইহাঁদিগের আনুপূর্ব্বিক নাম কীর্ত্তিত হইল। ইহাঁরা সকলেই মহারথ, সকলেই মহাবীর্য্য, সকলেই যুদ্ধ কুশল, সকলেই বেদবেত্তা এবং রাজ বিদ্যায় পারগ ও সকলেই সংগ্রাম বিদ্যাতে নিপুণ। ইহাঁরা সকলেই অনুরূপ দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। আর সৌবলের অনুমতি ক্রমে ধৃতরাষ্ট্র উপযুক্ত কালে সিন্ধু দেশের অধিপতি জয়দ্রথকে দুঃশলা নাম্নী কন্যা দান করেন।

হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের অংশে অবতীর্ণ হন, আর বায়ুর অংশে ভীম, দেবরাজ ইন্দ্রের অংশে অর্জুন, এবং অশ্বিনী কুমারদিগের অংশে সর্ব্বভূত মনোহর অপ্রতিম রূপ সম্পন্ন নকুল ও সহদেব পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন। যিনি সোম পুত্র প্রতাপশালী বর্চ্চা নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি অর্জুনের পুত্র বৃহৎ কীর্ত্তি অভিমন্যু হইয়া আবির্ভূ‍ত হন; মর্ত্ত্যলোকে ইহাঁর অবতরণ কালে সোম দেবতাদিগকে কহিলেন, হে দেবগণ! আমার প্রাণ হইতেও

প্রিয়তম এই পুত্রটী আমি তোমাদিগকে দিতে সম্মত নহি, তবে যদি তোমরা প্রতিজ্ঞা কর তাহা হইলে প্রদান করিব। দেবতাদিগের কার্য্য যে পৃথিবীতে অসুর বধ ইহা আমাদিগেরও কার্য্য বটে, কিন্তু বর্চ্চা তথায় গমন করিয়া চির কাল না থাকেন, আর ইন্দ্রের অংশে যে প্রতাপশালী পাণ্ডুপুত্র অর্জুন নারায়ণের সখা হইয়া জন্মিবেন, এই বালক তাঁহার পুত্র হইয়া মহারথ রূপে বিখ্যাত হন। হে অমরগণ! তাহার পর ইনি ষোড়শ বৎসর তথায় অবস্থান করিবেন। তোমরা অংশে অবতীর্ণ হইয়া যে যুদ্ধে অসুর বিনাশ করিবে, ইহাঁর বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর পূর্ণ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহা আরব্ধ হইবে, কিন্তু নর নারায়ণ অর্থাৎ অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে উপস্থিত থাকিবেন না, কেবল তোমরা চক্রব্যূহ সংস্থাপন করিয়া যুদ্ধ করিতে থাকিবে এবং আমার পুত্র এই বর্চ্চা সমুদায় বিপক্ষ বলকে পরাভব করিবেন। এই বালক অভেদ্য ব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করত মহারথ বীর সকলকে বিনাশ করিবেন এবং অর্দ্ধ দিবসের মধ্যে যুদ্ধবিশারদ বীর দিগের সহিত মিলিত শত্রুপক্ষীয় চতুর্থাংশ বল যমালয়ে প্রেরণ করিবেন। পরে দিনাবসানে এই মহাবাহু বর্চ্চা পুনর্ব্বার আমার নিকট আগমন করত মদীয় বংশধর পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবেন। তোমরা যদি ইহা স্বীকার কর তবে নষ্টপ্রায় ভারত বংশকে ইনি গিয়া উদ্ধার করুন। দেবতারা সকলে এই রূপ সোমবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বহু সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক তথাস্তু বলিয়া উত্তর প্রদান করিলেন। মহারাজ! এই রূপে তোমার পিতামহ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন।

হে রাজন্! মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নির অংশে অবতীর্ণ হন, এবং শিখণ্ডী পূর্ব্বজন্মে স্ত্রীপূর্ব্ব নামে রাক্ষস ছিলেন। হে ভরত কুলপ্রদীপ! বিশ্ব নামে যে দেবগণ, তাঁহারাই দ্রৌপদীর পঞ্চ নন্দন হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার মধ্যে যুধিষ্ঠিরের ঔরসে প্রতিবিন্ধ্য, ভীমের ঔরসে শ্রুতসোম, অর্জুনের ঔরসে শ্রুতকীর্ত্তি, নকুলের ঔরসে শতানীক এবং সহদেবের ঔরসে বীর্য্যশালী শ্রুতসেন উৎপন্ন হন। যদুবংশে বসুদেবের পিতা শূর জন্ম গ্রহণ করেন; অসামান্য রূপিণী পৃথা তাঁহারই ঔরস জাতা কন্যাছিলেন। বীর্য্যবান্ শূর স্বীয় পৈতৃস্বস্রীয় পুত্র অনপত্য কুন্তিভোজের নিকটে পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, প্রথম আমার যে সন্তানটী জন্মিবে, তাহা তোমাকে প্রদান করিব। পরে পৃথা ভূমিষ্ঠ হইলে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহাকে কন্যাটী প্রদান করেন। অনন্তর পৃথা কুন্তিভোজ গৃহে বর্দ্ধমানা হইয়া অতিথি ব্রাহ্মণদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। একদা এক সংসিত ব্রত উগ্রতপস্বী ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করেন। যাঁহাকে লোকে দুর্ব্বাসা ঋষি বলে, তিনি সর্ব্ব প্রযত্নে পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করেন। দুর্ব্বাসা ঋষি তাহাতে প্রীত হইয়া কহিলেন, হে সুভগে! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কহিতেছি, তুমি এই মন্ত্রটী গ্রহণ কর, ইহা দ্বারা যখন যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তৎক্ষণাৎ সেই দেবতার প্রসাদে তোমার তদনুরূপ পুত্র জন্মিবে। ইহা শ্রবণ করত বালা পৃথা কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া সেই মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা সূর্য্য দেবকে আহ্বান করিলেন এবং ভগবান্ সূর্য্যদেবও তৎক্ষণাৎ আসিয়া তাঁহার গর্ভাধান করিলেন। যথাকালে সেই গর্ভে সর্ব্বশস্ত্র দক্ষ, দীপ্ত প্রভ, কুণ্ডলী, কবচী ও সর্ব্বাভরণ ভূষিত এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। অনন্তর পৃথা কন্যকাবস্থায় সন্তান হওয়াতে পাছে বন্ধুবর্গে দোষী করে এই আশঙ্কায় তাহাকে জলে নিক্ষেপ করিলেন। মহাযশা রাধাভর্ত্তা দৈবাৎ জলমগ্ন শিশুকে দেখিতে পাইয়া তথা হইতে গ্রহণ করত গৃহে গিয়া রাধাকে প্রদান করিলেন এবং বসুসেন নাম রাখিয়া তাহাকে লালন পালন করি
লাগিলেন। বসুসেন কিয়ৎ কাল মধ্যেই
স্ত্র বিদ্যাতে ও বেদ বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রে
রদর্শী হইলেন। ধীমান্ সত্য পরা
বসুসেন যখন মন্ত্র জপ করিতে বসিতে
তৎকালে সেই মহাত্মার যাচকদিগকে বে
দ্রব্যই অদেয় থাকিত না; যে যাহা প্রা
করিত, তাহাকেই তাহা প্রদান করিতেন

একদা ভূতভাবন ইন্দ্র ব্রাহ্মণ রূপ ধারণ পূর্ব্বক বীর বসুসেনের নিকট গিয়া স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত তাঁহার শরীরস্থ কুণ্ডল ও কবচ প্রার্থনা করিলেন। বসুসেনও তৎক্ষণাৎ তাহা নিজ অঙ্গ হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। তখন ইন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে শক্তি অস্ত্র প্রদান করত কহিলেন, হে দুর্দ্ধর্ষ! দেবতা, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, ও রাক্ষস ইহার মধ্যে যাহার প্রতি তুমি এই শক্তি প্রক্ষেপ করিবে, তাহার আর নিস্তার থাকিবে না। ইহা বলিয়া ইন্দ্র প্রস্থান করিলে সেই অবধি তাঁহার নাম বৈকর্ত্তন ও কর্ণ হইল। কবচ কুণ্ডলাদি দান করিবার পূর্ব্বে পৃথার প্রথম তনয় যে মহাযশা বসুসেন নামে প্রথিত ছিলেন, সেই বীর পরে কর্ণ নামে বিখ্যাত হইয়া সুত কুলে বর্দ্ধমান হইতে লাগিলেন। হে রাজন্! সর্ব্বাস্ত্র কুশল, নরশ্রেষ্ঠ, দুর্য্যোধনের মন্ত্রী, শত্রু বিনাশকারী, অনুত্তম সেই কর্ণকে দিবাকরের অংশাবতার জানিবে।

যিনি দেবদেব সনাতন নারায়ণ নামে বিখ্যাত, মনুষ্য লোকে অবতীর্ণ প্রতাপবান্ বাসুদেবকে তাঁহারই অংশ জানিবে। মহাবল বলদেব, সনৎকুমার ও প্রদ্যুম্ন, ইহাঁরা শেষ নাগের অংশে অবতীর্ণ হন। এই রূপে বসুদেবের কুলে কুল বর্দ্ধন অন্য অনেক মনুষ্যেন্দ্র দেবতাদিগের অংশে জন্ম গ্রহণ করেন। হে রাজন্! পূর্ব্বে যে সকল অপ্সরা গণের নাম কীর্ত্তন করিয়াছি, তাঁহাদিগের অংশে ইন্দ্রের নিয়োগে ষোড়শ সহস্র দেবীগণ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া বাসুদেব কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হন। নারায়ণের রতার্থ লক্ষ্মীর অংশে ভীষ্মের কুলে সাধ্বী রুক্মিণী উৎপন্না হন। শচীর অংশে [illegible]দকুলে বেদি মধ্য হইতে অনিন্দিতা [illegible]পদী জন্ম গ্রহণ করেন; তিনি অত্যন্ত হ্রস্ব নহেন এবং অতিশয় দীর্ঘও নহেন; তাঁহার গাত্রে পদ্মগন্ধ, তিনি পদ্মায়তাক্ষী, সুশ্রোণী, বৈদূর্য্যমণি সদৃশ, সর্ব্ব লক্ষণ সম্পন্ন এবং পাঁচ জন শ্রেষ্ঠ পুরুষের চিত্ত প্রমোদিনী ছিলেন। সিদ্ধি ও ধৃতি নামে যে দুই দেবী, তাঁহারাই পঞ্চ পাণ্ডবের মাতা কুন্তী ও মাদ্রী হইয়া জন্মেন এবং মতি সুবলের কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। হে মহারাজ! দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, এবং রাক্ষস গণের অংশাবতরণ এই কীর্ত্তিত হইল। যুদ্ধ বিশারদ যে সকল মহাত্মা রাজাগণ বিপুল যদুকুলে উৎপন্ন হন এবং যে সকল ব্রাহ্মণ বৈশ্য ক্ষত্রিয়গণ ঐ উপলক্ষে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের নাম তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ধন্য, যশঃপ্রদ, বংশপ্রদ, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, বিজয়প্রদ এই অংশাবতরণ অনসূয় ব্যক্তি শ্রবণ করিবেন। প্রাজ্ঞ মনুষ্য এই দেব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষসদিগের অংশাবতরণ শ্রবণ করত তাঁহাদিগের উৎপত্তি বিনাশ অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশে পতিত হইলেও আর অবসন্ন হয়েন না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম

দ্বিতীয়খণ্ড

প্রথম অধ্যায়।

আচার্য্য শিষ্যকে ধর্ম্মোপদেশ করিতেছেন।

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন।

গৃহী ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ জানিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহারদের সেবা করিবেন।

কুলপাবন সৎপুত্র পিতামাতাকে মৃদুবাক্য কহিবেক, সর্ব্বদা তাঁহারদের প্রিয় কার্য্য করিবেক এবং আজ্ঞাবহ থাকিবেক।

সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু হয়েন। মাতা পৃথিবী অপেক্ষাও গুরু, আর পিতা আকাশ অপেক্ষাও উচ্চতর।

সন্তান হইলে পিতা মাতা যেরূপ ক্লেশ সহ্য করেন, শতবৎসরেও তাহার পরিশোধ করিতে কেহ শক্ত হয় না।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃ তুল্য, ভার্য্যা ও পুত্র স্বীয় শরীরের ন্যায়, দাসবর্গ আপনার ছায়া স্বরূপ, আর দুহিতা অতি কৃপাপাত্র; এই হেতু এসকলের দ্বারা উত্ত্যক্ত হইলেও সন্তপ্ত না হইয়া সর্ব্বদা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবেক।

পরের অত্যুক্তি সকল সহ্য করিবেক, কাহাকেও অপমান করিবেক না; এই মানব দেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবেক না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুরুষ যাবৎ স্ত্রী গ্রহণ না করেন, তাবৎ তিনি অর্দ্ধেক থাকেন। যে গৃহ বালক দ্বারা পরিবৃত না হয়, সে গৃহ শ্মশান সমান।

সন্তান উৎপত্তির নিমিত্তে স্ত্রী সকল বহু কল্যাণপাত্রী এবং আদরণীয়; ইঁহারা গৃহ উজ্জ্বল করেন। স্ত্রীরা গৃহের শ্রী স্বরূপ, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই।

পুরুষ সর্ব্বাবয়ব সম্পূর্ণা এবং সুশীলা স্ত্রীর সহিত বিবাহ করিবেক। যে কন্যা মূল্য দ্বারা ক্রীত হয়, সে বিধি সম্মত পত্নী নহে।

স্ত্রী পুরুষে মরণান্ত পর্য্যন্ত পরস্পর কাহারও প্রতি কেহ ব্যভিচার করিবেক না; সংক্ষেপেতে তাঁহারদের এই পরম ধর্ম্ম জানিবে।

স্বামী ও ভার্য্যা পরস্পর বিযুক্ত হইয়া যাহাতে কেহ কাহারও প্রতি ব্যভিচার না করেন, এমত যত্ন তাঁহারা সর্ব্বদা করিবেন।

যে পরিবারে স্বামী ভার্য্যার প্রতি, এবং ভার্য্যা স্বামীর প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট, সে পরিবারে নিশ্চিত কল্যাণ।

সেই ভার্য্যা যে পতিপ্রাণা, সেই ভার্য্যা যে সন্তানবতী, এবং সেই ভার্য্যা যাহার মন এবং বাক্য ও কর্ম্ম শুদ্ধ, আর যিনি পতির আজ্ঞানুসারিণী।

ছায়ার ন্যায় তিনি স্বামীর অনুগতা ও সখীর ন্যায় তাঁহার হিতকর্ম্ম সাধিকা হইবেন ও স্বচ্ছা থাকিবেন, এবং সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট থাকিয়া গৃহ কার্য্যেতে সুদক্ষ হইবেন।

কাহারও সহিত তিনি বিবাদ করিবেন না, অনর্থক বহু ভাবণ করিবেন না, অপরিমিত ব্যয় করিবেন না এবং ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে বিরোধিনী হইবেন না।

যে ভার্য্যা পতির প্রিয় ও হিত কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং সদাচারা ও সংযতেন্দ্রিয়া হয়েন, তিনি ইহ লোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনুপম সুখ প্রাপ্ত হয়েন।

স্ত্রীরা স্বামির বাক্য প্রতিপালন করিবেন, ইহা তাঁহারদের পরম ধর্ম্ম। স্বামী সদাচারশীলা পত্নীকে পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্ম হইতে পতিত হয়েন।

স্ত্রীদিগকে অত্যল্প দুঃসঙ্গ হইতেও বিশিষ্ট রূপে রক্ষা করিবেক, যেহেতু স্ত্রী সুরক্ষিতা না হইলে পিতৃ কুল ও ভর্ত্তৃ কুল উভয় কুলেরই শোকের কারণ হয়েন।

বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহ মধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীরা অরক্ষিতা; যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা কনিষ্ঠ ভ্রাতার গুরু পত্নী স্বরূপ, আর কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রবধূ স্বরূপ; ইহা মুনিরা কহিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

গৃহস্থ স্বীয় স্ত্রীকে প্রতিপালন করিবেক, পুত্রদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইবেক, এবং স্বজন ও বন্ধুবর্গকে রক্ষা করিবেক; এই সনাতন ধর্ম্ম।

কন্যাকেও এইরূপ পালন করিবেক ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক এবং ধন রত্নের সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান করিবেক।

যে স্ত্রী যাদৃক্ গুণবিশিষ্ট ভর্ত্তার সহিত বিধি পূর্ব্বক সংযুক্ত হয়; সে স্ত্রী তাদৃক্ গুণই প্রাপ্ত হয়; যেমন নদীর জল স্বাদু হইয়াও সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত হইলে লবণাক্ত হয়।

কন্যা যত দিন পতি মর্য্যাদা ও প[illegible] সেবা না জানে এবং ধর্ম্ম শাসন অজ্ঞাত [illegible]কে, ততদিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না।

জ্ঞানবান্ পিতা কন্যাদান নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্রও পণ গ্রহণ করিবেন না, কারণ লোভাসক্ত হইয়া পণ গ্রহণ করিলে সন্তান বিক্রয় করা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

সে কখন বৃদ্ধ হয় না, যাহার কেবল শুক্ল কেশ; কিন্তু যুবা হইয়াও যিনি বিদ্বান্, তাঁহাকে দেবতারা বৃদ্ধ বলিয়া জানেন।

মৌন থাকা প্রযুক্ত কেহ মুনি হয় না, অরণ্য বাস জন্যও কেহ মুনি হয় না; কিন্তু যিনি আপনার লক্ষণ জানেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ মুনি।

পূর্ব্ব ধন সম্পত্তি নাই বলিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিবেক না। আমরণ ধন সম্পত্তির চেষ্টা করিবেক; তাহা দুর্লভ মনে করিবেক না।

যাহা কিছু পরাধীন তাহা দুঃখের কারণ, আত্মবশ সকলই সুখের কারণ; সংক্ষেপেতে সুখ দুঃখের এই লক্ষণ জানিবে।

আপনার এবং লোভাতিশয় প্রযুক্ত পরের অর্থ নাশ করিবেক না; যে হেতু আপনার ও পরের ধন নাশ করিলে আপনাকে ও পরকে পীড়া দেওয়া হয়।

যৌবন কালেই ধর্ম্মশীল হইবেক, জীবন কখনই নিত্য নহে; কে জানে অদ্য কাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে।

যিনি বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্র, সুশীল, প্রসন্নমনা, ও ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি ইহলোকে সমুদয় লাভ পূর্ব্বক পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হন।

যাঁহার বাক্য ও মন সর্ব্বদা সম্যক্‌রূপে অপ্রমত্ত থাকে এবং যাঁহার তপস্যা, দান সত্য কথনের অনুষ্ঠান থাকে, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন।

যে প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি ধর্ম্মকে নিত্য আশ্রয় করিয়া কার্য্যোপায়ে সদা তৎপর থাকেন, তিনি অধর্ম্মের আলোচনা করেন না এবং পাপেতেও প্রবৃত্ত হয়েন না।

যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয় পরায়ণ হয়, সে শ্রী, প্রাণ, ধন, দারা প্রভৃতি হইতে অবিলম্বে পরিচ্যুত হয়।

আত্মা দ্বারা যে আত্মা বশীভূত হইয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু। আত্মাই নিয়ত বন্ধু এবং আত্মাই নিয়ত রিপু।

উত্তম মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়া এবং ইন্দ্রিয় সৌষ্ঠব লাভ করিয়া যে ব্যক্তি আত্মহিত না জানে, সে আত্মঘাতী হয়।

প্রথম বয়সে সেই কর্ম্ম করিবেক যদ্দ্বারা বৃদ্ধ কালে সুখে থাকিতে পারে, আর যাবজ্জীবন সেই কর্ম্ম করিবেক যদ্দ্বারা পরলোকে সুখী হইতে পারে।

মরণকেও ইচ্ছা করিবেক না এবং জীবনকেও ইচ্ছা করিবেক না; কালকেই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেক; যেমন কর্ম্মচারী ভৃতি লাভের কালকে প্রতীক্ষা করে।

পঞ্চম অধ্যায়

সুখার্থী ব্যক্তি সন্তোষ অবলম্বন করিয়া সংযত থাকিবেক; যেহেতু সন্তোষই সুখের মূল, এবং তদ্বিপরীত অসন্তোষই দুঃখের মূল।

মূর্খেরাই অসন্তোষ পরায়ণ হয়, আর পণ্ডিতেরা সন্তোষ অবলম্বন করেন। বিষয় তৃষ্ণার অন্ত নাই, সন্তোষই পরম সুখ।

মনুষ্য পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করেন। সুখ উপস্থিত হইলে তাহা সম্ভোগ করিবেক এবং দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহা বহন করিবেক।

চিরকাল দুঃখ থাকে না এবং চিরকালও সুখ লাভ হয় না। শরীর সুখ ও দুঃখ উভয়েরই আশ্রয়।

সুখই হউক কিম্বা দুঃখই হউক, প্রিয়ই হউক বা অপ্রিয়ই হউক, যাহা ঘটিবে অপরাজিত চিত্তে তাহার সেবা করিবেক।

প্রিয় লাভ হইলে অতিমাত্র হৃষ্ট হইবেক না, এবং অপ্রিয় ঘটনা হইলে ম্রিয়মাণও হইবেক না। ধনকষ্ট হইলে মুগ্ধ হইবেক না, এবং ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবেক না।

সন্তাপেতে রূপ যায়, সন্তাপেতে বল যায়, সন্তাপেতে জ্ঞান যায়, এবং সন্তাপেতে ব্যাধিকে প্রাপ্ত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আপনার যশঃ ও পৌরুষ আর গোপন রাখিবার নিমিত্তে যে কথা কথিত হয়, এবং পরের উপকারের নিমিত্তে আপনার দ্বারা যে কার্য্য কৃত হয়, তাহা ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি প্রকাশ করিবেন না।

ধীর ব্যক্তি সত্য, মৃদু, প্রিয় ও হিতকর

বাক্য বলিবেন, এবং আত্ম প্রশংসা ও পর-নিন্দা পরিত্যাগ করিবেন।

সত্যই যাঁহার ব্রত, ও সর্ব্বদা দীনেতে যাঁহার দয়া এবং কাম ক্রোধ যাঁহার অধীন, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

যিনি পরস্ত্রীতে বিরক্ত, যিনি পরদ্রব্যে নিস্পৃহ, যিনি দম্ভ মাৎসর্য্য বিহীন, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

যুদ্ধে যিনি ভীত হয়েন না, সংগ্রামে যিনি পরাঙ্‌মুখ হয়েন না, ধর্ম্ম যুদ্ধে যিনি মৃতই বা হয়েন, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

সত্য কহিবেক ও প্রিয় কহিবেক ; কিন্তু অপ্রিয় সত্য কহিবেক না, এবং প্রিয় মিথ্যাও কহিবেক না। ইহা সনাতন ধর্ম্ম।

জল দ্বারা গাত্র শুদ্ধি হয়, সত্য দ্বারা মনঃ শুদ্ধি হয়, বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা আত্ম শুদ্ধি হয়, এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধি হয়।

যে ব্যক্তি এক প্রকার হইয়া আপনাকে অন্য প্রকারে জানায়, সেই আত্মাপহারী চৌর কর্ত্তৃক কি পাপ কৃত না হয়।

সত্যের সমান আর ধর্ম্ম নাই, এবং সত্য হইতে প্রকৃষ্ট বস্তুও আর কিছু নাই ; ইহলোকে মিথ্যার পর তীব্র পদার্থও আর নাই।

কেহ দানের দ্বারা প্রিয় হয়, কেহ প্রিয় বাক্যের দ্বারা প্রিয় হয় ; কিন্তু অপ্রিয় হিত বচনের বক্তা এবং শ্রোতাও দুর্ল্লভ।

সপ্তম অধ্যায়

সাক্ষাৎ দর্শন ও শ্রবণে সাক্ষিত্ব হয়। সাক্ষী হইয়া সত্য বলিলে ধর্ম্মার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয় না।

যথাদৃষ্ট যথাশ্রুত সমুদায়ই যথার্থ বলিবে। সত্য কথন দ্বারা সাক্ষী শুচি হয় এবং ধর্ম্ম রক্ষিত হয়।

যে সাক্ষির সচেতন আত্মা মিথ্যা কহিয়াছি এমত সন্দেহও করেন না, দেবতারা এই লোকে তাঁহা হইতে আর কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন না।

হে ভদ্র! আমি একাকী আছি, এই যে তুমি মনে করিতেছ, ইহা মনে করিবে না ; এই পুণ্য পাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিত্য স্থিতি করিতেছেন।

অষ্টম অধ্যায়

যাহা আপনার কল্যাণ জানিবেক, তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত করিবেক। পাপাচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচার করিবেক না ; কিন্তু সর্ব্বদা সাধুই থাকিবেক।

সুখ দুঃখেতে যিনি অবিচলিত থাকেন, এবং সাধু সেবা করেন, সত্য ও সাধু কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার বুদ্ধি ধর্ম্ম পথে দীপ্তি পায়।

মূঢ় ব্যক্তিদিগের সহবাসে সমূহ মোহের উৎপত্তি হয়, এবং প্রতিদিন সাধু সংসর্গে নিশ্চিত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়।

যে ব্যক্তি মোহ হেতু হিত বাক্য গ্রহণ না করে, সে দীর্ঘ সূত্রী হইয়া পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং পশ্চাৎ সন্তাপে পতিত হয়।

যে ব্যক্তি সাধুদিগের অভিপ্রায় অতিক্রম করিয়া অসাধুদিগের মত অবলম্বন করে, তাহার মিত্রেরা তাহাকে অচিরাৎ বিপদ্গ্রস্ত দেখিয়া শোক করেন।

যিনি অবিবাদী, কর্ম্মক্ষম, কৃতজ্ঞ, বুদ্ধি- মান্ ও সরল হয়েন, তিনি ভূমণ্ডলে কী- লাভ করেন, এবং কোন অনর্থ সাধন ক- যুক্ত হয়েন না।

কৃতঘ্নের যশই বা কোথায়, স্থানই কোথায়, সুখই বা কোথায়। কৃতঘ্ন ব্যা- শ্রদ্ধার পাত্র নহে, কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হই- তে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাক-

৪ ভাদ্র সোমবার সম্বৎ ১৯১৩ কলিগতাব্দঃ ৪৯৫৭
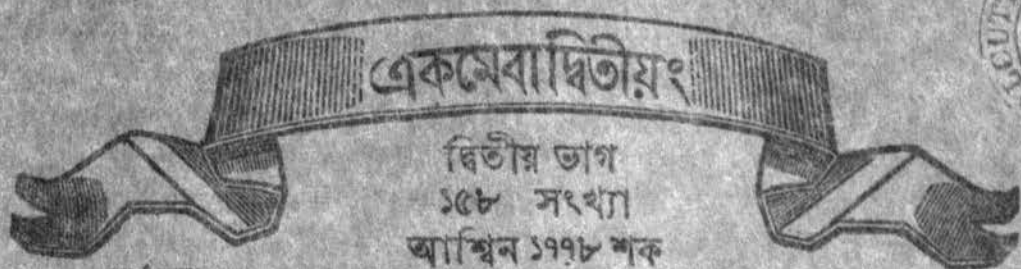
তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃসর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ব-
বিৎ সর্ব্বশক্তিমৎ ধ্রুবং পূর্ণমিতি॥

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বরের মহিমা।

শৈশবাবস্থা।

মনুষ্যের গর্ব্ভাবস্থার বিস্ময়কর ব্যাপার সকল আলোচনা করিয়া দেখিলে জগদীশ্বরের যাদৃশ জ্ঞান, শক্তি ও করুণার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, সেই রূপ উঁহার বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যাবস্থার বিশেষ বিশেষ ব্যাপার সকল পর্য্যালোচনা করিলেও আমাদিগের হৃদয়াকাশে ঈশ্বরের মহিমা সূর্য্য প্রকাশিত হইয়া উঠে! আমরা যখন যে প্রকারে অবস্থান করিলে সুখেতে জীবন ধারণ করিতে পারি, জগদীশ্বর আমাদিগকে তখন সেই রূপেই রক্ষা করিয়া আপনার অপার করুণা বিস্তার করেন। তিনি সমস্ত বিশ্বব্যাপারকে আমাদিগের অবস্থার উপযোগী করিয়া জীবের কল্যাণ বর্দ্ধন করিতেছেন। তিনি সহায়হীন সদ্যোজাত শিশু সন্তানের রক্ষার নিমিত্ত যে সকল আশ্চর্য্য নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন এবং যে প্রকার অনুপম কৌশল দ্বারা তাহাকে দিনে দিনে [illegible]ত ও বর্দ্ধিত করিয়া পৃথিবীর সমুদায় [illegible] ভোগের উপযোগী করেন, তাহা স্থির [illegible] বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে [illegible]কালে মুগ্ধ হইতে হয়। মনুষ্য যৎ[illegible] মাতৃ গর্ব্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তৎকা[illegible]ন সে, এক লোক হইতে লোকান্তরে আগমন করে, সে জননী জঠর মধ্যে যে প্রকার অবস্থায় অবস্থান করে, পৃথিবীতে আসিয়া তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাহাকে সহসা বায়ু শূন্য তিমিরাবৃত জরায়ু শয্যা পরিত্যাগ করিয়া এক কালে আলোকময় বায়ু সাগরে আসিয়া মগ্ন হইতে হয় এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে সে যেমন জরায়ু মধ্যে এক প্রকার জলীয় পদার্থে মগ্ন থাকে ভূমিষ্ঠ হইবার পর আর সে প্রকার থাকে না, কিন্তু জগদীশ্বরের এমনি আশ্চর্য্য শক্তি, যে এতাদৃশ হঠাৎ পরিবর্ত্তন দ্বারা ভূমিষ্ঠ সন্তানের কিছুমাত্র অনিষ্ট ঘটেনা, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই তিনি তাহাকে পৃথিবীতে বাস করিবার উপযুক্ত করিয়া রাখেন। জগদীশ্বর মনুষ্যের মনের সহিত উঁহার শরীরের এক চমৎকার সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, উঁহার মানসিক বৃত্তি সকল যেমন ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হয়, সেই রূপ উঁহার চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদাদি ইন্দ্রিয় সকলও ক্রমে তাহার উপযোগী হইয়া উঠে। মনুষ্য শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রমে ক্রমে নানা বিষয় শ্রবণ দর্শন করিয়া যখন কতিপয় বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে এবং যখন তাহার মনো[illegible] মধ্যে জ্ঞান তৃষ্ণা কৌতুহল প্রভৃতি নানা প্র[illegible]কার ভাবের আবির্ভাব হয় ও তাহার সে[illegible] সমস্ত ভাব ব্যক্ত করিবার আবশ্যক হয়, [illegible]

থনি তাহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত তাহার মনেতে প্রকৃত রূপে বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান না জন্মে এবং নানা প্রকার আন্তরিক ভাবের উদয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইয়া মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবারও সাধ্য হয় না। মনুষ্য শিশুকে উল্লিখিত রূপ নিয়মের অধীন করিয়া জগদীশ্বর যে কি পর্য্যন্ত তাহার কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহা কি বলিব। মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন হইলে তাহা প্রকাশ করিতে না পারা যে কিপর্য্যন্ত ক্লেশের বিষয় তাহা বাক্যহীন মূক ব্যক্তিই বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারে। বিশেষত শিশুর শ্রবণ দর্শনাদি ইন্দ্রিয়েতে জগদীশ্বরের আর একটি অনুপম কৌশল দৃষ্ট হইতেছে। উহার সকল ইন্দ্রিয় একদা প্রস্ফুটিত হয় না এবং এক কালে সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা কার্য্য করিবারও আবশ্যক হয় না। ভূমিষ্ঠ হইবার পরে বালক প্রথমত চক্ষু দ্বারা দৃশ্য বস্তু সকল দর্শন করিতে পারে, অনন্তর কিছুদিন বিলম্বে শব্দ শুনিতে পায়, এবং বহু দিন পরে হস্ত সঞ্চালন করিয়া দ্রব্যাদি স্পর্শ করিতে আরম্ভ করে। বালকের দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় গণ উল্লিখিত রূপে ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক এবং তদ্দ্বারা উহার বিশেষ কল্যাণ উদ্ভব হয়। সদ্যোজাত সন্তানের সমুদায় ইন্দ্রিয় যদি এক কালে প্রস্ফুটিত হইত এবং উহাকে যদি একদা সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা কার্য্য করিতে হইত, তাহা হইলে আর উহার ক্লেশের শেষ থাকিত না, তাহা হইলে উহাকে বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হইত। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত গণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া যখন প্রথমত বাহ্য বিষয় সকল শ্রবণ দর্শন করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার দর্শন ক্রিয়া ও শ্রবণ ক্রিয়া প্রাপ্ত বয়স্ক মনুষ্যের শ্রবণ দর্শনের সহিত ঐক্য হয় না, [illegible]ৎ কালে প্রত্যেক দৃশ্য বস্তুকে তাহার দুই [illegible]ক্ষে দুই দুই বোধ হয় এবং প্রত্যেক শব্দ[illegible]ক ভিন্ন ভিন্ন রূপে অনুভূত হয় ও তৎ কা[illegible] সে যদি কোন বস্তুকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া দেখে তাহা হইলে তাহার পাঁচটি অঙ্গুলী দ্বারা এক বস্তুকে পাঁচটি বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু বালকের ঐ সমস্ত ভ্রম দূর করণার্থে জগদীশ্বর এক চমৎকার উপায় করিয়াছেন, উহার এক ইন্দ্রিয় দ্বারা অপর ইন্দ্রিয়ের ভ্রম সংশোধিত হয় এবং ক্রমে অভ্যাস দ্বারা উহার ঐ সমস্ত ভ্রম দূরীভূত হইয়া যায়। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! যত দিন পর্য্যন্ত বালকের সকল ইন্দ্রিয় সুসম্পন্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরের ভ্রম সংশোধন করিতে না পারে এবং যতদিন পর্য্যন্ত উহার অভ্যাস দ্রঢ়ীভূত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত উহাকে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা বিশেষ কার্য্য করিতে হয় না এবং ততদিন পর্য্যন্ত উহার ভ্রম সঙ্কুল পদার্থ জ্ঞান সকল বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিবারও সাধ্য হয় না।

বালকের অন্যান্য অবস্থা ভেদের সহিত আকৃতিরও অবস্থা ভেদ হইয়া থাকে। বালক যখন নিতান্ত শৈশবাবস্থায় অনবরত শয্যাশায়ী হইয়া কাল যাপন করে, তখন তাহার শরীর অপেক্ষা মস্তকের ভার অধিক থাকে, পরে যত তাহার বয়োবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়, তত তাহার মস্তক অপেক্ষা শরীরের ভার অধিক হয় এবং সে অক্লেশে আপনার মস্তক ভার বহন করিয়া স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতে পারে। বালক দণ্ডায়মান হইবার পূর্ব্বে উহার অঙ্গ সকলও তদুপযোগী হইয়া উঠে। ক্রমে উহার বলহীন কোমলাস্থি সকল কঠিন ও সবল হয় এবং উহার মাংসপেশী সকল দৃঢ় হইতে থাকে। এই রূপে বালকের শরীর ক্রমে ক্রমে সুসম্পন্ন হইয়া মানবের প্রকৃতাকারে পরিণত হয়। রোগাদি কোন বিশেষ ব্যতিক্রম ভিন্ন বয়োধিক বালকের মস্তক কদাপি তাহার শরীর অপেক্ষা বৃহৎ হয় না।

যে পর্য্যন্ত বালকের অপরাপর ইন্দ্রিয়[illegible] ভোগ বৃদ্ধি না হয় সে পর্য্যন্ত তাহার অ[illegible] কাল নিদ্রাতেই গত হয়। বিশেষ ক্ষুৎ[illegible] পাসা বা কোন প্রকার যন্ত্রণা বোধ না হ[illegible] আর তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় না। অপ[illegible] য়স্ক বালকের ভোজন বিষয়েও জগ[illegible]রের আশ্চর্য্য মহিমা দেখিতে পাওয়া[illegible]

নিদ্রাবস্থা ব্যতীত শিশু সন্তান আর প্রায় কোন সময়েতেই আহার ভিন্ন স্থির থাকিতে পারে না। কিন্তু যখন তাহার বয়োবৃদ্ধি হইয়া সকল শরীর সম্পন্ন হয়, তখন তাহার ভোজনের স্পৃহাও অল্প হইয়া যায়। অতএব বিলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে যে জগদীশ্বর মনুষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তির অধীন করিয়া সংসারের কল্যাণ সাধন করেন। শৈশবাবস্থায় মনুষ্যের শরীর ক্রমে বর্দ্ধিত হওয়া আবশ্যক সুতরাং তখন সর্ব্বদা ভোজন করিতে না পারিলে কোন মতেই শরীরের উন্নতি হয় না এই জন্য জগদীশ্বর শিশু সন্তানকে সমধিক ভোজনের স্পৃহা প্রদান করিয়াছেন এবং বয়স্ক হইলে উহার আর দেহ বর্দ্ধিত হইবার আবশ্যক থাকে না বলিয়া উহার ভোজনের স্পৃহাও হ্রাস হইয়া যায়। বালকের আহার বিষয়ে আর একটি চমৎকার ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। যৌবনাবস্থাপেক্ষা শৈশবাবস্থায় আহারের স্পৃহা অধিক থাকে বটে কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যুবা পুরুষ অপেক্ষা ক্ষুদ্র শিশু সমধিক ক্ষুধা সহ্য করিতে পারে। নানা স্থান হইতে এবিষয়ের ভুরি ভুরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কোন কোন দুর্ভিক্ষের সময় জনক জননী ক্রমাগত অনশন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের দুগ্ধ পোষ্য শিশু সন্তানকে ঐ মৃত জননীর বক্ষ দেশের উপর ক্রীড়া করিতে দেখা গিয়াছে। জগদীশ্বর শিশু সন্তানকে যেমন সমধিক রূপে ক্ষুধা সহ্য করিয়া অনশনের হস্ত হইতে ত্রাণ পাইবার উপায় প্রদান করিয়াছেন, সেই রূপ উহাকে আর আর অনেক বিপদ অতিক্রম করিবারও শক্তি দিয়াছেন। দুগ্ধ পোষ্য বালকের কোমলাঙ্গ নিরীক্ষণ করিলে আপাতত ইহাই মনে হওয়া সম্ভব যে উহা অত্যল্প শীতবাতে কাতর হইয়া অচিরে নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়াছে, যে তুষারময় স্থানে জননী হিম দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, অথচ তাহার ক্ষুদ্র শিশু সেই তুষারাবৃত হিমময় স্থানে স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিতেছে। শিশু সন্তান যে কিকারণে এতাদৃশ উৎকট বিপদ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় পণ্ডিত গণ তাহার কারণানুসন্ধান করিয়াও স্থির করিয়াছেন। যুবা পুরুষাপেক্ষা বালকের শরীরস্থ রক্ত শিরা সকল অতিশয় স্থূল এবং ধমনি সকল অত্যন্ত পুরু ও কোমল। অতএব উহাদিগের শরীরে রক্তের পরিমাণ অধিক থাকাতে এবং সত্বর বেগে শোণিত সঞ্চালিত হওয়াতে উহারা অধিক কাল অনাহারে জীবন ধারণ করিতে পারে এবং উৎকট হিম পীড়া হইতেও পরিত্রাণ পায়। উহাদিগের শরীরস্থ শোণিতই উহাদিগের জীবিকার কার্য্য নির্ব্বাহ করে এবং দেহকে উষ্ণ রাখে।

ইহা সকলেই বিদিত আছেন, যে শৈশবাবস্থায় মনুষ্য মাতৃ স্তন্য পান করিয়াই জীবন ধারণ করে কিন্তু উক্ত অবস্থায় উহার আপনার শরীরেও এক প্রকার দুগ্ধ থাকে। কিঞ্চিৎ বল পূর্ব্বক টিপিলে পর বালকের স্তন হইতেও দুগ্ধ নির্গত হইতে দেখা যায়। বালকের শরীরস্থ দুগ্ধও উহার কিয়দংশ পুষ্টি সাধন করে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধি হইলে আর ঐ দুগ্ধ বালকের পক্ষে উপকারী হয় না বলিয়া তাহা আপনা হইতে লুপ্ত হয়। বালকের রক্ষার নিমিত্ত পরমেশ্বর দেশ বিশেষে উপায় বিশেষ স্থাপন করিয়াও আপনার মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। যে সমস্ত হিম প্রধান দেশে স্ত্রীলোকের সন্তান অল্প হয়, সে সমস্ত দেশের প্রসূতিরা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সন্তান গণকে স্তন্য পান করায় এবং অতিদীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত তাহাদিগের স্তনেতে দুগ্ধ থাকে। কেনেড়া ও গ্রীনলণ্ড প্রভৃতি স্থানে প্রসূতি দিগকে একদা তিন চারিটি সন্তানকে স্তন্য পান করাইতে দেখা গিয়াছে।

মনুষ্যের শারীরিক উন্নতির সহিতই মানসিক বৃত্তির উন্নতি হইয়া থাকে, কিন্তু শৈশবাবস্থায় ইহারও কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়, মনুষ্য যখন মাতৃ গর্ভ হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়, তখন সে পার্থিব সকল বিষয়েতেই অনভিজ্ঞ থাকে, সুতরাং তখন তাহার সত্বরে অনেক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক বলিয়া জগদীশ্বর বালককে এক আশ্চর্য্য জ্ঞান তৃষ্ণা ও কৌতুহল প্র-

দান করেন। ইহা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করা যায়, যে অতি শৈশবাবস্থায় মনুষ্যের যেমন নানা বিষয় জ্ঞাত হইবার ইচ্ছা দেখা যায়, তিন চারি বৎসর বয়ঃক্রম বালকের সেরূপ প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না। ভূমিষ্ঠ হইবার পর বালক যে পর্য্যন্ত না চক্ষু কর্ণ ও স্পর্শ দ্বারা নানা প্রকার বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে সে পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞান তৃষ্ণা ও কৌতুহল নিয়তই প্রবল থাকে। ক্ষুদ্র শিশু যে স্থানে গমন করে সেই স্থানেই চঞ্চল ভাবে তত্রস্থ সকল বস্তু নিরীক্ষণ করে এবং যাহার সহিত সাক্ষাৎ করে তাহারই নিকট হইতে সম্মুখস্থ সকল বিষয়ের নাম জানিয়া লয়। এই রূপে শ্রবণ, দর্শন ও জিজ্ঞাসা দ্বারা বালক যখন নানা প্রকার বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে তখন আর তাহার পূর্ব্ববৎ জ্ঞান তৃষ্ণা থাকে না, তখন কোন নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে হইলে তাহার বিশেষ ক্লেশ বোধ হয়, ক্ষুদ্র বালকের কোন নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে যেমন আহ্লাদ হয়, পঞ্চম বর্ষীয় বালকের সে প্রকার হয় না। ষষ্ঠ সপ্তম বর্ষীয় বালককে তাড়না না করিলে আর কোন জ্ঞান শিক্ষায় রত করা যায় না। কিন্তু প্রথমাবস্থায় বালক আহ্লাদ পূর্ব্বকই অভিনব বিষয় শিক্ষা করিতে রত হয়। ভূমিষ্ঠ হইবার পর মনুষ্য প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে যে পরিমাণ জ্ঞান লাভ করে যাবজ্জীবনের মধ্যে আর কোন সময়েই সে পরিমাণ করিতে পারে না। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! মানবের যে অবস্থায় যে বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজন, তখন তাহার সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার জন্য জগদীশ্বর নানা প্রকার উপায় করিয়া রাখিয়াছেন।

এই রূপে আমরা মানবের শৈশবাবস্থার বিষয় যত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিব ততই সেই এক অনাদি পুরুষেরই অনন্ত জ্ঞান ও অপার শক্তি সন্দর্শন করিতে পাইব। বালকের যত দিন পর্য্যন্ত আত্ম রক্ষা ও আত্ম পোষণে শক্তি না হয় ততদিন পর্য্যন্ত মনুষ্যের মানসস্থিত স্নেহ তাহার প্রতি আপনা হইতে ধাবিত হইতে থাকে। সহায় হীন শিশু সন্তানের কষ্ট দেখিলে যে দুঃখ বোধ না করে, পৃথিবীতে প্রায় এরূপ নিষ্ঠুর লোকই দেখিতে পাওয়া যায় না। জগদীশ্বরের এমনি অনুপম কৌশল যে তিনি ক্ষুদ্র বালকের প্রতি এক কালে দ্বেষ ভাব উদয় হইবারই সম্ভাবনা রাখেন নাই। পরম শত্রু ব্যক্তির ক্ষুদ্র বালককে বিপদাপন্ন দেখিলেও দয়ার উদয় হয়। যাহার মন কোন প্রকার মোহ দ্বারা এক কালে বিকৃত হইয়া না যায় এবং যাহার অন্তঃকরণ হইতে দয়া এক কালে প্রস্থান না করে, সে আর কোন মতে স্তন্যপায়ী শিশুর প্রতি শত্রুতা ব্যবহার করিতে পারে না। করুণাকর জগদীশ্বর বালককে যেন এক মাত্র স্নেহের আস্পদ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। চুম্বক মণি যেমন লৌহ প্রাপ্ত হইলে আপনা হইতে তাহাকে আকর্ষণ করে, দুগ্ধ পোষ্য বালকের মুগ্ধকর মুখ মণ্ডলও সেই রূপ নর নারির মানসস্থিত স্নেহকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। হা জগদীশ্বর! আমরা পৃথিবীর যে বিষয় যখন আলোচনা করিয়া দেখি তখনই তাহার মধ্যে কেবল তোমাকেই জাজ্বল্য বর্ত্তমান দেখিতে পাই। তুমি যদি সহায় হীন শিশু বালকের রক্ষার নিমিত্ত উল্লিখিত রূপ নানা উপায় সংস্থাপন না করিতে, তাহা হইলে কিরূপে পৃথিবীতে মনুষ্য কুল সুখেতে জীবন ধারণ করিতে পারিত। হায়! শৈশবাবস্থায় যখন আমাদিগের আত্ম রক্ষা ও আত্ম পোষণের কোন শক্তি ছিল না, যখন আমরা ক্ষুধাতে পীড়িত হইলেও আপনা হইতে অন্ন প্রাপ্ত হইতে পারিতাম না, পিপাসায় কাতর হইলেও তাহা নিবারণ করিতে সক্ষম হইতাম না, এবং আর আর শত শত সম্ভাবিত বিপদে আক্রান্ত হইলেও তাহা দূর করিতে শক্ত হইতাম না। যখন আমরা তোমাকেও জানিতে পারি-নাই এবং তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেও শিক্ষা করি নাই, তখনও তোমার করুণা মর্ত্ত্য লোকে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে প্রতিক্ষণে রক্ষা করিয়াছে, অতএব আমরা অদ্য তোমার সেই সকল করুণা স্মরণ পূর্ব্বক তোমাকে মনের সহিত নমস্কার করিতেছি।

ভূমিকম্প।

ভূমণ্ডলে যত প্রকার মহৎ মহৎ নৈসর্গিক ঘটনা ঘটিয়া থাকে, ভূমিকম্প তন্মধ্যে এক প্রধান ঘটনা। জলস্তম্ভ ও আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা দ্বারা যে প্রকার ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ব্যাপার উৎপন্ন হয়, উক্ত ঘটনা দ্বারাও ততোধিক ভয়ঙ্কর কার্য্য ঘটিয়া থাকে। জলস্তম্ভ প্রভৃতি ঘটনার বিষয় সচরাচর সকল দেশীয় লোকের প্রত্যক্ষীভূত হয় না, কিন্তু ভূমিকম্প প্রায় পৃথিবীর কোন দেশীয় লোকেরই অবিদিত নাই। অতি পুরাকাল হইতেই পণ্ডিতগণ উহার কারণানুসন্ধান করিয়া আসিতেছেন এবং উহার যথার্থ তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া নানা ব্যক্তি নানা প্রকার অমূলক কথার কল্পনা করিয়া গিয়াছেন ও ঐ সূত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কুসংস্কারের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যক্ষবাদী তত্ত্বানুরাগী আধুনিক পণ্ডিতগণ বহু প্রকার যন্ত্র ও অনুসন্ধান দ্বারা ভূমিকম্পের প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরীক্ষা মূলক প্রত্যক্ষ সিদ্ধ জ্ঞান দ্বারা তাঁহারা নানা স্থান হইতে পুরাকালের অমূলক প্রত্যয় রাশিকে অন্তরিত করিয়াছেন। তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে ভূমিকম্প কোন আধিদৈবিক অসম্ভব ব্যাপার নহে, উহা এক প্রকার প্রাকৃতিক ঘটনা।

যখন পৃথিবীর অভ্যন্তর স্থিত গন্ধক কি সোরার বাষ্প কোন কারণ বশতঃ প্রজ্বলিত হইয়া নির্গত হইবার পথ প্রাপ্ত না হয়, তখনি ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। উল্লিখিত গন্ধকাদির বাষ্প বিকৃত ও উত্তপ্ত হইয়া আপনা হইতেই প্রজ্বলিত হইতে পারে, অথবা যদি পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ শূন্যময়-স্থানে কোন পর্ব্বতাদি উচ্চ স্থান হইতে ক্রমাগত প্রস্তর খণ্ড সকল স্খলিত হইয়া পড়িবার সময় তাহারা পরস্পর ঘর্ষিত হয় তাহা হইলেও উক্ত প্রকার বাষ্প জ্বলিয়া উঠে। ভূগর্ভ মধ্যে উল্লিখিত প্রকারে অগ্নি উৎপন্ন হইলে পর উক্ত অগ্নি নির্গত হইবার জন্য চতুর্দ্দিকে তেজ করিতে থাকে এবং কোন দিকে পথ প্রাপ্ত না হইলে উহা সেই স্থানের মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উত্থান করে এবং তদ্দ্বারা আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত উৎপন্ন হয়। যদি পূর্ব্বোক্ত অগ্নি উৎপাদক ধাতু দ্রব্যাদির পরিমাণ অল্প হয় তাহা হইলে আর তদ্দ্বারা আগ্নেয় গিরির সৃষ্টি না হইয়া ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তর দেশে অগ্নির উৎপত্তি হইলে তথাকার বায়ু সমধিক বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং সে স্থানে স্থান প্রাপ্ত না হইয়া নির্গমন করিবার পথ অন্বেষণ করাতেও কখন কখন ভূকম্পের উৎপত্তি হয়। যে সকল দাহ্য পদার্থ আপনার তেজে বিদীর্ণ হইতে পারে, তাহাদিগের দহন ক্রিয়া দ্বারা সমধিক বায়ু ও বাষ্পের উৎপত্তি হয় এবং উক্ত বাষ্পাদি সহজেই বিস্তৃত হইতে থাকে। ঐ বায়ু কোন পর্ব্বত গহ্বর প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হইলে তাহা নির্গত হইবার জন্য বিলক্ষণ তেজ প্রকাশ করে এবং তাহা উর্দ্ধাভিমুখে গতি না করিয়া পৃথিবীর স্তরে স্তরে শূন্য স্থানদিয়া গমন করিতে থাকে। যে যে স্থানদিয়া ঐ বাষ্পাদি গমন করে সেই সেই স্থানে ভূমিকম্প হয়। উল্লিখিত বাষ্পাদির পরিমাণ যত অধিক হয় এবং উহা চলিবার সময় যে পরিমাণে বাধা পায়, সেই পরিমাণে ভূমিকম্পেরও তেজ বৃদ্ধি হয়। উক্ত প্রকার বাষ্পাদি চলিতে চলিতে যতক্ষণ কোন সমুদ্রে পতিত হইয়া বা সমধিক রূপে বিস্তৃত হইয়া এক কালে তেজ শূন্য না হয়, ততক্ষণ তদ্দ্বারা ভূমিকম্প হইতে থাকে। এক্ষণে ইহা এক প্রকার নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে জল এবং অগ্নির তেজেতেই ভূমিকম্প হইয়া থাকে। ভূ অভ্যন্তরে যখন সমধিক উত্তাপ জন্মাইয়া তত্রস্থ সঞ্চিত জল বাষ্প রূপে পরিণত হয়, তখনই যে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়, তাহাতে আর সংশয় নাই। যে সমস্ত আগ্নেয় গিরি সতত্ই অগ্নি উদ্গীরণ করে এবং যাহা হইতে সর্ব্বদাই ভূতল নিহিত গন্ধকাদি ধাতু দ্রব্য উৎক্ষিপ্ত হয়, সেই সমস্ত পর্ব্বত অভ্যন্তরে সমধিক বাষ্পের উৎপত্তি হয় এবং

সেই সমস্ত পর্ব্বত সন্নিহিত স্থানেই সতত ভূকম্প উপস্থিত হয়। পণ্ডিত গণ স্থির করিয়াছেন আগ্নেয় গিরি ও ভূমিকম্প এক কারণ হইতেই উৎপন্ন হয়।

ভূমিকম্প দ্বারা যে অবনীমণ্ডলে কত কত ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে এবং উহা দ্বারা যে পৃথিবীর কত স্থানের কত প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা সংখ্যা করিয়া স্থির করা অসাধ্য। ভূমিকম্প দ্বারা কত উৎকৃষ্ট নগর রসাতলগ্রস্ত হইয়াছে, কত দূর প্রসারিত নিবিড়ারণ্য তৃণ শূন্য মরু ক্ষেত্র হইয়াছে, কত গভীর খাত নিখাত উচ্চ পর্ব্বতের শিখর হইয়া শোভিত হইয়াছে এবং কত উচ্চ পর্ব্বতের শিখর দেশ গভীর সাগরের গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। ভূমিকম্প দ্বারা কত প্রবাহিত প্রশস্ত নদী শুষ্ক হইয়া যায় এবং জল শূন্য শুষ্ক ভূমিতে স্রোতস্বতী নদীর সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর পুরাবৃত্ত ও ভ্রমন কারী দিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ দ্বারা ভূকম্প সংক্রান্ত যে সমস্ত অসাধারণ ঘটনার বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাহা অতিশয় অদ্ভুত।

ভূমিকম্প কখন কখন অতি সামান্য রূপেই শেষ হইয়া যায়, কিন্তু কোন কোন সময় অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এক কালে বহুতর গ্রাম নগর ও দ্বীপ উপদ্বীপকে কম্পিত করিতে থাকে। কোন কোন ভূমিকম্প দ্বারা পৃথিবীর এক এক খণ্ড আন্দোলিত হইয়া উঠে এবং শত শত যোজন ব্যবহিত নগর ও গ্রামের গৃহ প্রাসাদ ও অট্টালিকা প্রভৃতি ধরাসাৎ হয়।

১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে যে ঘোরতর ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়া পোর্ট্‌গাল দেশীয় সুবিখ্যাত লিসবন নামক নগরকে উচ্ছিন্ন করে, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখকেরা যে ভূকম্পের বৃত্তান্ত সবিশেষ লিপি বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং সুবিখ্যাত ইমানিউএল কেণ্ট সাহেব যাহার সমুদায় বৃত্তান্ত তদন্ত করিয়া দেখেন, উক্ত ভূমিকম্প দ্বারা ইউরোপের উত্তরাংশবর্ত্তী সুইদেন নামক দেশ পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল এবং উক্ত ভূমিকম্প দ্বারা বল্‌টীক সাগরের তীরস্থ কোন কোন প্রশস্ত জলাশয়ের জলও আন্দোলিত হয়। পণ্ডিত গণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে প্রায় শত সহস্র যোজন স্থান ব্যাপিয়া উল্লিখিত ভূমিকম্পের তেজ ব্যাপ্ত হয়। উল্লিখিত ভূমিকম্প বড় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, উহা পাঁচ মিনিট কাল স্থির ছিল কিন্তু তদ্দ্বারাই অসংখ্য প্রাণী প্রাণ ত্যাগ করে এবং অসংখ্য অট্টালিকা ধরাশায়ী হয়। উক্ত ভূমিকম্প দ্বারা টপলিজ নামক স্থানের উষ্ণ প্রস্রবণ এক কালে শুষ্ক হইয়া যায় এবং উহার জল লোহিত বর্ণে বর্ণিত হয়, উক্ত ভূকম্প দ্বারা কত কত দূরস্থ নদীর স্রোত রুদ্ধ হয়। উহাদ্বারা কেডিজ নামক স্থানে সাগরের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া ছিল এবং উক্ত জল মসীর ন্যায় কৃষ্ণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ছিল। লিসবন নগরের উল্লিখিত ভূমিকম্প দ্বারা যে সকল ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা এস্থলে বর্ণন করিয়া শেষ করা অসাধ্য।

ভূমিকম্প নানা দেশে নানা সময় নানা প্রকার গতিতে প্রকাশ পায়। কোন কোন ভূমিকম্পের গতি মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং কোন কোন ভূকম্প দ্বারা পৃথিবীস্থ মৃত্তিকা চক্রাকারে ঘুর্ণিত হয়। পণ্ডিত গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কোন কোন ভূমিকম্প প্রথমতঃ যে স্থান হইতে উদ্ভব হয়, উহা তৎ সন্নিহিত ও সম্মুখবর্ত্তী স্থানকে অতিক্রম করিয়া স্থানান্তরকে অধিক কম্পিত করে। গ্রন্থাদি* মধ্যে এ প্রকার ভূকম্পের অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। ভূমিকম্পের এই রূপ অদ্ভুত গতি বিদ্যমান থাকাতে পূর্ব্ব কালীন লোকের নিকট কোন কোন দেশের কোন কোন স্থান ভূমিকম্প-শূন্য দৈবস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ভূমিকম্পের চক্রাকার গতি অতি অসাধারণ ব্যাপার এবং উহাদ্বারা অতি অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হয়। উক্ত প্রকার গতি দ্বারা গৃহাদির ভিত্তি পতিত হইবার পরিবর্ত্তে সর্পের ন্যায় কুণ্ডলাকারে জড়িত হইতে দেখা গিয়াছে এবং সরল বৃক্ষ শ্রেণী সকল চক্রাকারে পরি-

* Humboldt's Cosmos, vol 1st, p 190.

গত হইয়াছে। উহাদ্বারা এক ক্ষেত্রের বৃক্ষাদি ক্ষেত্রান্তরে উপনীত হইয়াছে এবং এক ভূমির মৃত্তিকা অন্য ভূমিতে গমন করিয়াছে। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাইওবাম্বা নামক স্থানে যে ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়ছিল, উক্ত ভূকম্প দ্বারা তৃণ শূন্য প্রান্তর সকল নানা প্রকার বৃক্ষাদি দ্বারা পরিপূরিত হয়। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হম্‌বোল্‌ট সাহেব ব্যক্ত করেন যে যৎ কালে তিনি উল্লিখিত রাইওবাম্বা নগরের প্রতিরূপ প্রস্তুত করেন, তৎ কালে এক ব্যক্তি তাঁহাকে ভূকম্প দ্বারা এক স্থানের দ্রব্য স্থানান্তরে উপনীত হইবার এক চমৎকার নিদর্শন প্রদর্শন করে। উক্ত নগরের মধ্যে কোন স্থানের মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে মৃত্তিকাসাৎ এক ভগ্ন অট্টালিকার মধ্য হইতে আর এক ভবনের বহু বিধ গৃহসজ্জাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং উক্ত গৃহসজ্জাদির আধিপত্য লইয়া দুই ব্যক্তিতে বিষম বিবাদ উপস্থিত হয়। এবং ঐ বিবাদ নিষ্পত্তি করণার্থে উহারা উভয় পক্ষে বিচার পতির নিকট অভিযোগ করে। ভূমিকম্প দ্বারা যে এক স্থানের বস্তু স্থানান্তরে উপস্থিত হইতে পারে তাহার এ প্রকার অসাধারণ উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া অতি কঠিন।

ভূতত্ত্ববিৎ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হামবোল্‌ট সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে যখন ঘোরতর ভূকম্পন দ্বারা পৃথিবীর স্তর সকল আন্দোলিত ও স্থানান্তরিত হইয়া এক স্তর অন্য স্তরে প্রবেশ করে, তখনই এক স্থানের বস্তু স্থানান্তরে উপনীত হইতে পারে। উল্লিখিত রাইওবাম্বা নগরের যে স্থানে এক ভবনের মধ্য হইতে ভবনান্তরের দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, উক্ত স্থানের শ্লথ মৃত্তিকা সকল ভূকম্পন দ্বারা জল প্রবাহের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া বারম্বার উপর্য্যধোভাবে গতি করাতে উক্ত প্রকার অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই।

কখন কখন ভূমিকম্পের পূর্ব্বে এবং পরে অথবা ভূকম্পের সময়েতেই এক প্রকার শব্দ হইয়া থাকে। উক্ত শব্দও ভূঅভ্যন্তরস্থ বায়ু এবং বাষ্পাদি হইতে উৎপন্ন হয়। যে সময় পূর্ব্বোক্ত বাষ্পাদি আপনার তেজে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে আরম্ভ করে, তখন যে কেবল তদুপরিস্থিত মৃত্তিকা কম্পিতই হয় এমত নহে, তদ্দ্বারা বিকট শব্দেরও উৎপত্তি হয়। উক্ত বাষ্পাদি প্রবল বেগে চলিবার উপক্রম করিলেই শব্দ হইতে থাকে, এজন্য কখন কখন ভূকম্পন উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেও শব্দ শুনা যায় এবং ভূগর্ভস্থ বাষ্পাদির গমনের তেজে অগ্রে মৃত্তিকা কম্পিত হইয়া উঠে, পরে তাহার শব্দ চলিয়া আইসে বলিয়া কখন কখন কম্পনের কিছু পরেও শব্দ শ্রুত হয়। ভূমিকম্প ব্যতিরেকেও কোন কোন সময় পৃথিবীর অভ্যন্তর দেশ হইতে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় এক রূপ শব্দ শুনা যায়। তাহার কারণ এই যে যখন অতি দূরে শব্দ সহকারে প্রবল ভূকম্পন উপস্থিত হয়, তখন কেবল তাহার শব্দ মাত্র শুনিতে পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা কম্পনের অনুভব হয় না। দৃঢ় মৃত্তিকা দিয়া শব্দ অধিক তেজে সঞ্চালিত হইতে পারে এই জন্য পৃথিবীর অভ্যন্তর দেশস্থিত শব্দ অতি দূর হইতেও শুনাযায়*। কম্পন ব্যতিরেকে যে পৃথিবীর মধ্যে ঘোরতর শব্দ হয় অনেকানেক স্থান হইতে তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মেক্সিকান নামক নগরে একদা এই বিষয়ের এক চমৎকার ঘটনা ঘটিয়াছিল। উক্ত নগরের নিম্নে মৃত্তিকার মধ্যে উপর্য্যুপরি তিন দিন বজ্র ধ্বনির ন্যায় ঘোরতর শব্দ হইয়াছিল, কিন্তু কিছু মাত্র কম্পন হয় নাই।

ভূমিকম্প কখন কখন মাসাবধিও স্থায়ী হয়। আমিরিকা খণ্ডের অন্তঃপাতী নিউ মেডরিড নামক স্থানে একদা ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের সমস্ত শীত ঋতু ব্যাপিয়া ভূমিকম্প হয়। যে স্থানে ঐ প্রকার দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া ভূমিকম্প হয়, সে স্থানে কোন অভিনব আগ্নেয় গিরি উৎপন্ন হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জোরলো নামক এক পর্ব্বতে ঐ প্রকার তিন মাস ক্রমাগত ভূমিকম্পের পর সহসা ১১২২ হাত ঊর্দ্ধে

* Humboldt's Cosmos, vol. 1st, p. 204.

উচ্চ হইয়া উঠে এবং ভয়ঙ্কর অগ্নি উদ্গীরণ করে। পণ্ডিতবর হাম্বোল্ট সাহেব ব্যক্ত করেন, যে আমরা যদি প্রত্যহ পৃথিবীর পর্ব্বতের দৈনিক ঘটনা অবগত হইতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয় দেখিতে পাই, যে প্রতি দিনই কোন না কোন স্থানে ভূকম্পন হইতেছে, ভূমণ্ডল প্রায় অকম্পিত ভাবে থাকে না।

ভূমিকম্পের সময় কখন কখন মৃত্তিকাতে ছিদ্র হয় এবং সেই ছিদ্র দিয়া নানা প্রকার খনিজ ধাতু ও বাষ্পাদি নানা বিধ বিচিত্র পদার্থ উত্থিত হয়। লিসবন নগরের প্রসিদ্ধ ভূমিকম্পের সময় তথায় স্থানে স্থানে মৃত্তিকাতে ছিদ্র হইয়া অগ্নির শিখা ও স্থূল ধূম ধারা উত্থিত হইয়া ছিল। কখন কখন কোন স্থানের মধ্য দিয়া প্রস্তর খণ্ড সকল উৎক্ষিপ্ত হইয়া রাশীকৃত হয়। আমিরিকা খণ্ডের উষ্ণ প্রধান স্থানে কোন কোন সময় ভূমিকম্পের কালে বৃষ্টি হইয়া থাকে। ভূমিকম্প দ্বারা এই রূপ নানা বিধ অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সে সমস্ত ঘটনার কারণ অদ্যাপি সর্ব্ব বাদিসিদ্ধ হইয়া নিঃসংশয়ে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এক্ষণে ইহাই মাত্র স্থির হইয়াছে, যে ভূমধ্যস্থ অগ্নি জল প্রভৃতি কতিপয় ভৌতিক পদার্থ দ্বারাই ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়।

মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।

৬৮ অধ্যায়——সম্ভবপর্ব্ব।

শকুন্তলোপাখ্যান।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! দেব দানব রাক্ষস দিগের এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা গণের অংশাবতরণ সম্যক্ রূপে শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আদি হইতে কুরুদিগের বংশবিস্তার পুনর্ব্বার শুনিতে বাসনা করি, আপনি এই বিপ্রর্ষি দিগের নিকটে তাহা ব্যক্ত করুণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরত কুলপ্রদীপ! পৌরবদিগের আদি পুরুষ, সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি দুষ্মন্ত নামে বীর্য্যবান্ রাজা ছিলেন। যে নরাধিপ দুষ্মন্ত এক কালীন সমুদ্রাবৃত পৃথিবীর সমুদায় চারি খণ্ডের আধিপত্য করিতেন। যিনি যবন প্রভৃতি ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চাতুর্ব্বর্ণ্য জন সমাকীর্ণ সমুদ্রান্ত সমুদায় সাম্রাজ্য উপভোগ করিতেন। তাঁহার অধিকার কালে বর্ণ সঙ্কর বা পরদাররত কিম্বা কোন প্রকার পাপাসক্ত লোক ছিল না। হে নরশ্রেষ্ঠ! তাঁহার শাসন কালে ধর্ম্মযাজকেরা উপযুক্ত সম্মান প্রাপ্ত হইত এবং চৌর ভয় বা ব্যাধিভয় কিম্বা জীবিকা নির্ব্বাহের কোন অসদুপায় কিছুই ছিল না। তাঁহাকে আশ্রয় করত নিস্পৃহ হইয়া অকুতোভয়ে সকলে দৈব কর্ম্ম ও স্বধর্ম্ম সম্পাদন করিত এবং পর্য্যন্য যথাকালে বারি বর্ষণ করিত, তাহাতে শস্য সকল রসশালী ও পৃথিবী সর্ব্বরত্ন সম্পন্না পশুমতী হইত। তৎকালে ব্রাহ্মণেরা স্বধর্ম্ম নিরত এবং অনৃত ব্যবহারে পরাঙ্মুখ ছিলেন। সেই অদ্ভুত বীর্য্যশালী বজ্র হস্ত যুবা দুষ্মন্ত সকানন মন্দর পর্ব্বত হস্তে উত্তোলন করিয়া বহন করিতেন। তিনি চতুষ্পথের গদা যুদ্ধে ও সর্ব্ব প্রকার অস্ত্র সংগ্রামে এবং হস্তি অশ্বাদি আরোহণ বিষয়ে অত্যন্ত পটু ছিলেন। তিনি বলে বিষ্ণু সদৃশ, প্রতাপে সূর্য্যতুল্য, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র সম এবং সহিষ্ণুতায় পৃথিবীর ন্যায় ছিলেন। সর্ব্বত্র বিখ্যাত, প্রজারঞ্জক, সেই দুষ্মন্ত মহীপাল ধর্ম্মানুগত ভাব দ্বারা সমস্ত লোকের প্রমোদ জন্মাইতেন।

৬৯ অধ্যায়

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তত্ত্বজ্ঞ! মহামতি ভরতের উৎপত্তি ও চরিত, শকুন্তলার জন্ম বৃত্তান্ত এবং বীর শ্রেষ্ঠ দুষ্মন্তের যে প্রকারে শকুন্তলা প্রাপ্তি হয়, এই সকল বিষয় আমি যথানুরূপ শুনিতে বাঞ্ছা করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, একদা মহাবাহু দুষ্মন্ত শতশত হয় হস্তীতে পরিবৃত প্রাস তোমর খড়্গ শক্তি গদা মুষল পাণি চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে লইয়া মৃগয়ার্থ গহন বনে

যাত্রা করেন। তাঁহার গমন কালে সৈন্য-দিগের সিংহনাদ, শঙ্খ ও দুন্দুভিধ্বনি, রথ চক্র শব্দ, হস্তি বৃংহিত, নানা প্রকার অস্ত্র শব্দ, এবং অশ্ব হেষিত দ্বারা এক তুমুল কলকল ধ্বনি উপস্থিত হইল। নগরীয় বনিতা গণ প্রাসাদ শৃঙ্গে দণ্ডায়মানা হইয়া রাজ শোভা সন্দর্শন করত নানা প্রকার প্রশংসার সহিত সম্মুখে পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিল এবং বিপ্রগণ অগ্রে অগ্রে ধাবিত হইয়া বিবিধ প্রকারে স্তব করিতে লাগিলেন। মত্ত বারণের ন্যায় পরাক্রমশালী ও ইন্দ্র সম বীর্য্যবান্ সেই দুষ্যন্তের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বর্ণ সকল গমন করিতে লাগিল এবং কিয়ৎদূর গমন পূর্ব্বক রাজার অনুমতি লইয়া আশীর্ব্বাদ করত ক্রমে ক্রমে সকলেই নিবৃত্ত হইল। সুবর্ণ প্রভ রথারোহী রাজা দুষ্যন্ত ক্রমশ বন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বন প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, বিল্ব অর্ক খদিরে আকীর্ণ, কপিত্থ ধবসঙ্কুল, এবং পর্ব্বত হইতে পতিত বৃহৎ বৃহৎ পাষাণ খণ্ড দ্বারা চতুর্দ্দিক্ সমাবৃত রহিয়াছে। অনেক যোজন পর্য্যন্ত আয়ত অথচ তাহার মধ্যে জল নাই এবং মনুষ্যের সমাগমও নাই। বল বাহনাবৃত রাজা দুষ্যন্ত বিবিধ মৃগের প্রাণ বধ করত মৃগ সিংহ ও অন্যান্য ভয়ানক বনচরে আবৃত সেই বনকে এক কালে আলোড়িত করিয়া ফেলিলেন। দূরস্থ পশুগণকে বাণ দ্বারা এবং নিকটস্থকে খড্গ দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভূমিশায়ী করিলেন। শক্তিমান্ দুষ্যন্ত শক্তি অস্ত্র দ্বারা কত গুলি পশু বিনষ্ট করত গদা তোমর মুষলাদির আঘাতে অন্য মৃগ পক্ষী বধ করিতে করিতে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অদ্ভুত বীর্য্যশালী রাজা ও সমরপ্রিয় যোদ্ধাগণ কর্ত্তৃক আলোড়িত অরণ্য পরিত্যাগ করিয়া মৃগযূথ সকল ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করত শুষ্ক হ্রদরে জলাভাবে হতচেতন হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। যোদ্ধারা দাবাগ্নি উৎপাদন করিয়া ঐ সকল পশুর মাংস দগ্ধ করত ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। বলবান্ মত্ত হস্তি যূথ সকল অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া ভয়েতে করাগ্র সঙ্কোচ করত বেগে পলায়ন করিতে লাগিল। কোন কোন গজ ও বরাহ যূথ শোণিতাক্ত কলেবরে শকৃন্মূত্র পরিত্যাগ করিতে করিতে গমন করত শত শত মনুষ্যের প্রাণ নাশ করিতে লাগিল। এই রূপে রাজা দুষ্যন্ত বল দ্বারা সেই বন ছিন্ন ভিন্ন করত এক কালে পশু-শূন্য করিয়া ফেলিলেন।

—•—

ব্রাহ্মধর্ম্ম

দ্বিতীয়খণ্ড

নবম অধ্যায়।

যিনি ভক্ষ্য পেয় দ্রব্য বিভাগ করিয়া অন্যের সহিত পান ভোজন করেন, এবং দানশীল, ভোগবান্, সুখবান্ ও অহিংসক হয়েন, তিনি পরম আরোগ্য সম্ভোগ করেন।

দাতা আপনার শ্রদ্ধা অনুসারে এবং পাত্রের যোগ্যতা অনুসারে দান ক্রিয়ার অল্প বা বহু ফল লোকান্তরে প্রাপ্ত হয়।

হে তাত! ভূমণ্ডলে দান অপেক্ষা দুষ্কর কর্ম্ম আর কিছুই নাই; যেহেতু অর্থেতে লোকের মহতী তৃষ্ণা, এবং সেই অর্থ অতি দুঃখেতে লাভ হয়।

অন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা যে দান ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সেই দাতাকে পাপ জনিত মহদ্ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না।

ন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা জ্ঞান রক্ষা করিবেক। অন্যায় আচরণ করিয়া যে জীবিকা লাভ করে, সে সর্ব্ব ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হয়।

যথাশক্তি সতত অন্ন দান করিবেক, তিতিক্ষা করিবেক, ও নিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেক, এবং সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রাণিতে যথোচিত সমাদর করিবেক।

রোগীকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয়, এবং ক্ষুধিতকে ভোজ্য বস্তু প্রদান করিবেক।

অন্নদাতা সর্ব্ব বস্তুতে সুতৃপ্ত হইয়া সুখে

লাভ করেন। ভূমি দানের পর আর নাই; বিদ্যা দান তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।

দীন অন্ধ প্রভৃতি কৃপা পাত্রদিগকে ঔষধ, পথ্য, আহার, রক্ষণীয় স্নেহ দ্রব্য, ও স্থান, এই সকল দান এবং অন্য অন্য দানও দিবেক।

যে দানক্ষম ব্যক্তি দুঃখজীবী স্ত্রী পুত্র স্বজনকে অবহেলা করিয়া পরজনকে দান করে, তাহার সে দান ক্রিয়া ধর্ম্মের প্রতিরূপ মাত্র, বাস্তব সে ধর্ম্ম নহে; তাহা আপাতত মধু সমান সুস্বাদু হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তাহার গরল সমান আস্বাদ হয়।

দশম অধ্যায়

জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ এবং ঔষধ দ্বারা শারীরিক দুঃখ হনন করিবেক। কৃত বুদ্ধি ব্যক্তিরা পরম গতিকে প্রতীতি করিয়া আর শোক করেন না।

অভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় হইবেক, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শোচনা-শূন্য হইবেক, কামনা পরিত্যাগ করিয়া অর্থবান্ হইবেক, এবং লোভ পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইবেক।

ক্রোধ অতি দুর্জ্জয় শত্রু, লোভ অনন্ত ব্যাধি। যিনি সর্ব্বজীবের হিতৈষী তিনি সাধু, আর যে নির্দ্দয় সেই অসাধু বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

যিনি ইন্দ্রিয় ও মনঃ সংযম করিয়াছেন, তিনি আর বারম্বার ক্লেশ প্রাপ্ত হয়েন না। শান্তচিত্ত ব্যক্তি পর-শ্রী দেখিয়া কখন কাতর হয়েন না।

অন্যের ধনে, রূপে, বীর্য্যে, কুলে, সম্মানে, সুখে, সৌভাগ্যে, সৎক্রিয়াতে যে ব্যক্তি ঈর্ষ্যা করে, তাহার ব্যাধির আর অন্ত নাই।

মিত্রদ্রোহী, দুষ্টস্বভাব, নাস্তিক, ক্রূর, শঠ, এবং গুণবানের যে দ্বেষী, তাহাকে পণ্ডিতেরা নরাধম করিয়া বলিয়াছেন।

যে ব্যক্তি কার্য্যকে অকার্য্য এবং অকার্য্যকে কার্য্য রূপে জ্ঞান করে, সে ইন্দ্রিয় সংযমশূন্য বালক স্বরূপ। সে অত্যন্ত দুঃখকে সুখ বোধ করে।

একাদশ অধ্যায়

ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনঃসংযম, অচৌর্য্য, দেহ ও অন্তর শুদ্ধি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, শাস্ত্র জ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা, সত্যকথন ও অক্রোধ; ধর্ম্মের এই দশ প্রকার লক্ষণ।

হ্রীবিশিষ্ট ব্যক্তি পাপের দ্বেষ করেন, তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হয়; হ্রী নষ্ট হইলে ধর্ম্মে বাধা জন্মে, এবং ধর্ম্ম হানি হইলে শ্রীভ্রংশ হয়।

যিনি অসূয়া-শূন্য ও কৃতজ্ঞ হয়েন এবং শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সুখ, ধর্ম্ম, অর্থ ও স্বর্গ লাভ করেন।

সকল লোকই দণ্ড দ্বারা শাসিত হয়; শুদ্ধ-চরিত্র মনুষ্য অতি দুর্লভ। দণ্ড ভয়েই সকল ভুবন প্রতিপালিত হইতেছে।

অন্যায় দণ্ড করিলে ইহলোকে যশ ও কীর্ত্তি নাশ হয়, এবং পরলোকে স্বর্গ হানি হয়; অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবেক।

ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভূত হয়, ক্ষমা পরম ধন; ক্ষমা অশক্তদিগের গুণ, শক্তদিগের ভূষণ।

শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যেমন আপনাকে তদ্রূপ পরকে দেখিবেন, কারণ আত্মপর সকলেতেই সুখ দুঃখ সমান।

যিনি পরস্ত্রীদিগকে মাতৃবৎ, পরদ্রব্য সমূহকে লোষ্টবৎ ও সর্ব্ব প্রাণিকে আত্মবৎ দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

অন্যের পরিবাদ দিয়া সাধু ব্যক্তি যেমন সন্তপ্ত হয়েন, দুর্জ্জন ব্যক্তি তদ্রূপ অন্যের পরিবাদ দিয়া তুষ্ট হয়।

যিনি বিপৎকালে ব্যথিত হয়েন না, যিনি কর্ম্ম-দক্ষ, সদা উদ্যোগী, প্রমাদ রহিত ও বিনীত-স্বভাব, তিনি সর্ব্বদা কুশল দর্শন করেন।

অবিনয় দোষে অশ্বরথাদি বহু পরিচ্ছদ বিশিষ্ট অনেক রাজাও নষ্ট হইয়াছেন। অনেকে বনবাসি হইয়াও বিনয় গুণে রাজ্য লাভ করিয়াছেন।

যে কর্ম্ম করিলে আত্মতুষ্টি লাভ হয়,

তাহা অতি যত্ন পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিবেক; তদ্বিপরীত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক।

মনুষ্য স্বসাধ্যমত কোন ধর্ম্ম-কার্য্য সাধনে যত্ন করিয়াও যদি কৃতকার্য্য না হয়েন; তথাপি তিনি তজ্জন্য পুণ্য লাভ করেন; ইহাতে আমার সংশয় নাই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সারথি যেমন অশ্ব সকলের সংযম করেন, তদ্রূপ অপহরণশীল বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় সকলের সংযমে জ্ঞানি ব্যক্তি যত্ন করিবেন।

মন যদি স্বেচ্ছাচারি ইন্দ্রিয় সকলের অনুগামি হয়, তবে বায়ু যেমন নৌকাকে জলেতে মগ্ন করে, ঐ মনও তদ্রূপ পুরুষের বুদ্ধিকে নষ্ট করে।

কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার কখন নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত ঘৃত-প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধিই হইতে থাকে।

সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি এক ইন্দ্রিয়ের স্খলন হয়, তবে তাহাতেই লোকের বুদ্ধি ভ্রংশ হয়; যেমন চর্ম্মময় পাত্রের এক মাত্র ছিদ্র দ্বারা সমুদয় জল নিঃসৃত হইয়া যায়।

যেমন জ্ঞান অবলম্বন দ্বারা বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয় সকলকে নিত্য বশে রাখা যায়, নিতান্ত ভোগ পরিত্যাগ দ্বারা সেরূপ পারা যায় না।

এসংসারে কাম ক্রোধের বশীভূত ব্যক্তি অবিদ্বান্ হউক বা বিদ্বানই হউক, কামিনীগণ তাহাকে বিপথ-গামি করিতে সমর্থ হয়।

যাহাতে শরীর ক্ষীণ না হয়, এমত উপায় দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত করিয়া সর্ব্বার্থ সাধন করিবেক।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

যখন মনুষ্য কোন প্রাণির প্রতি কর্ম্ম, কি মন, কি বাক্য দ্বারা কদাপি পাপাচরণ না করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম লাভ করেন।

মনুষ্য পুণ্য কর্ম্ম করিলে পবিত্র কীর্ত্তি লাভ করেন এবং পুণ্য লোকে গমন করেন; পুণ্য জীবের প্রাণ ধারণ করেন, পুণ্য প্রাণদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

যে ব্যক্তি অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পাপ চিন্তা করে, পাপ আলাপ করে, পাপ অনুষ্ঠান করে, তাহার সদ্গুণ সকল নষ্ট হয়।

যাঁহারা মন, বাক্য, ও কর্ম্ম ও বুদ্ধি দ্বারা পাপাচরণ না করেন, সেই মহাত্মারাই তপস্যা করেন; যাঁহারা শরীর শোষণ করেন, তাঁহারা তপস্যা করেন না।

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মেতে রমণ করেন, এবং ধর্ম্ম পথে জীবিকা লাভ করেন। এই প্রকারেই মনুষ্য ধর্ম্মাত্মা হয় এবং ইঁহার চিত্ত প্রসাদ লাভ করে।

যাঁহার আত্মা পাপ হইতে বিরত হইয়াছে, এবং শুভকার্য্যে রত হইয়াছে, তিনি জানেন যে কি স্বভাব সিদ্ধ আর কি স্বভাব বিরুদ্ধ।

যে মনুষ্য জ্ঞান নেত্র লাভ করিয়াছেন, তিনি আর ইহলোকে দোষেতে আবদ্ধ হয়েন না। তিনি স্বেচ্ছানুসারে রাগ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না।

পাপাত্মা ব্যক্তি পাপ হইতে নিবারিত হইলেও পাপ ইচ্ছা করে। ধর্ম্মশীল ব্যক্তিকে পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিলেও তিনি কল্যাণ ইচ্ছা করেন।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে অতিক্রম করে, ধর্ম্ম তাহাকে নষ্ট করেন, আর যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন। অতএব ধর্ম্মকে নাশ করিবেক না। ধর্ম্ম হত হইয়া আমারদিগকে নষ্ট না করুন।

ধর্ম্ম কেবল একই মিত্র, যিনি মরণ কালেও অনুগামী হয়েন; আর সমুদায়ই শরীরের সহিত বিনাশ পায়।

ধর্ম্ম নাই মনে করিয়া যাহারা সাধু ব্যক্তিদিগকে উপহাস করে, এবং ধর্ম্মেতে অশ্রদ্ধা করে, তাহারা নিঃসন্দেহ বিনাশ পায়

অপমানিত ব্যক্তি সুখে নিদ্রা যায়, সুখেতে জাগ্রত হয় এবং সুখেতে লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করে, কিন্তু যে অপমান করে সে বিনাশ পায়।

মনুষ্য পাপাচরণ করিলে অপকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং অশুভ ফল ভোগ করে, পুণ্যানুষ্ঠান করিলে সৎকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং অত্যন্ত শুভ ফল ভোগ করে।

অতএব দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া পাপ করিবেক না। পুনঃ পুনঃ পাপ করিলে বুদ্ধি নাশ হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

যিনি প্রশস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং নিন্দিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন এবং শ্রদ্ধাবান্ ও অনাস্তিক হয়েন, তাঁহার এই পাণ্ডিত্যের লক্ষণ।

ধর্ম্মই এক মঙ্গল সাধন, ক্ষমাই এক উত্তম শান্তি, বিদ্যাই এক পরম তৃপ্তি, এবং অহিংসাই এক সুখের কারণ।

মানসিক, বাচনিক, এবং শারীরিক এই তিন প্রকার কর্ম্মেই শুভ এবং অশুভ ফল জন্মে। মনুষ্যদিগের উত্তম, মধ্যম, অধম, তিন প্রকার কর্ম্ম জনিত গতি হয়।

পরদ্রব্য লাভের আলোচনা, লোকের অনিষ্ট চিন্তন, এবং ঈশ্বরেতে পরকালেতে অবিশ্বাস, এই তিন প্রকার মানসিক কুকর্ম্ম।

নিষ্ঠুর বাক্য, মিথ্যা কথা, পরোক্ষে পরনিন্দা এবং অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্য; এই চারি প্রকার বাচনিক কুকর্ম্ম।

অদত্ত ধন গ্রহণ, অবিহিত হিংসা, পরদারসেবা; এই তিন প্রকার শারীরিক কুকর্ম্ম।

সকল প্রাণির হিতার্থে আপনার মন ও বাক্য ও শরীর এই তিনকে দমন করিয়া এবং কাম ক্রোধকে সংযম করিয়া মনুষ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন।

পাপ করিয়া তন্নিমিত্ত সন্তাপ করিলে সেই পাপ হইতে সে মুক্ত হয়। এমন কর্ম্ম আর করিব না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়।

ষোড়শ অধ্যায়

যে মনুষ্য অধার্ম্মিক, ও মিথ্যা কথন যাহার ধন লাভের উপায় এবং যে ব্যক্তি সর্ব্বদা পরহিংসায় রত, সে ব্যক্তি ইহ লোকে সুখ প্রাপ্ত হয় না।

ধর্ম্মপথে থাকিয়া নিতান্ত অবসন্ন হইলেও অধার্ম্মিক পাপিদিগের আশু বিপর্য্যয় দৃষ্টে অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবেক না।

অধর্ম্ম দ্বারা আপাততঃ বর্দ্ধিত হয় ও কুশল লাভ করে, এবং শত্রু জয় করে; পরে সমূলে বিনাশ পায়।

কোন প্রাণিকে পীড়া না দিয়া পরলোকে সাহায্য লাভার্থে, পুত্তিকেরা যেরূপ বল্মীক প্রস্তুত করে, তদ্রূপ অল্পে অল্পে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবেক।

পরলোকে সহায়ের নিমিত্তে পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, জ্ঞাতি বন্ধু কেহই থাকেন না; কেবল ধর্ম্মই থাকেন।

একাকী মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়; একাকীই স্বীয় পুণ্য ফল ভোগ করে; এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃতি ফল ভোগ করে।

বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃত শরীরকে কাষ্ঠ লোষ্টবৎ পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করেন; ধর্ম্ম তাহার অনুগামী হয়েন।

অতএব আপনার সহায়ার্থে অল্পে অল্পে ধর্ম্ম নিত্য সঞ্চয় করিবেক। জীব ধর্ম্মের সহায় দ্বারা দুস্তর সংসার অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয়।

এই আদেশ, এই উপদেশ, এইশাস্ত্র, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

THE SIN OF DRUNKENNESS.

The sin of Drunkenness expels Reason, drowns memory, distempers the Body, defaces Beauty, diminishes Strength, corrupts the Blood, inflames the Liver, weakens the Brain, turns Men into walking hospitals, causes internal, external, and incurable wounds; is a Witch to the Senses, a Traitor to the Soul, a Thief to the Purse, the beggars' Companion, a Wife's woe, and Childrens' sorrow; makes Man become a Beast and a self-murderer, who drinks to others good health and robs himself of his own!

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা।
১ আশ্বিন মঙ্গলবার সম্বৎ ১৯১৩ কলিগতাব্দঃ ৪৯৫৭

সভাপ্রবেশ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সভ্য প্রতি মাসে এই পত্রিকার এক খণ্ড বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হয়েন।
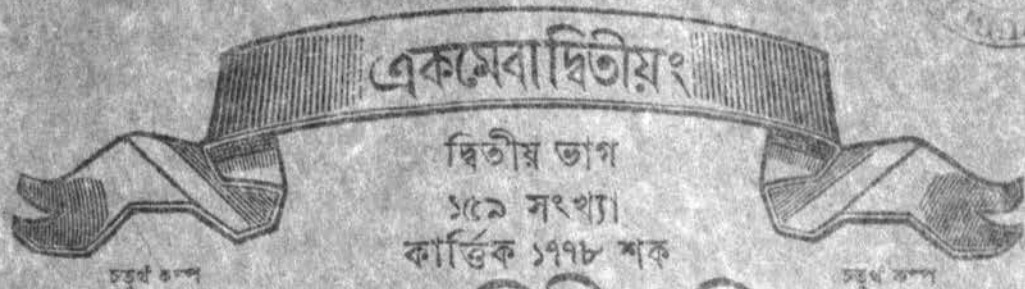
তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমিতি

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

স্তোত্র।

হে পূর্ণ পরিশুদ্ধ পরাৎপর পরমেশ্বর! হে অকায় অব্রণ অতীন্দ্রিয় পরমাত্মন্ তুমি আমাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য হইয়াও স্বীয় অনির্ব্বচনীয় শক্তি সহকারে অসংখ্য ব্যক্তির চিত্ত আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছ এবং তাহাদিগকে অসংখ্য প্রকার বিষয় ভোগে বিরত করিয়া তোমার অপূর্ব্ব অনাস্বাদিত প্রীতি রস পানের নিমিত্ত তৃষ্ণাতুর করিতেছ। যে সমস্ত পবিত্র হৃদয় সাধু পুরুষ আশু প্রমোদকর শত শত বিষয়-সুখকে তুচ্ছ করিয়া একান্ত মনে তোমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য ব্যাকুলিত হয়, তাহারা তোমাকে না নেত্রেতে দেখিতে পায়, না কর্ণেতে শুনিতে পায়, না অপর কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য করিতে পারে, অথচ তোমার জন্য রূপ রস গন্ধাদি সকল প্রকার বিষয় ভোগকেই পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করে। ভ্রমর যেমন সরোবরশায়ী বিকশিত পদ্ম পুষ্পের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন না করিয়াও তাহার গন্ধ প্রাপ্তি মাত্র তন্মধু আস্বাদন করিবার জন্য অস্থির হয়, পৃথিবী মধ্যে অসংখ্য ব্যক্তি সেই রূপ তোমার অনির্ব্বচনীয় স্বরূপের ঈষৎ আভাস মাত্র প্রাপ্ত হইয়া তোমার অনুপম প্রীতি রস পান করণার্থে আকুলিত হইয়া থাকে, অথবা তৃষ্ণাতুর মৃগ যেমন কোন জলাশয় সন্দর্শন না করিয়াও স্বীয় তৃষ্ণা শান্তির উদ্দেশে একান্ত ভাবে জল অন্বেষণের জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, পৃথিবী মধ্যে অনেক মনুষ্যও সেই রূপ তোমার প্রীতি তৃষ্ণায় কাতর হইয়া ঐকান্তিক মনে নিরন্তর তোমাকে অন্বেষণ করিয়া থাকে। হে প্রেমদাতা অখিল নাথ! তুমি যে সংসার মধ্যে কি অদ্ভুত প্রেম বিস্তার করিয়াছ, তাহা আমাদিগের বোধ গম্য করিবারও শক্তি নাই, তোমার সেই প্রেম ভোগ করণার্থে সমস্ত জগৎ অস্থির হইয়াছে। যাহারা দুর্লভ জ্ঞান নেত্রের অভাবে তোমার প্রকৃত তত্ত্বের কিছু মাত্র ভাব লাভ করিতে পারে নাই, তাহারাও তোমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য ব্যাকুলিত হইতেছে। তৃষ্ণার্ত্ত মৃগ যেমন পিপাসায় কাতর হইয়া তাহার শান্তির উদ্দেশে জল ভ্রমে মরীচিকার প্রতি ধাবমান হয়, অনেক অজ্ঞান জীবও সেই রূপ তোমার প্রীতি তৃষ্ণায় প্রপীড়িত হইয়া তাহার শান্তির প্রকৃত পথ প্রাপ্ত না হইয়া নানা প্রকার ভ্রম পথে ভ্রমণ করে। তোমাকে প্রাপ্ত হইবার স্পৃহা তৃপ্তি করণার্থে কখন কোন ব্যক্তি নানা প্রকার কল্পিত দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দেবালয় মধ্যে তাহার অর্চ্চনা করে, কখন বা কোন ধর্ম্মাবলম্বী কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিয়া

নানাবিধ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং কখন কোন মতবিশেষানুবর্ত্তী মনুষ্যেরা স্থান বিশেষে অধিষ্ঠান করিয়া এবং ব্যক্তি বিশেষের আয়োজন করিয়া ধর্ম্ম বিশেষের অনুষ্ঠান করিতে থাকে, কিন্তু যে যে রূপে অনুষ্ঠান করুক বিবেচনা পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে বিলক্ষণ দেখা যায় যে সকলেই এক তোমার প্রদত্ত প্রেরণা স্পৃহা শান্তির উদ্দেশেই বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

হে ভক্তবৎসল বাঞ্ছা কল্পতরু! প্রার্থনার পূর্ব্বেই তুমি সকলের সকল প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, তোমার প্রদান প্রার্থনা সাপেক্ষ নহে। কিন্তু তথাপি আমি তোমার নিকট পুনর্ব্বার এই প্রার্থনা করিতেছি, তোমার যে অনির্ব্বচনীয় প্রেমানুরাগের জন্য জগৎ অস্থির হইয়া রহিয়াছে, তুমি করুণা পূর্ব্বক আমাকে সেই উৎকৃষ্ট প্রীতি প্রাপ্তির সৎপথ প্রদর্শন কর, আমি যেন তোমার আনন্দময় প্রীতি ধামে সতত আবদ্ধ থাকিতে পারি। ঋণ পরিশোধ করিয়া মুক্তি লাভ করা এক প্রকার সুখের বিষয় বটে, কিন্তু তোমার প্রীতি রূপ প্রিয়তর ঋণ পাশে নিয়ত বদ্ধ থাকা ততোধিক সুখের ব্যাপার। তোমার অপরিশোধনীয় পরম ঋণে বদ্ধ থাকাই মনুষ্যের গৌরবের বিষয়। হে সুখ নিধি ও আনন্দাকর! তোমার সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ই সুখময়, তোমাকে স্মরণ করিলে মন সুখী হয়, তোমার নাম জপনা করিলে জীব আনন্দিত হয়, তোমার তত্ত্ব কথার আলাপ দ্বারাও অনেকের সুখের উদয় হয় এবং তোমার বিরহ জন্য যে মনোমধ্যে বিজাতীয় দুঃখ বোধ হয় তাহাও আমাদিগকে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রদান করে, অতএব সে দুঃখও সুখের বিষয়, সহস্র প্রকার সাংসারিক সুখের সহিতও সে দুঃখ জনিত সুখের তুলনা হয় না। যে স্থলে তোমার আবির্ভাব হয় সে স্থলে আর কোন প্রকার দুঃখই থাকিতে পারে না। আমরা পৃথিবীতে নানা কারণ বশতঃ নানা প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হই এবং দুঃখ প্রাপ্তির আশঙ্কায় সততই ভীত থাকি কিন্তু যে ব্যক্তি তোমাকে আপনার দুঃখ বিমোচক হৃদয়াধিক পরম বন্ধু রূপে প্রতীতি করে সে আর কদাপি কোন দুঃখে কাতর হয় না এবং কোন দুঃখ হইতে ভয় প্রাপ্ত হয় না। যখন তোমার জ্যোতিঃ আমার মনে প্রতিভাত হয়, তখন উজ্জ্বল সূর্য্যের কিরণ আমার নিকট ম্লান হইতে থাকে এবং যখন তোমার সৌন্দর্য্য আসিয়া আমার সম্মুখে উদয় হয় তখন শারদীয় পূর্ণ চন্দ্রের মনোহর শোভা ও বসন্ত কালের বিকসিত পুষ্প কাননের রমণীয় সুদৃশ্যতাও অতি সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পরমেশ! তুমি পৃথিবীতে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতেও ত্রুটি কর নাই এবং ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিতেও অপেক্ষা রাখ নাই, কিন্তু সে সকলেরই মধ্যে তুমি প্রাণ স্বরূপ হইয়া গূঢ় রূপে বিরাজ করিতেছ, যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ঐ সমস্ত বাহিরের বিষয় ভেদ করিয়া অভ্যন্তরস্থিত তোমাকে সন্দর্শন করিতে পারে সেই ধন্য এবং সেই সাধু। আমরা তোমার নিকট প্রতিক্ষণে সহস্র প্রকার দোষ প্রকাশ করিতেছি এবং সহস্র প্রকার অপরাধে অপরাধী হইতেছি, অথচ তুমি স্বীয় অতুল্য কারুণ্যগুণে সে সমুদায় অপরাধ ক্ষমা করিয়া নিয়ত আমাদিগের উন্নতি সাধনই করিতেছ। অতএব তোমার সেই অনুপম ক্ষমার প্রতি নির্ভর করিয়া আমি এই প্রার্থনা করিতেছি, যে করুণা পূর্ব্বক আমার দোষরাশি মার্জ্জনা করিয়া আমাকে তোমার আশ্রয় প্রদান কর।

ঈশ্বরের মহিমা।

যৌবনাবস্থা।

শৈশবাবস্থা অতীত হইলে পর মনুষ্য যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ঐ অবস্থাতে তাহার শরীরের ও মনের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। শৈশবাবস্থাপেক্ষা যৌবনাবস্থায় মনুষ্যের হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন স্থূল পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না, তথাপি তাহার আকারের এত বৈলক্ষণ্য হয়, যে কোন বালক

কি বালিকাকে দীর্ঘ কালের পর একেবারে যৌবনাবস্থায় সন্দর্শন করিলে তাহাদিগকে চিনিতে পারা কঠিন হয়। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যৌবন প্রাপ্তে উভয় জাতির শরীরেতেই পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য এই যে ঐ পরিবর্ত্তন দ্বারা উভয় জাতিরই সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন ও উপকার সাধন হইয়া থাকে। স্ত্রী জাতির যে অঙ্গ যে রূপে পরিবর্ত্তিত হইলে তাহাকে সুঠাম ও সুরূপা দেখায় তাহার সে অঙ্গ সেই রূপেই পরিবর্ত্তিত হয় এবং পুরুষ যাহাতে আপনার উপযুক্ত সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য প্রাপ্ত হইতে পারে যৌবনকালে তাহারও অঙ্গ সকল সেই প্রকারে পরিণত হয়। বাল্যাবস্থায় স্ত্রীজাতির যে সকল অঙ্গ স্থূল ও ক্ষীণ থাকাতে তাহাদিগের সৌন্দর্য্যের কিঞ্চিৎ ত্রুটি থাকে যৌবনাবস্থায় তৎ তৎ অঙ্গের রূপ ভেদ হইয়া তাহাদিগের সৌন্দর্য্য পূর্ণাবস্থায় পরিণত হয়। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, যে যৌবনের প্রারম্ভে স্ত্রীজাতির শরীরস্থ অনেক স্থূল ভাগ ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করে এবং অনেক ক্ষীণ স্থান স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইতে থাকে, কিন্তু ঐ প্রকার উক্ত জাতির নানা অঙ্গের নানা প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া কেবল সৌন্দর্য্যেরই বৃদ্ধি হয়। যৌবনাবস্থায় স্ত্রীজাতির শরীর যেমন সুললিত ও সুকোমল ভাব প্রাপ্ত হয়, পুরুষের শরীর কদাপি সে প্রকার ভাব পায় না। যৌবন কালে পুরুষ জাতিকে সংসার স্বরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া নানা প্রকার শ্রম সাধ্য উৎকৃষ্ট কর্ম্ম সাধন করিতে হয় বলিয়া করুণাকর জগদীশ্বর উহাদিগের শরীরকে প্রকারান্তরে পরিণত করেন, তৎকালে উহাদিগের অস্থি সকল কঠিন হইয়া এবং মাংসপেশী সকল দৃঢ় হইয়া শরীর বিলক্ষণ দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির শরীর যে যৌবনাবস্থায় উক্ত প্রকার নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিবর্ত্তিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক এবং তদ্দ্বারা যে উহাদিগের বিশেষ কল্যাণ উৎপন্ন হয় তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। যৌবন কালে যদি পুরুষের শরীর উপযুক্ত রূপে বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ না হইয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় কোমল ও দুর্ব্বল হয় তাহা হইলে সে কোন প্রকার শ্রম সাধ্য কর্ম্ম সাধন করিয়া সংসারের উপযোগী হইতে পারে না এবং স্ত্রীজাতির অঙ্গও যদি কোমল ও ললিত না হইয়া পুরুষের ন্যায় কঠিন হয়, তাহা হইলেও উক্ত জাতির কিছু মাত্র সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য থাকে না। অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যে জগদীশ্বর আমাদিগের বিশেষ কল্যাণ উদ্দেশ করিয়া স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিকে যৌবন কালে উভয় প্রকারে পরিণত করেন। ফলতঃ মনুষ্য জাতি যৌবন কালে জগদীশ্বরের নিকট হইতে যেন দ্বিতীয় কলেবর প্রাপ্ত হয়। যে তত্ত্বদর্শী সাধু পুরুষ বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক যৌবনাবস্থার রূপ পরিবর্ত্তনের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখেন তাঁহার মনে সুস্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে করুণাপূর্ণ জগদীশ্বর যেন স্বয়ং যৌবন রূপ ধারণ পূর্ব্বক অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্য শরীরকে যথানিয়মে সুসজ্জিত করিতেছেন। মনুষ্য শরীর যে অবস্থা ভেদে উপযুক্ত রূপে পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়া নানা বিধ প্রয়োজন সাধন করে তাহাতে আর কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই এবং তাহা সর্ব্বদাই সকলের প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে কিন্তু এতদ্বিষয়ের আর একটি অদ্ভুত প্রমাণ প্রদর্শন না করিয়া কোন ক্রমে ক্ষান্ত হওয়া যায় না। ইহা অনেকেই অবগত আছেন যে পৃষ্ঠ দেশ স্থিত মেরু দণ্ডই আমাদিগের শরীরস্থ অস্থিময় পিঞ্জরের মূল ভাগ এবং জগদীশ্বর ঐ মেরুদণ্ডেতে অনুপম কৌশল প্রকাশ পূর্ব্বক উহাকে দৃঢ় ও নমন শীল করিয়া আমাদিগের কর্ম্মের উপযোগী করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু যৌবন কালে ঐ মেরু দণ্ডেরও কিঞ্চিৎ প্রকৃতি ভেদ হইয়া থাকে, উহা যে প্রকারে দৃঢ় ও নমন শীল হইলে উৎকৃষ্ট রূপে আমাদিগের কর্ম্মোপযোগী হইতে পারে বাল্যাবস্থায় সে প্রকার থাকে না, বাল্যাবস্থায় উহার প্রকৃতি নিতান্ত দুর্ব্বল থাকে, কিন্তু যত বয়োবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয় ততই উহা সবল ও কঠিন হয়।

প্রাপ্ত বয়সে উক্ত মেরুদণ্ড যে প্রকার দৃঢ় হয় তাহাতে উহার নমন ক্রিয়া সমাধা হওয়া কোন ক্রমে সম্ভবই বোধ হয় না, কিন্তু জগদীশ্বরের কৌশল প্রভাবে উহা যত দ্রঢ়িষ্ঠ হইতে থাকে ততই নমন শীল হয়।

ভূমণ্ডলে যে সমস্ত স্ত্রী পুরুষ জন্ম গ্রহণ করে যৌবন কালে তাহারা সকলেই কিছু এক প্রকার পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হয় না, লোকে যদি স্বাভাবিক আকারের কোন বিকৃতি না করে তথাপি নানা প্রকার প্রাকৃতিক কারণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশের স্ত্রী পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আকৃতি ও প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। কোন দেশের মনুষ্য বিশেষ বলিষ্ঠ হয়, কোন দেশের মনুষ্য তাদৃশ বলবান্ হয় না; কোন দেশের লোককে অতিশয় অধ্যবসায়ী বীর্য্যবান্ ও কর্ম্মক্ষম দেখা যায়, কোন দেশীয় লোকের আবার ঐ সমস্ত বিষয়ে কিঞ্চিৎ ত্রুটিও থাকে। যৌবন কালে এক দেশের মনুষ্য অধিক দীর্ঘ হয় এবং অপর দেশীয় লোককে সে প্রকার দীর্ঘ দেখা যায় না; এক দেশের স্ত্রীলোক দিগের গ্রীবা উন্নত, নেত্র পিঙ্গল বর্ণ ও কপাল লোহিত বর্ণ হয় এবং অন্য দেশীয় স্ত্রীজাতিরা ঐ অবস্থায় স্থূল গ্রীবা, কৃষ্ণ বর্ণ চক্ষু ও অলোহিত মুখশ্রী প্রাপ্ত হয়। যৌবন কালে কোন দেশীয় স্ত্রী পুরুষের নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত হয় এবং কোন দেশের স্ত্রী পুরুষের নাসিকা সে প্রকার না হইয়া ঈষৎ স্থূল ও অবনত হইয়া থাকে। বহুদর্শী ও ভ্রমণকারি পণ্ডিত ব্যক্তিরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, দেশ ভেদে স্ত্রী পুরুষ দিগের আকৃতি ও প্রকৃতির অনেক বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য এই যে উক্ত প্রকার বৈলক্ষণ্য জন্য মনুষ্য জাতির কিছু মাত্র ক্লেশ উৎপন্ন হয় না, দেশ ভেদে যেমন স্ত্রী পুরুষের আকার প্রকার প্রভেদ দৃষ্ট হয়, সেই রূপ সৌন্দর্য্য বিষয়ক রুচিরও অনেক ইতর বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। যৌবনাবস্থায় যে দেশীয় লোকের যে প্রকার আকার হইয়া উঠে তদ্দেশীয় মনুষ্যের চক্ষে সেই আকারই সুন্দর ও সুদৃশ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সুতরাং তজ্জন্য আর কোন দেশীয় লোকেরই নেত্র পীড়া জন্মিতে পায় না। এ বিষয়ে জগদীশ্বরের আর একটি কৌশলও দৃষ্ট হয়। যে সমস্ত দেশে মনুষ্য সমধিক বীর্য্যবান্ সাহসী ও বলবান্ না হইলে কোন ক্রমেই জীবন ধারণ করিতে পারে না, যৌবনাবস্থাতে সেই সকল দেশীয় লোকের মনেতে আপনা হইতে সাহস ও বীর্য্যের আবির্ভাব হয় এবং শরীরেতেও সমধিক বল উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর উষ্ণ কটিবন্ধস্থিত আফ্রিকা দেশীয় মনুষ্য দিগকে সতত প্রখর সূর্য্য উত্তাপ সহ্য করিতে হয় বলিয়া তাহাদিগের শোণিত গাঢ় ও চর্ম্ম স্থূল হয়, কিন্তু ঐ সকল মনুষ্যের স্থূল চর্ম্ম ও গাঢ় শোণিত না হইয়া যদি তাহাদিগের শরীর সূক্ষ্ম ত্বকে আচ্ছাদিত হইত এবং শোণিতও তরল হইত তাহা হইলে তদ্দ্বারা তাহারা বিশেষ ক্লেশই প্রাপ্ত হইত। যাহারা আরব দেশের বা আফ্রিকার কি অন্যান্য স্থানের মরু ভূমির নিকট বাস করে অথবা ঐ সমস্ত মরুক্ষেত্র দিয়া সর্ব্বদা গতায়াত করিয়া থাকে ক্রমে তাহাদিগের ক্ষুৎ পিপাসা সহ্য করিবার শক্তি অধিক হয়। অরণ্য বাসী বন্য মনুষ্য দিগের যত বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হয় ততই তাহাদিগের নানা বিধ নিবিড়ারণ্যে বিচরণ করিয়া মৃগয়া করিবার সাহস বৃদ্ধি হয়, সাগর তীরস্থ বা সমুদ্রাদি পরিবেষ্টিত স্থানের মনুষ্য গণ আপনাদিগের বয়োবৃদ্ধি সহকারে সমুদ্র যাত্রা করিতে এবং সমুদ্র জলে সন্তরণ ও অবতরণ করিয়া মৎস্যাদি বহু প্রকার পণ্য দ্রব্য লাভ করিতে অধিক উৎসাহান্বিত হয়। এই রূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মনুষ্য যৌবনাবস্থাতে স্বীয় স্বীয় কর্ম্মোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।

যৌবনাবস্থায় আমাদিগের মনেতে অনেক প্রকার প্রয়োজনোপযোগী অভিনব ভাবের আবির্ভাব হয় এবং অনেক প্রকার অনুপযোগী ভাব মন হইতে তিরোহিত হয়। যে ক্রীড়া শক্তি শৈশবাবস্থায় এক মাত্র প্রিয়তর ও প্রবলতর, যে ক্রীড়ার জন্য বালক প্রিয়তম জননীর ক্রোড় পর্য্যন্ত

বিস্মৃত হইয়া থাকে, যৌবনের প্রারম্ভে সে ইচ্ছাও আপনা হইতে দিনে দিনে অন্তহিত হইয়া যায়। বালককে কোটি স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলে ও স্বর্ণময় উৎকৃষ্ট অট্টালিকাতে বাস করাইলে, তাহার মনে যাদৃশ আহ্লাদ না জন্মে, অতি যৎ সামান্য ক্রীড়া পদার্থ প্রদান করিলে ও সামান্য ক্রীড়া সময়ে আপন সহচর বালক বৃন্দের সহিত খেলা করিতে দিলে তাহার মনে তাদৃশ আহ্লাদের উদয় হয়, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে অবস্থা ভেদে সে প্রাণসম প্রিয়তম ক্রীড়াতেও তাহার অবহেলা হয়। শৈশবাবস্থায় আপনার গ্রাম ভবন ও পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয় গণকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর গমন করিতে মনোমধ্যে যাদৃশ ক্লেশ জন্মে এবং অপরিচিত দূর দেশ যাত্রা করিতে যে প্রকার ত্রাস উপস্থিত হয়, যৌবনাবস্থায় আর সে রূপ হয় না। যৌবন কালের প্রয়োজনানুসারে মনুষ্যের মানসস্থিত অর্জনস্পৃহা ও কৌতূহল প্রভৃতি নানা প্রকার বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং তন্নিমিত্ত যুবা পুরুষ অক্লেশে সহস্র প্রতিবন্ধককে তুচ্ছ করিয়া বহু দূর দেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক জ্ঞান ধন প্রভৃতি নানা বিষয় উপার্জন করিয়া আপনার প্রয়োজন সিদ্ধ করে। প্রাপ্ত বয়স্ক যুবা পুরুষ যদি বালকের ন্যায় স্বদেশ ও স্বজন বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া দূর দেশ যাত্রা করিতে শঙ্কিত ও ক্ষুব্ধ হইত, তাহা হইলে আর পৃথিবী কখন এতাদৃশ শ্রী সম্পন্ন হইতে পারিত না এবং মনুষ্য কুলও কখন ক্রমোন্নতি লাভে সক্ষম হইত না। শৈশবাবস্থায় যে সমস্ত ভাব কখন স্বপ্নেও অবলোকন করা যায় না, জগদীশ্বরের উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত যৌবন কালে সেই সমস্ত অননুভূত অপূর্ব্ব ভাব আসিয়া সর্ব্বদাই মনোমধ্যে উদিত হয়। কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে যে সাংসারিক বহু প্রকার কর্ম্ম নিষ্পাদন করিবার জন্য যৌবনাবস্থায় যেমন শারীরিক বল বৃদ্ধি হয়, সেই রূপ তাহার উপযোগী অনেক আন্তরিক ভাবের ও প্রাদুর্ভাব হয়। বালকের অপেক্ষা যুবা পুরুষের অধ্যবসায় ও তিতিক্ষা প্রভৃতি অন্যান্য বৃত্তি শত গুণে বলবতী হয়, এবং যুবা ব্যক্তি ঐ সমস্ত উত্তেজিত বৃত্তি সম্পন্ন হইয়া নানা সময় নানা বিপদ অতিক্রম ও নানা কষ্ট সহ্য করিতে সক্ষম হয়। বাল্য কালে যে বাৎসল্য ভাব ও স্নেহ ভাবের কিছু মাত্র অনুভবও থাকে না, কালান্তরে মনুষ্য এক কালে সেই ভাবে মুগ্ধ হইয়া যায়। মনুষ্য যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিবারে বেষ্টিত হয়, তখন তাহার মনের ভাব আর এক প্রকার হইয়া উঠে। তখন তাহার আপনার শরীরের প্রতিও যত্ন থাকে না এবং আপনার শয়ন ভোজনেরও কোন নিয়ম থাকে না, তখন তাহার ঐ সমস্ত সন্তান সন্ততির সুখেতেই সুখ বোধ হয় এবং দুঃখেতে দুঃখের উদয় হয়। তখন সে ব্যক্তি যে স্থলে ও যে অবস্থায় অবস্থান করে, তাহার মনে সর্ব্বদাই কেবল সেই সমস্ত স্নেহাস্পদ পুত্রাদির প্রতিমূর্ত্তি জাগ্রত থাকে। সন্তান হইলে পর যে মনুষ্য কি প্রকার অভেদ্য স্নেহ পাশে বদ্ধ হয়, তাহা প্রায় সকল পিতা মাতারই বিদিত আছে। প্রথম বয়সে যে ব্যক্তি অতিঅল্পমাত্র ক্লেশে ক্লিষ্ট হয় এবং কোন রূপেই দুঃখের ভার সহ্য করিতে না পারে, সন্তান হইলে পর তাহাদিগের লালন পালন করণার্থে সেই ব্যক্তিকে আহ্লাদ পূর্ব্বক এপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিতে দেখা যায় যে সন্তানাদির প্রতিপালন জন্য সে উৎকট উৎকট ক্লেশকেও সুখ জ্ঞান করে। হা জগদীশ! কি তোমার আশ্চর্য্য মহিমা, তুমি জগতের হিতের জন্য কত প্রকার অনির্ব্বচনীয় কৌশলই প্রকাশ করিয়াছ, তুমি সময়ে সময়ে মনুষ্যের সুখ ভোগেরও বিষয় পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছ। মনুষ্য জাতির যে অবস্থায় যে সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে, তখন সেই সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিতেই তাহার সুখ জ্ঞান হয়, এবং যখন যে বিষয় নিষ্পাদনে করিবার কোন আবশ্যক না থাকে, তখন তাহার মনোমধ্যে সে বিষয়ের অনুভবও হয় না।

যৌবনাবস্থায় মনুষ্যের মানসিক ভাব পরিবর্ত্তন বিষয়ে জগদীশ্বরের আর একটি অপূর্ব্ব কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির মনে এক প্রকার ভাবের আবির্ভাব হয় না, যাহার যে বিষয় নিষ্পন্ন করা বিশেষ আবশ্যক, তাহার মনে সেই প্রকার ভাব প্রবল হইতে থাকে। বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ জাতির মনে যেমন শৌর্য্য বীর্য্য ও সাহস প্রভৃতি কঠোর ভাবের প্রাদুর্ভাব হয়, স্ত্রী জাতির মনে সে প্রকার হয় না। স্ত্রী জাতিদিগের যত বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই তাহাদিগের মনেতে স্নেহ দয়া ক্ষমা প্রভৃতি কোমল ভাবের প্রাবল্য হইতে থাকে এবং তাহাদিগকে সতত সাংসারিক কর্ম্ম নিষ্পাদনে ইচ্ছুক হইতে দেখা যায়। বয়ঃক্রম ভেদে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতির মনে যে কি প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তির প্রাদুর্ভাব হয়, তাহা স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির আচার ব্যবহার রীতি নীতি ও ক্রীড়া কৌতুক প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলেই বিলক্ষণ জানা যাইতে পারে। ইহা সুস্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, যে করুণানিধান পরমেশ্বর মর্ত্ত্য লোকে যাহাকে যে নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন, অবস্থাবিশেষে তাহার মন সেই দিকেই আপনা হইতে ধাবিত হয়। তাঁহার মহিমা প্রভাবে আমরা শৈশবাবস্থায় এক প্রকার ভাবে অবস্থান করিয়া ও এক প্রকার বিষয় অবলম্বন করিয়া সুখেতে কাল হরণ করি এবং তাঁহারই করুণা প্রসাদাৎ আমরা যৌবন প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান্তরে অবস্থান ও বিষয়ান্তর অবলম্বন পূর্ব্বক নানা প্রকার সুখ ভোগ করি। ফলতঃ মনুষ্যজন্মের মধ্যে যৌবনাবস্থাই প্রধান অবস্থা; কবী গণ উক্ত অবস্থাকে জীবনের সারাংশ বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। যৌবনাবস্থা আমাদিগের ধন জ্ঞান ধর্ম্মাদি সর্ব্বার্থ সাধন করিবার মুখ্য সময়; এ অবস্থায় মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি সকল যেমন প্রস্ফুটিত ও উত্তেজিত হয়, সেই রূপ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকলও সবলা হইয়া উঠে। যৌবন কালই মানব জাতির সকল ক্ষমতা সকল শক্তি প্রকাশ করিবার সময়; মনুষ্য যে সমস্ত অসাধারণ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া অবনিমণ্ডলে আপনার কীর্ত্তিকে চিরস্থায়ী করে, যে সমস্ত বুদ্ধি কৌশল প্রকাশ করিয়া কখন কখন দেববৎ প্রতীয়মান হয় এবং যাহা দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত জীব জন্তুর উপর আধিপত্য করিতে পারে, সে সমস্ত ব্যাপারই যৌবন কালে সম্পন্ন হইয়া থাকে। অনেক কবী যৌবনকে জীবন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, ফলতঃ জগদীশ্বর যদি আমাদিগকে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইবার অধিকারী না করিয়া বাল্য কালমাত্র আমাদিগের জীবনের সীমা করিয়া দিতেন, তাহা হইলে আমরা মনুষ্য নামের কিছু মাত্র গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারিতাম না। অতএব আমাদিগের উচিত যে আমরা জীবনের সারকাল যৌবনাবস্থায় জগদীশ্বরের তত্ত্ব রস পান করিয়া তাহার সার্থকতা করি এবং সকল সুখাপেক্ষা সেই সুখাস্বাদনে রত থাকি।

মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।

৭০অধ্যায়——সম্ভবপর্ব

শকুন্তলোপাখ্যান।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা দুষ্মন্ত এই রূপে শত শত মৃগের প্রাণ বধ করিয়া সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে বনান্তরে প্রবেশ করিলেন। মৃগ অন্বেষণ করতঃ তন্মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে তাহার উপান্তে উপস্থিত হইয়া এক মহৎ প্রান্তর দেখিতে পাইলেন। তাহা অতিক্রম করিয়া রমণীয়, অহ্লাদ জনক, শীতল বায়ু সেবিত ও আশ্রম সংকুল অন্য মহদ্বনে প্রবেশ করিলেন। সে বন কুসুম মণ্ডিত বৃক্ষে পরিবৃত, কোমল তৃণ যুক্ত, পক্ষি গণের মধুর ধ্বনিতে নিনাদিত, পুংস্কোকিল ও ঝিল্লীরবে পরিপূরিত, বৃহৎ বৃহৎ তরু সকলের শাখা পল্লবে কৃত চ্ছায়ায় আবৃত রহিয়াছে ও ষট্পদ সকল পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমণ করিতেছে। তাহাতে ফল পুষ্প শূন্য বৃক্ষ নাই এবং যে পুষ্পে

ষট্পদ নাই এমন পুষ্পই নাই। রাজা দুষ্মন্ত পক্ষিগণ নিনাদিত, নানাবিধ পুষ্পে অলঙ্কৃত, সুখ ছায়া সমাবৃত, অত্যুত্তম সেই মনোহর বনে প্রবেশ করিবামাত্র বিচিত্র কুসুমশালী বৃক্ষ সকল বায়ু দ্বারা আন্দোলিত হইয়া পুনঃ পুনঃ পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিল। উচ্চ উচ্চ বৃক্ষ সকল বিচিত্র কুসুমে ও পক্ষীদিগের মধুর গানে বিরাজিত হইতে লাগিল। বৃক্ষ সকলের পুষ্প ভারাবনত পল্লবেতে ভ্রমণ করতঃ মধুলিপ্সু ভ্রমর গণ সুমধুর গুণ গুন ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। সেই বন মধ্যে কুসুম মণ্ডিত, প্রীতি বর্দ্ধন, লতাগৃহ সংকুল স্থান সকল সন্দর্শন করিয়া রাজা অত্যন্ত পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং দেখিলেন, ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের সুকুমার কুসুমান্বিত শাখা সকল পরস্পর সংলগ্ন হইয়া সেই বনকে শোভিত করিতেছে। সিদ্ধ চারণ সমূহ, গন্ধর্ব্ব অপ্সরা গণ এবং মত্ত বানর কিন্নর কর্ত্তৃক সর্ব্বদা আবৃত রহিয়াছে। পুষ্প-রেণু বাহী, শীতল, সুগন্ধি বায়ু সর্ব্বদা বৃক্ষে বৃক্ষে রমণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। এই রূপে নানা শোভাযুক্ত নদী কচ্ছস্থ অতি রমণীয় সেই বনের শোভা দেখিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে রাজা এক মনোরম শান্ত আশ্রম দেখিতে পাইলেন। আশ্রমের চতুর্দ্দিক্ নানা বৃক্ষে আবৃত ও মধ্য স্থলে আহবনীয় অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। বালিখিল্য প্রভৃতি মুনি গণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন, পুষ্পাস্তরণ বিশিষ্ট অগ্নি গৃহ সকল শোভা পাইতেছে। হে রাজন্! নানাবিধ পক্ষি গণ সমাকীর্ণা, তপোবন-মনোহারিণী, সুখ স্পর্শা মালিনী নদী তাহার নিকটে শোভা পাইতেছে। তথায় হিংস্র জন্তু গণের শান্ত মুর্ত্তি দেখিয়া রাজা দুষ্মন্ত অত্যন্ত প্রীতি যুক্ত হইলেন। মহারথ দুষ্মন্ত দেব লোক সদৃশ মনোহর সেই আশ্রমে গিয়া প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে সর্ব্ব প্রাণির জননী স্বরূপ, আশ্রমের নিকট বর্ত্তিনী, পুণ্যোদকা সেই মালিনী নদীর শোভা দেখিতে দেখিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহার পুলিনে চক্রবাক সকল ক্রীড়া করিতেছে, কিন্নর গণ বিচরণ করিতেছে, বানর ভল্লুকাদি জন্তু সকল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, ঋষিরা বেদধ্বনি করিতেছেন, জলে বন্য পুষ্প সকল প্রবাহিত হইতেছে, এবং মত্ত হস্তী গণ ক্রীড়া করিতেছে।

সেই মালিনী তীরে মহর্ষি গণ সেবিত মহাত্মা কাশ্যপের রমণীয় আশ্রম দেখিয়া রাজা দুষ্মন্ত তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার মানস করিয়া, গঙ্গা দ্বারা উপশোভিত বৈকুণ্ঠ ধামের ন্যায়, রম্যতীর শালিনী দ্বীপবতী মালিনী নদীদ্বারা শোভিত ও মত্ত ময়ূর নিনাদিত সেই বনের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। চৈত্ররথ তুল্য সেই অরণ্যানীতে প্রবেশ করিয়া রাজা অতীব গুণ সম্পন্ন মহর্ষি কণ্বের দর্শনার্থ তথায় চতুরঙ্গ বল রক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তপোধন কণ্ব ঋষির দর্শনার্থ আমি বন মধ্যে প্রবেশ করিতেছি, যাবৎ আগমন না করি, তাবৎ তোমরা এই স্থানে অবস্থান কর। ইহা বলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করতঃ নানা প্রকার আশ্চর্য্য দর্শনে ক্ষুৎ পিপাসা বিস্মৃত হইয়া অত্যন্ত কৌতূহল প্রাপ্ত হইলেন, এবং রাজচিহ্ন সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল মন্ত্রী ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে তপোধন ঋষিকে দর্শনার্থ আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় গমন করিয়া ব্রহ্ম লোক সদৃশ, ভ্রমর গুঞ্জরিত, নানা পক্ষি গণাকীর্ণ আশ্রমের শোভা সন্দর্শন করতঃ দ্বিজগণ মুখোচ্চারিত, যজ্ঞাদি কর্ম্মে বিহিত, পদক্রমাদি সহিত বেদ মন্ত্র সকল শ্রবণ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞবেত্তা, বেদবেত্তা, সুমধুর সাম গানে নিরত, নিয়ম ব্রতধারী ঋষিগণ কর্ত্তৃক সেই আশ্রমের চতুর্দ্দিক্ শোভা পাইতেছে। অথর্ব্ব বেদী ও সাম বেদ গায়কেরা পদক্রমাদি সহিত সংহিতা উচ্চারণ করিতেছেন। শব্দ সংস্কার বক্তা অপর দ্বিজ কর্ত্তৃক নিনাদিত সেই আশ্রম ব্রহ্ম লোকের ন্যায় শোভা পাইতেছে। যজ্ঞের অনুষ্ঠান বেত্তা, ক্রম শিক্ষাবিশারদ, ন্যায় তত্ত্বজ্ঞ, আত্ম জ্ঞান সম্পন্ন, বেদ পারগ, নানা বাক্য সমাহার দর্শী, বিশেষ কার্য্যবেত্তা, মোক্ষ

ধর্ম্ম পরায়ণ, বিচার-আক্ষেপ-সিদ্ধান্ত-নির্ণয়জ্ঞ, শব্দ-ছন্দো-নিরুক্তদর্শী, কাল জ্ঞান বিশারদ, দ্রব্য ও কর্ম্মের গুণজ্ঞ, কার্য্য কারণবেত্তা, পক্ষি ও বানর প্রভৃতির বাক্যার্থ বেত্তা, পুরাণতত্ত্বজ্ঞ, এবং নানা শাস্ত্র পারদর্শী মুনি দিগের উচ্চরিত মধুর ধ্বনি এবং সাধারণ লোক দিগের নিনাদ চতুর্দ্দিকে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। শত্রু বিনাশন রাজা দুষ্মন্ত নিয়ত সংশিত ব্রত, জপ হোম তৎপর বিপ্রবর্গকে সন্দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন। আশ্রম সন্নিধানে গমন করিবামাত্র মনোহর বিচিত্র আসন সকল ঋষিগণ কর্ত্তৃক যত্নের সহিত আহৃত দেখিয়া রাজা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। দ্বিজগণ কর্ত্তৃক কৃত, দেব তুল্য সম্মান প্রাপ্ত হইয়া রাজা আপনাকে ব্রহ্ম লোকস্থ করিয়া মানিলেন, এবং কাশ্যপের তপস্যা দ্বারা রক্ষিত নানা গুণযুক্ত সেই সুন্দর আশ্রম দর্শন করিয়া অত্যন্ত পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর অমাত্য ও পুরোহিত সহিত রাজা মহাব্রতধারী তপোধন ঋষি পরিবেষ্টিত কাশ্যপের মনোহর আশ্রমের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

৭১ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা অমাত্য ও পুরোহিতকে বাহিরে রাখিয়া একাকী আশ্রমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মহর্ষি কণ্ব তথায় উপস্থিত নাই। ঋষিকে না দেখিয়া এবং আশ্রম শূন্য দেখিয়া উচ্চৈঃ স্বরে কহিলেন, কুটীর মধ্যে কে আছ, বহির্গত হও। ইহা শুনিয়া তাপসীবেশ ধারিণী লক্ষ্মীসম রূপিণী মনোহারিণী এক কন্যা তথা হইতে বহির্গত হইলেন এবং রাজাকে দেখিয়া বহু সম্মান পূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ্য আসনাদি প্রদান করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে যথাসম্ভব অতিথি সৎকার প্রদান করিয়া অতি নম্র ভাবে কহিলেন, মহারাজ, কি উদ্দেশে এই আশ্রমে আগমন হইয়াছে এবং কি কার্য্য আমাকে সম্পন্ন করিতে হইবে অনুমতি করুন। ইহা শুনিয়া রাজা সেই মধুর ভাষিণী কন্যাকে অদোষস্পর্শিতা দেখিয়া কহিলেন, হে ভদ্রে! আমি মহাভাগ কণ্ব ঋষির উপাসনা করিতে আসিয়াছি। হে শোভনে, ভগবান্ কণ্ব কোথায় গিয়াছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। কন্যা কহিলেন, আমার পিতা ভগবান্ কণ্ব ফলাহরণার্থে বনান্তরে গমন করিয়াছেন। তিনি আগত প্রায়, আপনি মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা করিলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন; রাজা দুষ্মন্ত, ঋষিকে আশ্রমে অনুপস্থিত দেখিয়া ও শকুন্তলার মুখে ঋষির বনান্তরে গমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া এবং রূপ যৌবন সম্পন্না, চারুহাসিনী ও তপঃপ্রভাবে ভ্রাজমানা সেই ললনার রূপ লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শোভনে, তুমি কে! কাহার কন্যা, কিনিমিত্তেই বা বনে আগমন করিয়াছ; তুমি এপ্রকার রূপ গুণ সম্পন্নাই বা কি প্রকারে হইলে? যে হেতু তুমি দর্শন মাত্র আমার মন হরণ করিয়াছ অতএব আমি তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি, তুমি সত্য করিয়া বল। এই রূপ রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া শকুন্তলা সতী সুমধুর স্বরে কহিলেন, মহারাজ! আমি ধৃতিমান, ধর্ম্মজ্ঞ, তপস্বী, মহাত্মা কণ্বেরই দুহিতা। ইহাতে সন্দিহান হইয়া রাজা দুষ্মন্ত পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকপূজিত, মহাভাগ, ভগবান্ কণ্ব ঋষি ঊর্দ্ধরেতা। ধর্ম্ম যদিও কখন বিচলিত হয়, তথাপি ঊর্দ্ধরেতা তপস্বীর অন্তঃকরণ কখনই বিচলিত হইবার নহে, অতএব হে বরবর্ণিনি! তুমি কিরূপে তাঁহার কন্যা হইলে, আমার এই সংশয় ছেদন করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর। শকুন্তলা কহিলেন, হে রাজন্! যে রূপে আমি এখানে আসিয়াছি, এবং যে প্রকারে মুনির কন্যা হইয়াছি, তৎ সমুদায় যথাভূত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। একদা এক ঋষি আসিয়া কণ্ব ঋষিকে আমার জন্ম বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন, তৎকালে ভগবান্ কণ্ব তাঁহাকে যাহা বলেন তাহা শ্রবণ করুন। ঋষি কহিলেন, মহাতপা বিশ্বামিত্র একদা

ঘোরতর তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে দেবরাজ ইন্দ্র "দীপ্ত বীর্য্য বিশ্বামিত্র তপস্যা দ্বারা আমাকে পদচ্যুত করিয়া ইন্দ্রত্ব লইবেন" এই ভয়ে মেনকা অপ্সরাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন। মেনকে! অসাধারণ গুণ দ্বারা সকল অপ্সরা হইতে তুমিই প্রধানা, অতএব তুমি আমার কিছু উপকার কর। সূর্য্য সদৃশ প্রতাপশালী মহাতপা বিশ্বামিত্র ঘোরতর তপস্যা করাতে আমার মন বিচলিত হইতেছে। হে মেনকে! তোমার প্রতি আমি এই ভার অর্পণ করিব, যে দুর্দ্ধর্ষ বিশ্বামিত্র উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি যাহাতে আমাকে পদচ্যুত করিতে না পারেন, তুমি তাহার উপায় কর। তুমি গিয়া তাঁহার প্রলোভ জন্মাও ও তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন করিয়া আমার মান রক্ষা কর। হে বরারোহে! রূপ, যৌবন, মধুরালাপ, অঙ্গভঙ্গী, কটাক্ষ ও হাস্যাদি দ্বারা তাঁহাকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত কর। মেনকা কহিলেন, ভগবান্ বিশ্বামিত্র মহাতেজস্বী, মহাতপস্বী এবং অতি কোপন স্বভাব, ইহা আপনিও জানেন, এবং তাঁহার তপস্যা, তেজ ও কোপে আপনিও উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, অতএব আমি কি প্রকারে তাঁহার তেজ সহ্য করিব। যে বিশ্বামিত্র, মহাভাগ বশিষ্ঠকে প্রিয় পুত্রগণের সহিত বিযুক্ত করিয়া ছিলেন। যিনি ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরে বল দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়া ছিলেন। যিনি স্বীয় শৌচ ক্রিয়া সমাধানার্থ আশ্রম সন্নিধানে পুণ্যতমা বহু জলা নদীকে আনয়ন করিয়াছিলেন, যাহা অদ্যাপি কৌশিকী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; এবং মহাত্মা বিশ্বামিত্র ঋষি তপস্যার্থ গমন করিলে যাহার তটে ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি মতঙ্গ ব্যাধ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহার ভার্য্যাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া ছিলেন। অনন্তর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, মুনি পুনর্ব্বার আশ্রমে আসিয়া পারা বলিয়া সেই নদীর নাম রাখিয়াছিলেন। পরে মুনি প্রীত হইয়া সেই নদী তটে স্বয়ং মতঙ্গের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, হে সুরেশ্বর! তুমিই যাঁহার ভয়ে সেই যজ্ঞে সোম পানার্থ গমন করিয়া ছিলে। যিনি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক নক্ষত্র মণ্ডল সহিত অন্য এক লোক এবং নক্ষত্র সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যিনি গুরুশাপাক্রান্ত ত্রিশঙ্কুকে অভয় প্রদান করিয়াছিলেন। যে মহর্ষি এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, আমি কি প্রকারে তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন জন্মাইব, অতএব যাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে ভস্মীভূতা না করেন, হে বিভো! আমাকে তাদৃশ আজ্ঞা করুন। যিনি তেজেতে লোক সকল দগ্ধ করিতে ও পাদ দ্বারা ধরণীকে কম্পিত করিতে পারেন, সুমেরুকে উৎক্ষিপ্ত ও দিক্ সকলকে আবর্ত্তিত করিতেও পারেন, এতাদৃশ তপস্যা যুক্ত প্রদীপ্ত পাবক সম জিতেন্দ্রিয় ঋষিকে কি প্রকারে আমি স্পর্শ করিতে পারিব। হে সুর শ্রেষ্ঠ! যাঁহার মুখ দীপ্ত হুতাশন, সূর্য্য চন্দ্র যাঁহার অক্ষিতারা, কাল যাঁহার জিহ্বা, আমি কি প্রকারে তাঁহাকে স্পর্শ করিব। যম, সোম, মহর্ষিবর্গ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেব এবং বালিখিল্য প্রভৃতি ঋষি সকল, ইহাঁরাও যাঁহার প্রতাপে উদ্বিগ্ন হয়েন, তাঁহার নিকটে গিয়া আমি কি প্রকারে স্থির থাকিতে পারিব। হে সুরেন্দ্র! আপনা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া আমি কি প্রকারেই বা সেই ঋষির নিকট গমন না করিব। অতএব হে দেবরাজ! যে রূপে আমি আপনার কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্তে তথায় নির্ব্বিঘ্নে বিচরণ করিতে পারি ও রক্ষা পাই এমন কোন উপায় চিন্তা করুন। হে দেব! আপনি ইহা করুন যে "আমি সেই ঋষির সম্মুখে গিয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলে বায়ু আমার আবরণ বস্ত্র উড্ডীন করিয়া লয়েন এবং তোমার প্রসাদে মন্মথও ঐ কার্য্যে আমার সাহায্য করেন। যখন আমি ঋষির প্রলোভ জন্মাইব, তখন যেন বন হইতে সুরভি বায়ু প্রবাহিত হয়।" ইহা শুনিয়া ইন্দ্র, তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলে মেনকা কৌশিক ঋষির আশ্রমে প্রস্থান করিলেন।

আগ্নেয় গোধা।

এদেশীয় লোকেরা বহু কালাবধিই অগ্নি কীটের নাম শুনিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কোন্ মূল হইতে যে উক্ত কীটের কথা উত্থিত হইয়াছে, বোধ হয় তাহা অনেকেই জ্ঞাত নহেন অতএব সে বিষয় অবগত হইবার জন্য অনেকেরই ইচ্ছা হয়। ঈশ্বরের কি অদ্ভুত শক্তি? তিনি এক প্রকার প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার আকার প্রায় গোধিকার ন্যায় এবং যে অগ্নিতে সমুদায় বস্তু দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয় ঈশ্বরের মহিমা বলে ঐ প্রাণী তাহার মধ্যে পতিত হইলেও সজীব শরীরে বহির্গত হইতে পারে। বোধ হয় এদেশীয় পূর্ব্বকালীন লোকে ঐ জন্তুকেই অগ্নিকীট বলিয়া মনে করিত। ইংরাজি ভাষায় উহাকে সেলেমেণ্ডার অর্থাৎ আগ্নেয় গোধা বলে এবং ইংলণ্ড দেশীয় অনেক অনভিজ্ঞ লোকেও উহাকে অগ্নিকীট বলিয়া জানে। পূর্ব্বাবধি ইংলণ্ড প্রভৃতি অনেকানেক স্থানের অবিদ্বৎসমাজে উল্লিখিত জন্তু সম্বন্ধে এই রূপ এক প্রবাদ আছে, যে উক্ত জন্তু অনায়াসে প্রজ্বলিত অগ্নি মধ্যে সজীব থাকিতে পারে এবং তাহাকে নির্ব্বাণ করিতেও শক্ত হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এক্ষণেও অনেক অবোধ লোকে এরূপ বিশ্বাস করে, যে কোন স্থানে অগ্নি যদি ক্রমাগত সপ্তবর্ষ পর্য্যন্ত নির্ব্বাণ না হয় তাহা হইলে সেই অগ্নিতে এক আগ্নেয় গোধা জন্মে। কি কারণে যে উক্ত জন্তুকে অনভিজ্ঞ লোকে অগ্নি সম্ভূত ও অগ্নিচর বলিয়া মনে করিত এক্ষণকার বিজ্ঞানদর্শী তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিত গণ তাহার অনেক অনুসন্ধান করিয়া এই মাত্র স্থির করিয়াছেন, যে উল্লিখিত জন্তুর আত্ম রক্ষার নিমিত্ত করুণাময় জগদীশ্বর উহাকে যে এক অদ্ভুত শক্তি প্রদান করিয়াছেন, স্থূলদর্শী অনভিজ্ঞ লোকে সেই শক্তি সন্দর্শন করিয়াই উহাকে উক্ত প্রকার নানাবিধ কল্পিত গুণ-সম্পন্ন করিয়াছে।

উল্লিখিত জন্তুর শরীরময় সমূহ রন্ধ্র আছে, উহা যখন কোন প্রকার যন্ত্রণায় কাতর হয় বা কোন ভয়ে ভীত হয়, তখন উহার শরীরস্থ ঐ সমস্ত রন্ধ্র হইতে এক প্রকার জলীয় কটু পদার্থ নির্গত হয়, ঐ জলীয় পদার্থের এমন অদ্ভুত গুণ, যে তদ্দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির তেজও কিয়ৎ কালের জন্য শমতা প্রাপ্ত হয় এবং উক্ত জন্তুও কখন অগ্নিতে পতিত হইলে তদবসরে অনায়াসে অগ্নি হইতে প্রস্থান করিয়া ত্রাণ পাইতে পারে। অবিবেকী ও অল্প বুদ্ধি লোক ঐ জন্তুর এই প্রকার শক্তি সন্দর্শন করিয়া উহার বিষয়ে নানা প্রকার কল্পিত কথার রচনা করিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ উক্ত জন্তু স্বীয় অদ্ভুত শক্তি সহকারে প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে বলিয়াই উহাকে আগ্নেয় গোধা বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

উক্ত আগ্নেয় গোধার আরও একটি চমৎকার গুণ প্রকাশ পাইয়াছে। উহার শরীরের কোন ভাগ ছেদন করিলে পর পুনর্ব্বার সে ভাগ উৎপন্ন হয়, উহার কোন অঙ্গ ছিন্ন হইলে যে তাহা একবার মাত্র উৎপন্ন হয় এমন নহে, উহার শরীরের কোন ভাগকে যত বার ছেদন করা যায় তাহা ততবারই জন্মায়। উহার অঙ্গের কোন কোন স্থানকে মাংস অস্থি সম্বলিত এক কালে নিঃশেষে ছেদন করিয়াও দেখা গিয়াছে, পুনর্ব্বার সেই সেই স্থানের অস্থি ও মাংস সকলি জন্মিয়াছে। আগ্নেয় গোধার শরীর ছেদন করিলে তাহা পুনঃ পুনঃ উদ্ভব হওয়া যেমন চমৎকার ব্যাপার, সেই রূপ উহার আর একটি অসামান্য গুণও অতি আশ্চর্য্য কর। উক্ত জন্তু অতি দীর্ঘ কাল তুষার অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতে পারে, এবং ঐ তুষারাবৃত স্থানে কিছু মাত্র ভোজন পান ও বায়ু সেবন না করিয়াও জীবিত থাকে।

উল্লিখিত গোধা দুই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার সর্ব্বদা জলেতে বাস করে এবং এক প্রকার স্থলেতে থাকে। যে গোধা নিয়ত জলে থাকে, জগদীশ্বর উহাকে জলেতে সন্তরণ করিবার এক আশ্চর্য্য উপায় প্রদান করিয়াছেন। উহার

পুচ্ছ দেশ স্থলবাসী গোধার অপেক্ষা পার্শ্ব-দিকে কিঞ্চিৎ প্রশস্ত এবং উহা তদ্দ্বারাই অনায়াসে স্বীয় শরীরকে জলেতে ভাসাইয়া সন্তরণ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র গতায়াত করিতে পারে।

লিনিয়স্ প্রভৃতি পূর্ব্ব কালীন প্রাণী তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই গোধাটী এক প্রকার টিক্‌টিকি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন এবং উক্ত জন্তুর আকৃতি প্রকৃতি ও অন্যান্য বিষয় বিচার করিয়া উহাকে ভেক জাতির মধ্যেই গণনা করিয়াছেন। উল্লিখিত গোধার আকার দেখিলে আপাততঃ উহাকে টিক্‌টিকির জাতি বলিয়াই বোধ হয় বটে, কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ভেকের সহিতই উক্ত জন্তুর আকার প্রকারের অনেক তুল্যতা দেখিতে পাওয়া যায়। সময়ান্তরে যেমন ভেকের রূপান্তর হয়, সেই রূপ অবস্থাভেদে উক্ত গোধারও আকার ভেদ হইয়া থাকে।

উক্ত জন্তুর আকার দীর্ঘে ১৮ বুরুলের অধিক নহে। কিন্তু ইহার আকার ইহা অপেক্ষাও অনেক বৃহৎ হইতে পারে। লেডন্ নামক স্থানে একবার ১২ বুরুল পরিমাণের একটি গোধাকে জল-পূর্ণ কাষ্ঠময় দ্রোণী মধ্যে রক্ষা করিয়া পরীক্ষা করা হইয়া ছিল। ঐ গোধার আকার অতি অল্পকালের মধ্যে প্রায় ১॥ সার্দ্ধ হস্ত পরিমিত দীর্ঘ হইয়াছিল। উল্লিখিত গোধার বর্ণ গাঢ় হরিৎ বর্ণের ন্যায় এবং উহার গাত্রে ব্রণের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক প্রকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত জন্তু প্রায় আমিষ ভক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করে, কিন্তু কখন কখন দীর্ঘ কাল অনসনেও ক্ষেপণ করিতে পারে, প্রায় উহার আহারের ইচ্ছা শীঘ্র উপস্থিত হয় না। যে গোধা নিরন্তর জলেতে বাস করে, সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য আহার করিয়াই প্রাণ ধারণ করে। জলের গোধা অতি অপূর্ব্ব কৌশলে আপনার লক্ষিত মৎস্যকে ধৃত করিয়া খায়। উহা এমনি নিঃশব্দে আপনার লক্ষিত মৎস্যকে ধারণ করে, যে সে তাহা জানিতে [illegible]রে না। বিশেষতঃ কখন কখন এ প্রকারও ঘটনা হয়, যে গোধা মুখ বিস্তার করিয়া লক্ষিত মৎস্যকে তাড়া দেয় এবং সে ভয়েতে পলায়ন করিয়া উহার করাল গ্রাসে গিয়াই পতিত হয়।

কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ১৭৭৮ শকের বৈশাখ অবধি আশ্বিন পর্য্যন্ত আয় ব্যয় বিবরণ

আয়

দান প্রাপ্ত	৪৩১।১/৫
পুস্তক বিক্রয় দ্বারা প্রাপ্ত ...	৩৮॥৴০
কোং কাগজ বন্ধক ...	১০০
গত মাসের স্থিত	১৯৭॥ ৫
	৭৬৭॥/১০

ব্যয়

কর্ম্মচারি গণের বেতন	৪৫৬৸০
কোং কাগজ বন্ধক পরিশোধ ...	১০০
বিবিধ ব্যয়	১২৭॥৴৫
	৬৮৪।৴৫

স্থিতি

স্থিত	৮৩৵৫

দানপ্রাপ্তির বিবরণ

শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ	১
" শ্যামাচরণ সেন	৩
" দুর্গাচরণ গুপ্ত	২
" হরচন্দ্র দত্ত	১২
" চন্দ্রকুমার দত্ত	১
" মধুসূদন ঘোষ	১৬
" গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার ...	২
" উমাকান্ত দত্ত	১
" নীলমাধব মিত্র	২
" গোবিন্দচন্দ্র ধর	২
" রামচন্দ্র দাস	১
" কীর্ত্তিচন্দ্র রায়	১
" হরিশ্চন্দ্র পাল	১
" হরনাথ ঠাকুর	২
" জয়গোপাল ও বৈকুণ্ঠনাথ সেন	২৫
" চন্দ্রমোহন বসু	১
" কালীপ্রসন্ন সিংহ ..	১০

"	রাজনারায়ণ বসু	২
"	হরিমোহন নন্দী	২
"	মণিলাল মল্লিক	২
"	দয়ালচন্দ্র শিরোমণি	১
"	সাগরলাল দত্ত	১
"	রাজারাম মুখোপাধ্যায়	৩
"	অক্ষয়কুমার দত্ত	১০
"	নবকৃষ্ণ বসু	১
"	নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪
"	ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৩
"	যজ্ঞেশ্বর বসু	১
"	কালাচাঁদ সাহা	১
"	প্রসন্নচন্দ্র গুপ্ত	১
"	শ্রীনাথ দাস	১
"	রাধানাথ শিল	১
"	আনন্দচন্দ্র পাল	১
"	শিবচন্দ্র দেব	২৫
"	কাণাইলাল মিত্র	১
"	কেশবলাল মল্লিক	১
"	তিনকড়ি ঘোষ	১
"	গোপাললাল মিত্র	১
"	ত্রিপুরাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১
"	গোপালচন্দ্র দত্ত	২
"	নীলমণি চট্টোপাধ্যায়	২
"	চন্দ্রশেখর ঘোষ	৮
"	প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১
"	চন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	১
"	কালীচরণ দত্ত	১
"	বিহারিলাল ভট্টাচার্য্য	১
"	ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায়	২
"	আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়	৫
"	মদনমোহন সেন	৪
"	উমেশচন্দ্র মিত্র	১
"	হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১
"	দ্বারকানাথ বসু	২
"	কৃষ্ণসখা আয	১
"	ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী	২
"	শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়	৩
"	হরিশ্চন্দ্র নন্দী	১
"	হরদেব চট্টোপাধ্যায়	১
"	যাদবকৃষ্ণ সিংহ	৩০
"	রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৩
"	উমাচরণ ভদ্র	১
"	গুরুচরণ দত্ত	৩
"	ব্রজসুন্দর মিত্র	৪
"	গোপালচন্দ্র বসাক	১
"	শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ	১
"	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৫০
"	রমণীমোহন চৌধুরি	২৫
	অল্পদানের সমষ্টি	৮৸৹
	দানাধারে প্রাপ্ত	১৭৷৷৵৫
		৫৩১৷৵৫

বিজ্ঞাপন

এক্ষণে ডাকের টিকিট দিয়া বিদেশে পত্রিকা পাঠানতে অনেক স্থানে পত্রিকা পৌঁছেনা, প্রায় প্রতি মাসেই কেহ কেহ পত্রিকা না পাইবার বিষয় লিখিয়া থাকেন, সুতরাং পুনর্ব্বার তাঁহাদিগের নিকট পত্রিকা পাঠাইতে হয়, অতএব সভ্য দিগের নিকটে নির্ব্বিঘ্নে পত্রিকা পৌঁছিবার নিমিত্তে আগামী মাস হইতে বিদেশীয় সমুদায় পত্রিকা টিকিট না দিয়া প্রেরণ করা যাইবেক এবং ভবিষ্যতে পত্রিকা প্রেরণের নিমিত্তে যে সকল সভ্য মহাশয়ের ডাকের টিকিট সভায় গচ্ছিত আছে, তাহা তাঁহাদিগের মাসিক দাতব্যে জমা করিয়া লওয়া যাইবে। এতদ্বিষয়ে যদি কোন মহাশয়ের কোন আপত্তি থাকে, তবে তিনি এই মাসের মধ্যেই অবগত করিবেন।

পুনশ্চ যে সকল সভ্য মহাশয়েরা স্বীয় স্বীয় দাতব্যাদির টাকার পরিবর্ত্তে ডাকের টিকিট ক্রয় করিয়া প্রেরণ করেন, তাঁহাদিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা আর তাহা প্রেরণ করিবেন না, টাকাই পাঠাইবেন; কারণ এখানে এত টিকিট জমা হইয়া আছে যে তাহাই ব্যয় হইতে বহু কাল যাইবে।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা ১০ কার্ত্তিক শনিবার সম্বৎ ১৯১৩ কলিগতা[illegible] ৪৯৫৭

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ব-
বিৎ সর্ব্বশক্তিমৎ ধ্রুবং পূর্ণমিতি

— —
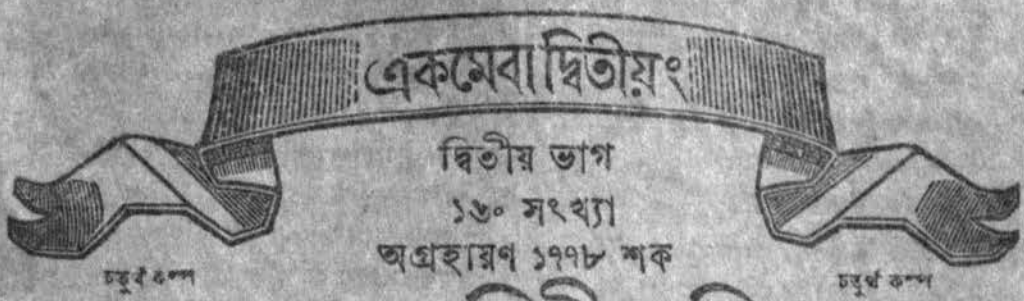
তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বরের মহিমা।

বৃদ্ধাবস্থা।

জগদীশ্বর জীব মাত্রকে জন্ম স্থিতি ও ভঙ্গ এই তিন অবস্থার অধীন করিয়াছেন, তাঁহার কল্যাণকর প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে জীব সকল উৎপন্ন হইয়া ক্রমে উন্নতি প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহারই নিয়মানুসারে তাহার দিগের আবার কালেতে হ্রাস হইতে থাকে। বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি সমস্ত শরীরী পদার্থই তাঁহার প্রণীত এই নিয়মের অধীন। ওষধি ও বনস্পতি প্রভৃতি উদ্ভিদ পদার্থ যেমন বীজ গর্ব্ভ হইতে অঙ্কুরিত হইয়া পূর্ণাবস্থায় পরিণত হইলে পর ক্রমে শীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া হ্রাস হইতে আরম্ভ করে, মনুষ্যাদি জীবশরীরও সেই রূপ গর্ব্ভাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে যৌবনাবস্থার নির্দ্দিষ্ট সীমায় উপনীত হইলে পর দিনে দিনে জরাগ্রস্ত হইতে থাকে। জল, বায়ু, ও তেজ, প্রভৃতি যে সকল ভৌতিক পদার্থ দ্বারা এক সময় মনুষ্য শরীর দিন দিন প্রবৃদ্ধ ও বলিষ্ঠ হইয়া বর্দ্ধিত হয়, সময়ান্তরে সেই সমস্ত পদার্থই আবার মানব দেহের ক্ষয়ের কারণ হয়। যদিও কোন কোন মনুষ্য যথাবিধি আহার নিদ্রাদি নিষ্পাদন করিয়া সুচারু রূপে শারীরিক নিয়ম পালন পূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কাল শরীরকে সবল ও সতেজাবস্থায় রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু আমরা সুস্পষ্ট দেখিতেছি যে জীবের জরাগ্রস্ত হওয়া জগদীশ্বরের একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম। শারীর স্থান ও শারীর বিধান বিদ্যা বিশারদ পণ্ডিত গণ বারম্বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে মানব দেহের বৃদ্ধির সঙ্গেই তাহার ক্ষয়ের কারণের উৎপত্তি হয়। যৌবনাবস্থার নির্দ্দিষ্ট সীমা অতীত হইলে পর মনুষ্যশরীর আর এক ধর্ম্ম ধারণ করে, তখন নিত্য নিয়মিত অন্ন পান দ্বারা অস্থি সকল যত অধিক ঘন হয়, ততই নিয়মাতিরিক্ত কঠিন হইয়া ক্রমে অশক্ত ও অকর্ম্মণ্য হইতে থাকে। অস্থির ন্যায় দেহান্তর্গত শিরা ও মাংসপেশী সকলও দিনে দিনে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, শিরা সকল ক্রমে অধিক পুরু ও কঠিন হওয়াতে তাহার মধ্যদিয়া শোণিতাদি দ্রব পদার্থ সকল সহজে সঞ্চালিত হইতে পারে না। মাংসপেশী সকল এত কঠিন হয়, যে তাহাদিগের সঞ্চালন ক্রিয়া সমাধা হওয়া কঠিন হইয়া উঠে, শরীরস্থ সমুদায় অস্থি সন্ধি স্থানে যে তৈলবৎ পদার্থ বিদ্যমান থাকাতে যৌবনাবস্থায় অস্থি গ্রন্থি সকল সঞ্চালন করা আমাদিগের পক্ষে সহজ থাকে, কাল ক্রমে সে পদার্থের পরিমাণ অল্প হইয়া যায় এবং তাহা এত ঘন হইয়া উঠে যে তদ্দ্বারা আর

কোন রূপে সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। এই রূপে শরীরের সকল অংশই কালেতে করিয়া বিকৃত ও রূপান্তরিত হয় ও মনুষ্যের অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠে এবং বার্দ্ধক্য ও আপনা হইতে উপস্থিত হয়। জীব মাত্রে কেহই জরা মরণ বর্জিত নহে, সুতরাং মনুষ্যও কালেতে করিয়া জরা মরণগ্রস্ত হয়। পরম করুণাকর পরমেশ্বর যে কি মহৎ কল্যাণের উদ্দেশে মানব জাতিকে অজর অমর না করিয়া এতাদৃশ বার্দ্ধক্যাদির অধীন করিয়াছেন, যদিও আমরা তাহা সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞানগোচর করিতে শক্ত না হই, কিন্তু তিনি যে রূপ আশ্চর্য্য নিয়মে মনুষ্যকে বাল্য যৌবনাদি অবস্থা ত্রয়ের অধীন করিয়াছেন তাহার মধ্যে আমরা তাঁহার অনুপম কৌশল দেখিতে পাই এবং বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য সকল অবস্থাতেই তাঁহার করুণা সন্দর্শন করি।

ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে বৃদ্ধাবস্থায় মনুষ্য আপনার দেহ রক্ষা ও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে নিতান্ত অশক্ত হয়, যৌবনাবস্থায় যে ব্যক্তি স্বোপার্জ্জন দ্বারা সহস্র জনকে ভরণ পোষণ করে, বৃদ্ধাবস্থায় আপনার উদর পূর্ত্তি করাও তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু করুণাকর জগদীশ্বর একরূপ নিরুপায় বৃদ্ধাবস্থারও উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, যে ব্যক্তি বাল্য কাল ও যৌবন কালে সুচারুরূপে জগদীশ্বরের নিয়মানুগত হইয়া কার্য্য করে, বৃদ্ধাবস্থায় তাহাকে কিছুমাত্র কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। বাল্য ও যৌবন বিদ্যা ও ধনাদি উপার্জ্জনের কাল। যে ব্যক্তি বাল্যাবস্থায় বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া যাবৎ যৌবন ধন সঞ্চয় করে, অশক্ত বৃদ্ধ কালে তাহার ক্লেশ ভোগ করিবার সম্ভাবনা নাই। বৃদ্ধাবস্থায় মনুষ্য যেমন আপনার নিত্য প্রযোজন সিদ্ধ করণে অশক্ত হয়, বাল্য ও যৌবনের উপার্জ্জিত জ্ঞান ধনাদি তেমনি তাহার সহায় হইয়া তৎকালে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে। বিশেষত সহায় হীন শিশু সন্তানের রক্ষার জন্য জগদীশ্বর মনুষ্যের মনে যেমন আশ্চর্য্য বাৎসল্য ভাবের সৃজন করিয়াছেন, সেই রূপ উপায় রহিত বৃদ্ধ ব্যক্তির জীবন রক্ষার জন্যও করুণানিধান বিশ্বপিতা মর্ত্ত্য লোকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভক্তিও কৃতজ্ঞতা ভাব যে কি প্রকার করিয়া জরাগ্রস্ত উপায় রহিত অতীত বয়স্ক বৃদ্ধ লোকদিগকে রক্ষা করে তাহার এক একটি উদাহরণ শুনিলে অবাক হইতে হয়। কত স্থানে কত সন্তান আপনার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতাকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছে এবং কত সন্তান প্রগাঢ় ভক্তি ভাবে আবদ্ধ হইয়া নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে পর্য্যটন পূর্ব্বক ভিক্ষান্ন আহরণ করিয়া আপনার উদরকে বঞ্চনা করিয়াও জরাগ্রস্ত পিতা মাতার ভরণ পোষণ করে। জগদীশ্বরদত্ত স্বাভাবিক ভক্তি ভাবের এই রূপ সহস্র সহস্র অসাধারণ উদাহরণ সন্দর্শন করিয়া গ্রন্থকারেরা কুল পাবন সৎ পুত্রকে বৃদ্ধ পিতা মাতার যষ্টি স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। করুণানিধান বিশ্ব পিতার এমনি অদ্ভুত কৌশল যে যে ব্যক্তি যৌবনাবস্থায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়মের প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া যথাবিধি দার পরিগ্রহ করে এবং নিয়মিত রূপে আপনার সন্তানদিগকে লালন পালন করিয়া জ্ঞান ধর্ম্মের শিক্ষা দেয়, সে ব্যক্তি জরাগ্রস্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহার বৃদ্ধাবস্থায় জীবন ধারণের সম্যক্ উপায় নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। জগদীশ্বর আমাদিগকে পরোপকার করিবার যে এক শক্তি প্রদান করিয়াছেন তদ্দ্বারাও আমরা বৃদ্ধাবস্থায় রক্ষা পাইতে পারি। আমরা যদি যৌবন কালে আমাদিগের ক্ষমতা থাকিতে লোকদিগকে উপকার ঋণে বদ্ধ করি, তাহা হইলে আমরা ক্ষমতাশূন্য বৃদ্ধাবস্থায় তাহার পরিশোধ স্বরূপ কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়া অনায়াসে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হই। বিশেষত বার্দ্ধক্য কখন সহসা এক দিনে হঠাৎ উপস্থিত হয় না। আমাদিগের বৃদ্ধাবস্থা সমাগত হইবার বহু কাল পূর্ব্বে জগদীশ্বর আমাদিগকে নানা চিহ্ন দ্বারা সতর্ক করেন, আমাদিগের শরীর বিলক্ষণ স-

বল থাকিতে অগ্রে আমাদিগের কেশ পক্ব ও দন্ত স্খলিত হয় এবং আমরা অনায়াসে সন্নিহিত বার্দ্ধক্যের আগমন জানিতে পারিয়া সর্ব্ব প্রকারে সাবধান হইতে পারি।

পরন্তু স্থূলদর্শী অবিবেকী লোকে বৃদ্ধাবস্থাকে যেমন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন ও নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশের কারণ মনে করে বাস্তবিক উহা সে রূপ নহে। বৃদ্ধাবস্থা আমাদিগের অনেক প্রকার উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর সুখ ভোগের সময় এবং অনেক শ্রেষ্ঠতর কার্য্য সাধন করিবার মুখ্য কাল। কিঞ্চিৎ বয়োধিক হইলে পর যখন যৌবনের প্রবল তরঙ্গ সকল নিবৃত্ত হয় এবং উত্তেজিত নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল ক্রমে ক্রমে বলহীনা হয়, তখন আমাদিগের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল অবাধে আপনাদিগের শক্তি প্রকাশ করিতে পারে, তখন আমরা নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মজনিত বিশুদ্ধ সুখের আস্বাদ গ্রহণ করি মানব জন্মকে সফল করিতে সমর্থ হই। অতীত বয়স্ক প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তির মানস পটে যেমন সর্ব্বদা অনুপম ঈশ্বরতত্ত্বের প্রকাশ হয়, প্রবল তরঙ্গ বিশিষ্ট যুবা ব্যক্তির চঞ্চল চিত্তে কদাপি সে প্রকার হওয়া সম্ভব বোধ হয় না, বৃদ্ধাবস্থা পরমার্থ রস পান করিবার চরম কাল, উক্তাবস্থায় যে রূপ নির্ব্বিঘ্নে জগদীশ্বরের তত্ত্বরস পান করিয়া সুখী হওয়া যায় আর কোন অবস্থাতেই সে রূপ হইবার উপায় হয় না। বিশেষত জ্ঞান পরিপক্ব প্রাচীন লোকের অতুল্য ও অমূল্য উপদেশ সকল সংসারের অশেষ কল্যাণের কারণ। যে ব্যক্তি বহুদর্শী ও বহুশ্রুত প্রবীণ ব্যক্তির দুর্লভ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কখন তাহার মর্ম্মাবধারণে সমর্থ হইয়াছে, সেই জানিয়াছে, যে বৃদ্ধাবস্থাতেও মনুষ্য কত দূর পর্য্যন্ত সংসারের কল্যাণকর ব্যাপার সাধন করিতে পারে। অতএব বৃদ্ধাবস্থা যে আমাদিগের নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন ও নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশের অবস্থা নহে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। জগদীশ্বর আমাদিগের সকল অবস্থাকেই এক এক [illegible] সুখ সাধন ও কল্যাণ বর্দ্ধনের উপ[illegible] করিয়াছেন, আমরা তাঁহার কল্যাণকর নিয়মের অনুগত থাকিলে কোন অবস্থাতেই তাঁহার করুণা ও তাঁহার প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হই না, আমরা যদি তাঁহার প্রদর্শিত পথে গমন করি, তাহা হইলে সকল অবস্থাই আমাদিগের মঙ্গলের কারণ হয়। বৃদ্ধাবস্থা কেন? আমরা যে মৃত্যুকে প্রধান অমঙ্গলের হেতু মনে করি, যাহার নাম শ্রবণে আমাদিগের হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায় এবং কলেবর কম্পিত হইয়া উঠে, তত্ত্বদর্শী বিবেকী ব্যক্তি সে মৃত্যুকেও মঙ্গলের কারণ জানিয়া জগদীশ্বরের মহিমা ঘোষণা করেন। মৃত্যু সমস্ত চরাচর শাসন করিয়া সংসারের অশেষ অনর্থ নিবারণ করিয়া রাখিয়াছে। সংসারে মৃত্যু না থাকিলে যে ইহার কি পর্য্যন্ত অমঙ্গল উদ্ভব হইত তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। পৃথিবীতে মৃত্যু বিচরণ না করিলে এত দিন জীব সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি হইয়া পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিত। আর কোন প্রাণীই এখানে স্থান প্রাপ্ত হইত না এবং কোন জীবই উপযুক্ত রূপে অন্ন পানাদি প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুৎ পিপাসার হস্ত হইতে ত্রাণ পাইতে পারিত না, ভূমণ্ডল হইতে অনবরত হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইত। অসাধ্য ও উৎকট রোগের হস্ত হইতে এক মৃত্যুই আমাদিগকে পরিত্রাণ করে এবং নানাবিধ অনিবার্য্য সাংসারিক যন্ত্রণা হইতে মৃত্যুই আমাদিগকে মুক্তি দেয়। যখন আমরা নানা কারণ বশতঃ পৃথিবীর সকল সুখে নিরাশ হই তখন মৃত্যু আমাদিগের দুঃখান্তকারী পরম বন্ধু স্বরূপ হইয়া ইহ লোক হইতে অবসৃত করে। অতএব যে ব্যক্তি যথার্থ রূপে মৃত্যুর স্বরূপ বিবেচনা করিয়া দেখে সে ব্যক্তি তাহা হইতে কিছুমাত্র ভয় প্রাপ্ত না হইয়া তাহাকে আহ্লাদ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হয় " আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন "।

হা জগদীশ! তুমি কোন অবস্থাকেই আমাদিগের অকল্যাণকর কর নাই এবং কোন কালেই আমাদিগের প্রতি করুণা বর্ষণ করিতে ত্রুটি কর নাই। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে তুমি যেমন আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত

মাতার মনেতে স্নেহ ও স্তনেতে দুগ্ধ প্রেরণ কর সেই রূপ আমাদিগের বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেও তৎ কালের জীবন ধারনোপযোগী নানা উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া রাখ। তোমার করুণা কখন পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের নিকট হইতে বাৎসল্য ভাব ধারণ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করে, কখন পুত্র কন্যা প্রভৃতি স্নেহাস্পদ দিগের নিকট হইতে ভক্তি রূপে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের জীবন ধারণের হেতু হয়। তোমার সুগভীর কৌশল কলাপের মধ্যে বুদ্ধি নিমগ্ন করা কাহার সাধ্য? আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত তুমি যে কত প্রকার কৌশল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছ তাহা কি বলিব, আমরা যখন আমাদিগকে নিতান্ত সহায় হীন মনে করি তখনও তোমার সুকুমার করুণা আমাদিগের সহায় হইয়া নানা দুঃখ নিবারণ করে এবং যে অবস্থাকে আমরা নিতান্ত অমঙ্গলের হেতু মনে করি তন্মধ্যেও তুমি গূঢ় রূপে আমাদিগের নানা মঙ্গলের বীজ রক্ষা কর, অতএব তোমার সমান করুণা সাগর আর আমরা কোথায় প্রাপ্ত হইব!

উপকার।

"নোপকারাৎ পরোধর্ম্মঃ।"

যেদেশীয় লোকের বুদ্ধি বৃত্তি কিঞ্চিৎ মার্জ্জিত হইয়াছে এবং যে দেশের লোক ধর্ম্মাধর্ম্মের কিঞ্চিৎমাত্র বিচার করিয়া দেখিয়াছে, তাহারাই পরোপকার সাধনকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। জগদীশ্বর মনুষ্য মাত্রেরই মনোভূমিতে উক্ত পরম ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়াছেন এবং মনুষ্য মাত্রকেই উহা সংসাধন করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন। কেবল যে ধনবান্ ব্যক্তি নির্দ্ধনের উপকার করিতে পারে বলিষ্ঠ হইতে দুর্ব্বলের উপকার হয় এবং জ্ঞানবান্ লোক কর্ত্তৃক অজ্ঞানী মনুষ্য উপকৃত হইতে সমর্থ হয় এমন নহে, সকল প্রকার লোকই স্বীয় স্বীয় শক্তি ও অবস্থানুসারে অন্যের উপকার করিতে সমর্থ হয়। ধনী যেমন স্বীয় ধন দ্বারা নির্দ্ধন ব্যক্তির দারিদ্র্য দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হয়, সেই রূপ নির্দ্ধন ব্যক্তিও কখন আপন বুদ্ধি কৌশল ও কায়িক বল দ্বারা ধনবানের অন্য প্রকার ক্লেশ অন্তরিত করিতে পারে। এই রূপ মনুষ্য জাতির মধ্যে পরস্পর সকলেই সকলের দুঃখ মোচন ও সুখ বর্দ্ধন করিয়া পরস্পর পরস্পরের উপকার সাধন করিতে সমর্থ হয় এবং এই প্রকার পরস্পর উপকার সাধন দ্বারাই সমস্ত লৌকিক ব্যাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। জগদীশ্বর মানব জাতির মহৎ কল্যাণের উদ্দেশেই তাহাদিগের মনে পরোপকার সাধনের প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে পরমেশ্বর যে উদ্দেশে মনুষ্য জাতিকে উক্ত প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, কখন কখন অতি সামান্য কারণের নিমিত্ত তাহা সম্যক সিদ্ধ হয় না এবং তাহার সম্ভাবিত সকল ফল ফলিতে পায় না। অতএব যাহাতে উল্লিখিত পরোপকার সাধন রূপ পরম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ভঙ্গ না হইয়া তাহা সম্পূর্ণ রূপে সফল হইতে পারে আমাদিগের উচিত যে আমরা সর্ব্বদা তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত ধর্ম্ম সাধন করি।

আপাতত আমাদিগের এই রূপ বোধ হয়, যে কোন ব্যক্তির দুঃখ মোচন ও সুখ বর্দ্ধন করিতে পারিলেই তাহার উপকার করা হয়, কিন্তু কেবল দুঃখ মোচন ও সুখ বর্দ্ধন দ্বারা সর্ব্বদা লোকের উপকার সিদ্ধ হয় না, প্রত্যুত উহা দ্বারা অনেক সময় অনেকের অপকার ঘটিবার সম্ভাবনা। প্রবৃত্তি ভেদে অশেষ প্রকার মনুষ্যের অশেষ প্রকার প্রয়োজন উপস্থিত হয় এবং যাহার যখন যে বিষয়ের প্রয়োজন হয় তাহাকে তখন সেই বিষয়ে আনুকূল্য করিলে তাহার সুখোৎপত্তি হয় এবং সে আপনাকে উপকৃত মনে করে। বিদ্যা শিক্ষা যাহার মুখ্য প্রয়োজন তাহাকে বিদ্যা বিষয়ক কোন উপদেশ প্রদান করিলে সে যেমন বিশেষ উপকার মনে করে, লোভাশক্ত ব্যক্তিও সেই রূপ আপন অভিলষিত বিব[illegible] যতা পাইলে উপকৃত হয়, কিন্তু এ[illegible]

প্রয়োজন সাধন ও অপ্রতুল মোচন দ্বারা লোকের উপকার সিদ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কুপথগামী অসৎ প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মনুষ্য দিগের বাঞ্ছিত বিষয়ে আনুকুল্য করিলে তাহাদিগের উপকার হইবার পরিবর্ত্তে বিশেষ অপকারই ঘটে। অনেক পানাসক্ত পুরুষ অর্থাভাবে সুরাতৃষা শান্তি করিতে অশক্ত হইয়া বিজাতীয় যন্ত্রণা ভোগ করে এবং অনেক পরদারাভিসক্ত কামি ব্যক্তি আপনার শক্তি অভাবে স্বীয় পাপ ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে নাপারিয়া মহা মনঃপীড়ায় পীড়িত হয়। যখন কোন ক্রোধন ব্যক্তি সামান্য কারণে কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে নির্য্যাতন করিতে নাপারে বা কোন পরদ্রোহী দুরাত্মা পরের অনিষ্ট করিতে অসমর্থ হয় তখন তাহাদিগের সামান্য ক্লেশ উপস্থিত হয় না তৎকালে তাহাদিগের মন যে বিষম যন্ত্রণানলে জ্বলিতে থাকে তাহাদিগের কার্য্য দ্বারাই তাহা প্রকাশ পায়। কত কোপন স্বভাব কদর্য্য মনুষ্য ইচ্ছামত বৈরনির্য্যাতন করিতে না পাইয়া মনস্তাপে জীবন ত্যাগ করিতে উদ্যত হয়, কত লোভী মনুষ্য আপনার অসঙ্গত লোভ তৃষ্ণা চরিতার্থ করিতে অসমর্থ হইয়া দুঃখেতে আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে এবং ঐ প্রকার অপরাপর কুক্রিয়াসক্ত কত লোকে স্ব স্ব প্রবৃত্তি অনুসারে কার্য্য করিতে অশক্ত হইয়া সহস্র প্রকার বাহ্য লক্ষণ দ্বারা আন্তরিক বেদনা ব্যক্ত করে। কিন্তু ঐ সমস্ত দুষ্প্রবৃত্ত দুরাত্মাদিগের দুঃখ সন্দর্শন করিয়া অর্থ সামর্থ্যাদির দ্বারা তাহা দূর করিলে উহাদিগের উপকার না দর্শাইয়া অশেষ প্রকার অপকার ঘটে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব বিলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, যে কেবল দুঃখ মোচন ও সুখ সাধন দ্বারা লোকের হিত সাধন হয় না, কখন কখন কিঞ্চিৎ ক্লেশ প্রদান করিয়াও লোকের উপকার করিতে হয়। কুকর্ম্মী লোকদিগকে দণ্ড প্রদান করিলে আপাতত তাহাদিগের কিঞ্চিৎ ক্লেশ হয় বটে কিন্তু সেই দণ্ডই তাহাদিগের মহোপকারের কারণ হয়। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে দুরাচারি ও পাপকারি লোকে যত কুক্রিয়ানুষ্ঠানে নিবারিত হইয়া পুনঃ পুনঃ দুঃখ ভোগ করে, ততই তাহাদিগের কুপ্রবৃত্তি সকল দূরীভূত হয়। চিকিৎসক যখন কোন রোগী ব্যক্তির রোগ শান্তি উদ্দেশে তাহাকে তিক্ত বা কষায় ঔষধ সেবন করায় অথবা তাহার কোন বিকৃত অঙ্গ ছেদন করে তখন সেই রোগির যে বিশেষ যন্ত্রণা বোধ হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাকে উক্ত প্রকার ক্ষণিক ক্লেশ প্রদান না করিলে কোন ক্রমেই তাহার রোগ শান্তি হইতে পারে না। পরম করুণাকর পরমেশ্বরও আমাদিগকে অনেক সময় দুঃখ প্রদান করিয়া আমাদিগের অশেষ উপকার সাধন করেন। আমরা যখন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক শারীরিক ও মানসিক প্রভৃতি কোন প্রকার নিয়ম লঙ্ঘন করি তখন তন্নিমিত্ত আমাদিগকে নিশ্চয়ই বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়. কিন্তু সেই যন্ত্রণা ভোগ দ্বারাই আমাদিগের বিশেষ হিত হয়। আমরা তাঁহার যে নিয়ম হেলন করিয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হই, সে নিয়ম পালন জন্য প্রাণ পণে সতর্ক থাকি, পরিণামে আর আমাদিগকে কখন সে নিয়ম ভঙ্গ জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয় না, অতএব আমাদিগের চির কল্যাণের উদ্দেশ করিয়া যদি কেহ ক্ষণিক ক্লেশ প্রদান করে, তাহাকে ক্লেশ দাতা অপকারী না মনে করিয়া পরমোপকারী বলিয়া স্বীকার করাই উচিত। চির কল্যাণের সাধনই যথার্থ উপকার সাধন। ক্ষণিক সুখ সাধনের জন্য যেন মনুষ্যের নিত্য মঙ্গলের প্রতি কোন ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়, উপকারী ব্যক্তিকে এবিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকা কর্ত্তব্য।

উপকার সাধন স্থলে আর একটি বিষয় বিবেচনা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। পরোপকার সাধনার্থে পরমপিতা পরমেশ্বর আমাদিগের মনে যে স্বাভাবিক ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন, সেই ইচ্ছাই সকল উপকারের মূল। সেই নিরপেক্ষ ও নিরবলম্ব শুভকরী ইচ্ছা হইতে যে কার্য্যের উৎপত্তি হয় তাহাই যথার্থ উপকার বলিয়া গণ্য হ-

ইতে পারে, এবং সেই উপকারই বিশিষ্ট রূপে গৌরবান্বিত হয়। উপকারী ব্যক্তির শুভ ইচ্ছাই যে উপকারকে উৎকৃষ্ট রূপে অলঙ্কৃত করে তাহা প্রমাণ করিবার কোন প্রয়োজন করে না। ইহা আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি যে মনেতে সম্পূর্ণ রূপে হিত সাধনের ইচ্ছুক হইয়া যদি কোন ব্যক্তি কার্য্য দ্বারা অতি অল্পমাত্র উপকার করিতে পারে তাহা হইলেও সে ব্যক্তিকে পরমোপকারী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যে ব্যক্তির মনেতে কিছুমাত্র উপকারের ইচ্ছা নাই অকস্মাৎ তাহার দ্বারা কোন রূপে উপকৃত হইলেও তাহার প্রতি তাদৃশ কৃতজ্ঞতা ভাবের উদয় হয় না। কোন ব্যক্তি কোন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান করিতে যদি তাহার অঙ্গে কোন প্রকারে আঘাত লাগে, তাহা হইলে সে অন্ন দাতাকে কদাপি ঐ ক্ষুধিতের অপকারী বলিয়া গণ্য করা উচিত হয় না এবং কোন দস্যু কোন অস্ত্রাঘাতে কাহারও প্রাণ বধ করিতে উদ্যত হইলে যদি অকস্মাৎ সেই অস্ত্রাঘাত দ্বারা ঐ ব্যক্তির শরীরস্থ কোন সাংঘাতিক রোগের শান্তি হয়, তাহা হইলেও সে দস্যু কখন উক্ত ব্যক্তির উপকারী হইতে পারে না। অতএব শুভ সাধনের ইচ্ছাই যে উপকারের প্রাণ স্বরূপ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উপকারী ব্যক্তির শুভ ইচ্ছা ব্যতিরেকে যেমন উপকারের গৌরব থাকে না সেই রূপ উপকার সাধন বিষয়ে তাহার অপর কোন অভিসন্ধি প্রকাশ পাইলেও সে উপকারের মর্য্যাদা রক্ষা পায় না। কোন ধনী লোকের প্রসন্নতা লাভের নিমিত্ত যদি কোন ব্যক্তি তাহার কোন হিত জনক কার্য্য করে তাহা হইলে সে ধনী কখন তাহাকে আপন উপকারী বলিয়া মনে করে না সে তাহাকে আপন প্রত্যাসাপন্ন সামান্য ব্যক্তি বলিয়া নীচ দৃষ্টিতেই দেখে এবং কোন প্রবঞ্চক যদি প্রচুর অর্থ লাভের প্রত্যাসায় কোন ক্ষুধার্ত্ত পথিককে আপন গৃহে উপনীত করিয়া অন্ন পানাদি দান দ্বারা তাহার ক্ষুৎ পিপাসাদির বিজাতীয় যন্ত্রণা দূর করে, তাহা হইলেই বা কি প্রকারে ঐ অর্থ লোভী প্রবঞ্চককে পথিকের উপকারী বলা সঙ্গত হয়। সে উহার শত্রু মধ্যেই পরিগণিত হইতে পারে। এই রূপ সকল প্রকার স্বার্থ-পরতা ও অসৎ অভিসন্ধিই উপকারকে নষ্ট করে। যদিও উপকার সাধন দ্বারা উপকারী ব্যক্তি আপনা হইতেই কৃতজ্ঞতা ও আত্ম সন্তোষ রূপ নানা প্রকার প্রত্যুপকার প্রাপ্ত হয়, তথাপি উপকার সাধন কালে কখনই স্বার্থপর হওয়া কর্ত্তব্য নহে, তদ্দ্বারা কোন রূপেই পরোপকার রূপ পরম ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা পায় না। উপকার দয়ার কার্য্য এবং সেই দয়া স্বার্থ পরতার সম্পূর্ণ বিপরীত বৃত্তি অতএব যাহার সহিত কোন প্রকার স্বার্থ পরতার যোগ থাকে তাহাকে উপকার বলিয়া গ্রাহ্য করা সঙ্গত হয় না। স্বার্থ পরতাশূন্য হইয়া পরোপকার সাধন করণের জন্য জগদীশ্বর আমাদিগকে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সূর্য্য প্রতি নিয়ত পূর্ব্ব দিকে উদিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীতে স্বকীয় কিরণ বিতরণ করিতেছে, তাঁহার বায়ু নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া সকল জীবকে প্রাণ দান করিতেছে এবং তাঁহার সৃষ্ট তরু সমস্ত স্বীয় মস্তকে প্রখর সূর্য্য কিরণ সহ্য করিয়া ছায়া দ্বারা আশ্রিত জনগণকে শীতল করিতেছে এবং প্রচুর ফল পুষ্পাদি প্রসব করিয়া অসংখ্য জীবের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। অতএব আমরাও তাঁহার সৃষ্ট জীব হইয়া তাহার প্রদর্শিত দৃষ্টান্তানুসারেই পরোপকার সাধন করিব ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। উপকার সাধন বিষয়ে যেমন লোকের চির কল্যাণ উদ্দেশ করা ও সম্পূর্ণ রূপে স্বার্থ পরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল অন্যের শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য, সেই রূপ দেশ কাল পাত্রেরও নিতান্ত বিবেচনা করা আবশ্যক, দেশ কালাদির বিবেচনা না করিলেও কখন উপকারের সম্পূর্ণ ফল দর্শে না।

দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যৎসামান্য অর্থ ব্যয় করিলে মনুষ্যের যাদৃশ উপকার জন্মে উহা বিবেচনা না করিয়া এ

্বর অর্থ ব্যয় করিলেও তাদৃশ ফল দর্শে ।। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান করিলে তাহার যে প্রকার উপকার বোধ হয় তাহাকে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দান করিলেও তাদৃশ উপকার বোধ হয় না এবং শীতার্ত্ত ব্যক্তি প্রচুর সুখাদ্য উপাদেয় দ্রব্য প্রাপ্তির অপেক্ষা শীত নিবারকানুযায়ী সামান্য স্থূল বস্ত্র প্রাপ্ত হইলেই অধিক লাভ মনে করে। এই রূপ বর্ষাকালে কোন ব্যক্তিকে গ্রীষ্ম ঋতুর ব্যবহার উপযোগী কোন উপহার প্রদান করাও নিরর্থক এবং শীত প্রধান দেশে উষ্ণ দেশের প্রয়োজনীয় কোন পদার্থ দান করাও বিফল। যে দেশে ও যে সময়ে মনুষ্যের যে প্রকার প্রয়োজন উপস্থিত হয় তাহা বিবেচনা করিয়া উপকার করিলেই উপকারী ব্যক্তির কার্য্য সফল হয় বং সে উপকারেরও সম্যক গৌরব রক্ষা পায়। যাঁহাদিগের পরোপকার সাধন করিবার বিশেষ শক্তি আছে এবং যাঁহারা ক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে সতত অনুরাগী আছেন, হাদিগের ইহা বিবেচনা করা নিতান্ত বশ্যক, যে কি প্রকারে অর্থ ব্যয় করিলে দ্বারা লোকের বিশেষ কল্যাণ উদ্ভব হইতে পারে। এই বিবেচনাই উপকারকে সফল করিবার প্রধান কারণ। পরহিত সাধনে অনেক ব্যক্তির শক্তি ও প্রবৃত্তি সত্ত্বেও কেবল এক বিবেচনার ত্রুটি জন্য সংসারের সম্ভাবিত মঙ্গল হইতে পারে না। লোকের উপকার সাধন উদ্দেশ করিয়া অনেক সকরুণ ব্যক্তি অনেক সময় প্রচুর অর্থ ব্যয় ও যথেষ্ট কায়িক শ্রম স্বীকার করিয়া কেন, কিন্তু তন্মধ্যে অনেকের বিবেচনার টিতে সর্ব্বদা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না। উপকার উদ্দেশে যে অর্থ ব্যয় হয় হার মধ্যে অনেক সময় অনেক অর্থ নির্থক নষ্ট হয়। অনেক উপকার শীল ধঢ্য ব্যক্তি দুঃখি লোকের দুঃখ হরণ উদ্দেশ করিয়া কোন কোন সময় সমধিক অর্থ য় পূর্ব্বক এক স্থলে বহু লোক সমারোহ রিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইয়া থান এবং কেহ কেহ কোন ক্রিয়া কাণ্ড লক্ষে বহু সংখ্যক দরিদ্র লোককে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিয়া থাকেন। এই রূপ ভুরি ভোজন ও দানাদি ব্যাপারে ধনী দিগের এক এক ব্যক্তির প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়, কিন্তু তাঁহারা যে সকল দুঃখি দিগের দারিদ্র্য দুঃখ দূর করণার্থে এত অর্থ ব্যয় করেন তাহাদিগের কিছু মাত্র দুঃখ দূর হয় না, তাহারা যেমন নিস্ব তেমনিই থাকে, অধিকন্তু কখন কখন উক্ত প্রকার দানাদির আড়ম্বরে কোন কোন অনাথ দুঃখি লোকের অনেক অপকার ঘটে। শুনাযায় যে এদেশে কোন কোন ধনবান্ ব্যক্তির পিতা মাতার আদ্য শ্রাদ্ধেতে কাঙ্গালী ভোজন ও কাঙ্গালী বিদায় উপলক্ষে শত সহস্র মুদ্রারও অধিক ব্যয় হইয়া গিয়াছে এবং কোন কোন ধনবান্ কাঙ্গালিদিগের ভোজনার্থে বাঙ্গলা দেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিপণি ও হট্টাদির বহু মূল্য ভোজ্য দ্রব্য লুট দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সে অর্থব্যয়াদি দ্বারা এদেশীয় দরিদ্র লোকের কিছু মাত্র উপকার দর্শে নাই বরং ঐ সমস্ত ক্রিয়া সমারোহে অনেক ধনার্থী দরিদ্র লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা উল্লিখিত প্রকারে যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক প্রকারান্তরে ব্যয় করিলে এদেশীয় দরিদ্র লোকের বিশেষ উপকার দর্শিত, সন্দেহ নাই। একাল পর্য্যন্ত এদেশে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কাণ্ড উপলক্ষে কাঙ্গালী বিদায় পর্ব্বে যে অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছে এবং অদ্যাপি হইতেছে, যদি সেই সমস্ত অর্থ দ্বারা এদেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নগরে ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রামে সর্ব্ব সাধারণের জন্য নানা প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্প শাস্ত্রাদি শিক্ষা উপযোগী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইত তাহা হইলে এদেশীয় অক্ষম ও নিস্ব লোক দিগের সন্তান গণ সেই সমস্ত বিদ্যালয় হইতে বহু প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া অনায়াসে আপনা দিগের প্রয়োজনীয় নিত্য জীবিকা লাভ করিতে সমর্থ হইত এবং সর্ব্ব প্রকার অজ্ঞান রাশি নষ্ট করিয়া মনুষ্য জন্মকে সার্থক করিতে পারিত, অথবা ঐ সকল অর্থ যদি দুঃখি লোক দিগের কষ্ট হরণের জন্য এক স্থানে

সঞ্চিত থাকিত কি তদ্দ্বারা কোন সাধারণ
বাণিজ্য কার্য্য প্রচলিত হইত,তাহা হইলেও
ঐ মুল অর্থের বৃদ্ধি দ্বারা বা ঐ বাণিজ্যোৎ-
পন্ন লভ্য দ্বারা অনেক দরিদ্র লোকের স-
ন্তান উপযুক্ত রূপে শিক্ষিত ও প্রতিপালিত
হইতে পারিত। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি
যে এদেশে অধিকাংশ মনুষ্য সতত অন্ন
চিন্তায় বিব্রত থাকাতে এবং বিদ্যা শিক্ষার
উপযুক্ত ব্যয় সঙ্কুলন করিতে অশক্ত হওয়া
তে মনুষ্যত্ব পদে আরোহণ করিতে পা-
রিতেছে না, অতি সামান্য কারণে উহারা
চির দিন দরিদ্রাবস্থায় কালযাপন করিয়া
মনুষ্য জন্মের উৎকৃষ্ট সুখে বঞ্চিত হইয়া
রহিয়াছে। উহারা যদি উপযুক্ত রূপে অ-
ন্নাচ্ছাদনের ও বিদ্যা সাধনের ব্যয়ানুকূল্য
প্রাপ্ত হইত তাহা হইলে এত দিনে উহারা
দারিদ্র্য দশা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্ব-
চ্ছন্দ পুর্ব্বক স্বাধীন রূপে আপনাদিগের
জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত, আর
উহাদিগকে অন্নের জন্য লালায়িত হইতে
হইত না, সামান্য ধনের জন্য ধনীদিগের
দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে হইত না এবং
জ্ঞানাভাবে সর্ব্ব প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করি-
তেও হইত না। এদেশ এত দিনে অনেক
শ্রী সম্পন্ন হইতে পারিত। অতএব বি-
লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, যে বিবেচনা পূর্ব্বক
ব্যয় করিতে না পারিলে প্রচুর অর্থাদি দান
দ্বারাও কখন লোকের উপকার সিদ্ধ হয়
না। কিন্তু এদেশে অদ্যাপি উক্ত প্রকার
বিবেচনার কিছু মাত্র চিহ্ন দৃষ্ট হয় না, অ-
দ্যাপি এদেশীয় অধিকাংশ ধনবান্ ব্যক্তি পূ-
র্ব্বোক্ত প্রকার ভূরি ভোজনাদি অনর্থক ব্যা-
পারে অর্থ ব্যয় করিতে রত রহিয়াছেন।
তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন যে উক্ত প্র-
কার অর্থ ব্যয় করিলে লোকের কিছু মাত্র
উপকার দর্শে না বরং তদ্দ্বারা অনেক অ-
পকার সম্ভাবনা তথাপি তাঁহারা দেশ ব্য-
বহার রূপ দুশ্ছেদ্য পাশ ছেদন করিয়া উক্ত
প্রকারে অর্থাদি নষ্ট করিতে বিরত হই-
তে সাহসী হয়েন না। তাঁহারা কোন বিদ্যা-
লয় স্থাপন বা কোন গ্রন্থালয় ও চিকিৎ-
সালয় প্রতিষ্ঠাদি সাধারণ উপকার বিষয়ে
সামান্য অর্থ ব্যয় করিতে মহাকাতর হয়েন
কিন্তু কোন শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে উল্লিখি
রূপ অনর্থক ব্যাপারে অকাতরে প্রচুর
অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদি-
গের এরূপ দেশ ব্যবহারের দাস হই-
য়া উক্ত প্রকারে অর্থ নষ্ট করা কোন ক্র-
মেই উচিত হয় না, তাঁহারা আপনাদিগের
বুদ্ধি দ্বারা উপকারের যথার্থ মর্ম্ম বিবেচনা
করিয়া দেখুন, তাহা হইলেই তাঁহাদিগের
আপনা হইতে বোধ জন্মিবেক।

যে পথে অর্থ ব্যয় করিলে দুঃখী লো-
কের দুঃখের মুল এক কালে উন্মূলিত হ-
ইতে পারে উপকারী ব্যক্তির সেই পথেই
অর্থ ব্যয় করিয়া পরোপকার সাধন করা
উচিত। মানব জাতির মহৎ কল্যাণ সাধন
উদ্দেশেই জগদীশ্বর তাহাদিগকে পরোপ-
কার করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি প্রদান ক
রিয়াছেন। অতএব যাহাতে সেই পরম
পিতা পরমেশ্বরের পরমোদ্দেশ্য সিদ্ধ হ
তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগের ক
করা উচিত। উপকার করিতে যেন কা
পি মনুষ্যের অপকার না ঘটে, কোন অ
সুখের জন্য যেন কখন কোন লোকের -
ত্য কল্যাণের প্রতি বাধা না জন্মে, যেন প-
রোপকার সাধন রূপ পরম ধর্ম্মের সহিত ক-
দাপি কোন স্বার্থ পরতা সংযুক্ত হইয়া তা-
হার গৌরবকে নষ্ট না করে এবং কটু ও ক
র্কশ বাক্য অথবা শুষ্ক ও বিরস ভাব দ্বারা
যেন কখন সুধাসম উপকারের অমৃতত্ব নষ্ট
না হয়। উপকার সাধন স্থলে এই রূপ
কতিপয় নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখা নিতা
কর্ত্তব্য। মনুষ্য স্বার্থ পরতা শূন্য হই
উপকার করিলে উপকারের গৌরব র
হয়, অথচ মনুষ্যেরও উপকার সাধন
ফল হয় না, তাহার ফল তাহার সঙ্গে
ঙ্গেই উপস্থিত হয়। যথার্থ রূপে উপকা
করিলেই উপকৃত ব্যক্তির হৃদয় হইতে
কৃতজ্ঞতা আপনা হইতে উত্থান করিয়া উ
পকারী ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করে। তদ্ভি
করুণাকর জগদীশ্বর উপকার সাধন
অপূর্ব্ব তরুতে আত্মসন্তোষ রূপ যে
অমৃত ফল প্রদান করিয়াছেন, তাহার

সুধাময় আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি জগদীশ্বরের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ঐ উপকার রূপ সুধা তরুকে রোপণ করে সে তাঁহার প্রসাদে অবশ্যই সেই অমৃত ফল ভোগ করে।

বিজ্ঞানবার্ত্তা।

জ্যোতিষ

১।—১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ নবম্বর দিবসে বরলিন নগরস্থ পণ্ডিতবর ব্রুন্স সাহেব কর্ত্তৃক একটি ধূমকেতু আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত ধূমকেতু দেখিতে বড় উজ্জ্বল নহে। উহার আকার শুক্লবর্ণ মেঘের ন্যায়। আমিরিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী নেনটকেট নামক উপদ্বীপ হইতে উইলিএম মিচেল সাহেব গত ১২ ডিসেম্বর দিবসে আর একটি ধূমকেতু আবিষ্কৃত হইবার বিষয় অনুমান করেন। [illegible] পণ্ডিত ব্যক্ত করেন যে ১১ ডিসেম্বর [illegible]হ্ণ ৮ ঘণ্টার সময় উল্লিখিত ধূমকে[illegible] দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দৃষ্ট হয়।

২।—পেরিস নগরস্থ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত চে[illegible]র-নক্ সাহেব দুইটি গ্রহ প্রকাশ করিয়া[illegible]ছেন। তন্মধ্যে উক্ত পণ্ডিত বর্ত্তমান খ্রী[illegible]ীয় শকের ১২ জানুয়ারি দিবসে যে গ্রহ[illegible]কে প্রকাশ করেন, তাহার আকার বড় [illegible]জ্জ্বল নহে এবং ৮ ফেব্রুয়ারি দিবসে যে[illegible]কে আবিষ্কৃত করেন, সে গ্রহটি দেখিতে [illegible]হার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল। পেরি[illegible] [illegible]রস্থ প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে উক্ত গ্রহ দ্বয়ের [illegible]বিষ্ক্রিয়া বিষয়ক সম্বাদ উপস্থিত হওয়া[illegible] [illegible] তত্রস্থ পণ্ডিত লিবরিয়র সাহেব কহি[illegible]ছেন, যে মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের ম[illegible]বর্ত্তী পথে অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ [illegible]দ্যমান আছে, আগামী ৬০ খ্রীষ্টাব্দের ম[illegible] [illegible] আর একশত গ্রহ প্রকাশিত হইবার [illegible]র্ণ সম্ভাবনা।

পদার্থবিদ্যা

[illegible]—পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ প্রকাশ [illegible], যে বৃক্ষ, লতা, ও তৃণ, গুল্ম, [illegible]দ পদার্থ যেমন উত্তাপের আ[illegible] [illegible]ক্রমে শুষ্ক হইয়া নষ্ট হয় এবং [illegible]তা হইলে নিস্তেজ হইয়া ক্রমে ক্ষয় হইয়া যায়, সেই রূপ আলোকেরও আতিশয্য ও অল্পতা দ্বারা উহাদিগের তেজের হানি হইয়া ক্রমে নাশ হয়। পণ্ডিত গণ বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে কেবল উপযুক্ত রূপ উত্তাপ বিধান দ্বারা উদ্ভিদ পদার্থ সজীব থাকিতে পারে না। যে স্থান এক কালে অন্ধকারময় সেস্থানে কোন কৌশলে উত্তাপ বিধান করিতে পারিলেও কদাপি সে খানে বৃক্ষাদি জন্মায় না। আলোক হীন অন্ধকারময় স্থানে জীব জন্তুর শরীরও প্রকৃতাবস্থায় থাকে না, উহাদিগেরও শারীরিক প্রকৃতি ক্রমে দূষিত হইয়া নাশের হেতু হয়। বিশেষতঃ জীব জন্তুর শরীরে যথা উপযুক্ত আলোক না লাগিলে তাহাদিগের স্বীয় স্বীয় বর্ণেরও অন্যথা হইয়া যায়। দীর্ঘ কাল অন্ধকার ভোগ দ্বারা অনেক জন্তুকে বিবর্ণ হইতে দেখা গিয়াছে।

ভূতত্ত্ববিদ্যা

১।—আমিরিকার অন্তঃপাতী কেলিফরনিয়া প্রদেশে সম্প্রতি এক ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ডাক্তর ট্রাস্ক সাহেব ব্যক্ত করেন, যে ১৫ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টার পর উক্ত ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়া অতি প্রকাণ্ড বেগে তত্রস্থ সকল ভূমিকে তরঙ্গিত ভাবে আন্দোলিত করে। কখন কখন উক্ত ভূমিকম্পের গতি ঊর্দ্ধাধোভাবেও প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ ভূমিকম্পের অসাধারণ প্রবল বেগে গৃহমধ্য স্থিত বোতল ও বাক্স প্রভৃতি অনেক কাচময় ও দারুময় বৃহৎ বৃহৎ দ্রব্যাদি এক স্থান হইতে স্থানান্তরে উপনীত হইয়াছিল এবং ভূতলস্থ অপরাপর অনেক দ্রব্যাদিও প্রবল বেগে কম্পিত হইয়াছিল। উল্লিখিত কেলিফরনিয়া প্রদেশের কোন কোন স্থানে উক্ত ভূকম্পের তেজে সামান্য সামান্য দ্রব্যাদি গৃহের মধ্য হইতে একেবারে বাহিরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ডাক্তর ট্রাস্ক সাহেব ব্যক্ত করিয়াছেন যে উক্ত প্রদেশে সর্ব্বদাই এই রূপ ভয়ানক ভূকম্পন উপস্থিত হয়। ২ জানুয়ারি অবধি ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত এই সংপকালের মধ্যে পাঁচবার ভূমিকম্প হইল এবং ইহার পূর্ব্বেও উক্ত প্রদেশে অ-

নেকবার ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে*।

রসায়নবিদ্যা

১।—ইংলণ্ডের কতিপয় রসায়নবিদ্যা ব্যবসায়ি পণ্ডিত সম্প্রতি এক প্রকার নূতন অন্ন পান প্রকাশ করিয়াছেন। এদেশীয় চুপড়ি আলুর ন্যায় চীন দেশে এক প্রকার মূল জন্মায় এবং চীন দেশীয় লোকে বহুকালাবধি উহা ভক্ষণ করিয়া থাকে। সম্প্রতি ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত গণ উক্ত মূলের গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে উহার সহিত গোল আলুর গুণের কিছুমাত্র ভিন্নতা নাই বরং কোন কোন অংশে উক্ত আলু গোল আলু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। গোল আলু যেমন পুষ্টিকর ও স্বাদু, উক্ত আলুও তেমনি পুষ্টিকর ও স্বাদ বিশিষ্ট। কেহ কেহ উহাকে গোল আলু অপেক্ষা অধিক পোষক ও স্বাদু বলে এবং গোল আলু অপেক্ষা উক্ত আলু অতি সহজে উৎপন্ন হইতে পারে। * গোল আলুর চাস করিতে যে পরিমাণে পরিশ্রম করিতে হয় এবং উহার প্রতি যত বিঘ্ন উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, চীন দেশীয় উল্লিখিত আলু উৎপন্ন করিতে সে পরিমাণে পরিশ্রম করিতে হয় না এবং উহার প্রতি তত বিঘ্নও উপস্থিত হয় না। উক্ত আলু নীরস বালুকা ক্ষেত্রে ও অতি অনুর্ব্বরা ভূমিতেও জন্মায় এবং এক কালে অধিক উৎপন্ন হয়। বিশেষত উহার মূল বহুকাল পর্য্যন্ত মৃত্তিকার মধ্যে সজীব থাকে এবং যত পুরাতন হয় ততই উহা স্বাদু ও পুষ্টিকর হইতে থাকে। উক্ত আলু তুলিয়া রাখিলে দীর্ঘ কালেও নষ্ট হয় না এবং উহা অতি শীঘ্র সিদ্ধ হয়, উহাকে কাঁচাও ভক্ষণ করা যায়। চীন দেশীয় লোকে উহাকে সেনীন বলে। এক্ষণে ফরাস দেশেও উহার চাস আরম্ভ হইয়াছে। চীন দেশের আর এক প্রকার উদ্ভিদ হইতে অবিকল ইক্ষু দণ্ডের গুণ প্রকাশ পাইয়াছে। উহার নাম হলকস্। উহার রসে সৎকরা ১৮॥ শের চিনি প্রস্তুত হইতে পারে এবং উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষা রসের অপেক্ষা উহার রস হইতে অধিক মাত্রা সুরাসার নির্গত হয়। বিল-মোরিন্ নামক এক জন সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয় ছেন, যে উক্ত উদ্ভিদের রসে শর্করা প্রস্তুত না করিয়া সুরাসার প্রস্তুত করিলে বিশেষ লভ্য হইতে পারে। উক্ত সাহেব উহাকে পেয় উদ্ভিদ বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। পরন্তু উহার ত্বকে কাগজ প্রস্তুত হয় এবং স্থান বিশেষে উহা তৃণাবস্থাতেও অনেকানেক জীবের উপজীব্য হইয়া থাকে¶।

প্রাণীবিদ্যা

১।—প্রাণীবিদ্যা বিশারদ সার ডেবিড় ব্রষ্টর নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মাইকা নামক এক প্রকার প্রস্তর মধ্যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক প্রকার কীটাণুর মৃত শরীর অবলোকন করিয়াছেন, উক্ত কীটাণুদিগের আকার এত ক্ষুদ্র, যে কোনটা এক বুরুলের ১৫০ ভাগের এক ভাগ হইবে এবং কোন কীটের শরীর একান্তকল্পে এক [illegible] লের ৭০ ভাগের এক ভাগহইবে। ঐ [illegible] কীটশরীর প্রস্তর পরমাণুমধ্যে এক ক[illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। অনেক প্রকার অনু[illegible] সন্ধান করিয়া ব্রুষ্টর সাহেব স্থির করিয়[illegible] ছেন, যে ঐ সমস্ত কীট প্রস্তরীভূত হই[illegible] উক্ত প্রকার আকারে পরিণত হয় নাই, [illegible] হারা আকরস্থ প্রস্তর ভেদকরিয়া তাহা[illegible] মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে*।

শিল্পবিদ্যা

১।—ইংলণ্ডদেশে মর্শীনামক নদীর ম[illegible] দিয়া লিবরপুল নগর হইতে বর্কেন[illegible] নামক নগর পর্য্যন্ত বাষ্পীয় রথ গমনো[illegible] যোগী এক লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত হইবার প্র[illegible] ব হইয়াছে। নদীতলস্থ উক্ত লৌহ বর্ত্মে[illegible] পৃথক্ পৃথক্ দুই অংশ থাকিবে এবং [illegible] দ্বারা অনায়াসে এক কালে দুই দিক হই[illegible] বাষ্পীয় রথ গতায়াত করিতে পারিবে। [illegible] লৌহ বর্ত্মের পার্শ্বে সামান্য শকটাদি [illegible] নাগমন করিবারও পৃথক্ পথ থাকিবে [illegible] র্থাৎ নদী তলের যে স্থানদিয়া উক্ত [illegible] প্রস্তুত হইবে সে স্থানে পৃথক্ [illegible] খিলান প্রস্তুত হইবে। মধ্যব[illegible]

* American Journal of Science and Arts, No. 63.

¶ Chamber's Journal.

* American Journal of Science and [illegible]

নিম্নে লৌহ বর্ত্ম চালিত হইবে এবং উভয় পার্শ্বের দুই খিলানের নিম্ন দেশ দিয়া সামান্য যান বাহন ও নিত্য যাতায়াতের শকটাদি গমনাগমন করিবার পথ প্রস্তুত হইবে। ঐ প্রস্তাবিত পথ প্রস্তুত হইলে কেবল যে উল্লিখিত মর্শী নদীর উভয় তীরস্থ লিবরপুল ও বর্কেনহেড নগরের উপকার হইবে এমন নহে উহাদ্বারা ইংলণ্ডের অনেক স্থানের কার্য্য দর্শিতে পারিবে। উক্ত নদী তলস্থ পথ দীর্ঘে প্রায় এক ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইবে এবং প্রায় পথের তিন ভাগ জলের মধ্যে মগ্ন থাকিবে। ইতিপূর্ব্বে সমুদ্র মধ্য দিয়া কেলিস হইতে ডোবর নগর পর্য্যন্ত যে সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল,তাহারই পরিবর্ত্তে সম্প্রতি উক্ত নদী তলস্থ পথ প্রস্তুত হইতেছে*।

২।—এক্ষণে এদেশের অনেক ধনি লোকে জর্মন দেশীয় কৃত্রিম রৌপ্যের বাসন ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু ব্যবহার দোষে তাহা অতি শীঘ্রই বিবর্ণ হইয়া যায়। সম্প্রতি উক্ত রৌপ্যময় বাসনাদি সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবার এক উপায় প্রকাশ পাইয়াছে। এক জন সাহেব বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে উক্ত প্রকার তৈজসাদি দীর্ঘ কাল অব্যবহার্য্য না রাখিয়া শীতল জলে যৎকিঞ্চিৎ সাবান মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা মধ্যে মধ্যে ধৌত করিলে বিলক্ষণ পরিষ্কার ও উজ্জ্বল থাকে। যদি অকস্মাৎ কদাপি কোন তৈজসে কিঞ্চিৎ দাগ পড়ে তাহা হইলে উহাকে জলে সিক্ত করিয়া কিঞ্চিৎ লবণ দ্বারা মাজিলে পর তৎক্ষণাৎ উহার দাগ উঠিয়া যায় এবং উহা পূর্ব্বের ন্যায় পরিষ্কার হয়¶।

ত্রিপুরা সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৩০ শ্রাবণ ১৭৭৮ শক

এই ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজ দুই বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া অদ্য তৃতীয় নববর্ষে প্রবৃত্ত হইলেন। গত দুই বৎসর কাল মধ্যে সভার কার্য্য যে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া ক্রমেই সভার উন্নতি হইয়াছে ইহাই ব্রাহ্মদিগের মহৎ অহ্লাদের বিষয়। কিন্তু গত বৎসরে যে সকল বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল তদ্দ্বারা এক কালে এমত বোধ হয় যে সভার কার্য্যের প্রতি অনেক হানিকর হইবেক এবং অনেকে ভগ্নাশ ও উদ্যম ভঙ্গ হইয়াছিলেন। কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় সভার কার্য্য এক দিবসের জন্যও স্থগিত থাকে নাই। বরঞ্চ ব্রাহ্মগণ দৃঢ় ভক্তির সহিত জগদীশ্বরের উপাসনায় অধিক মনোযোগী হইয়াছিলেন। কতিপয় সত্য ধর্ম্ম বিদ্বেষী পাপাত্মারা একদা এমত একটা গোলযোগ উপস্থিত করিয়া জনরব করিল যে, যে সকল ব্যক্তি ত্রিপুরা ব্রাহ্ম সমাজে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক জগদীশ্বরের উপাসনাদি করিবেন তাঁহাদিগকে হিন্দু সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করা যাইবেক। এতদ্বার্ত্তা শ্রবণে অনেকেই ভীত হইলেন এবং কোন কোন ব্রাহ্মেরা সভায় উপস্থিত হইতে ক্ষান্ত থাকিলেন। ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজ ভঙ্গার্থ উহারা এক ষড়যন্ত্র করিয়া ধর্ম্ম সভা নামে এক সমাজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করিয়া বহুবিধ দুষ্টমতি পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী দিগের সম্মতিক্রমে প্রকাশ্য রূপে এক বিশেষ সভা করে, তাহার এই মাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি ভঙ্গ হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এইক্ষণে ত বিপরীত ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি পাইতেছে ধর্ম্ম সভা দিন দিন বিলুপ্ত হইতেছে। এইক্ষণে কেবল আছে বলিয়া শুনা যায় ফলে সে উদ্যমও নাই সে আড়ম্বরও নাই, সকলই শীর্ণ জীর্ণ হইয়াছে। অবশ্যই অকালে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইবে। যাহারা পূর্ব্বে ব্যগ্র চিত্তে পুরাণাদি শ্রবণ করিতে যাইতেন তন্মধ্যে অনেকেই বিরতি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মনোরঞ্জনেতিহাস বা নীতি গল্পের ন্যায় পুরাণান্তর্গত বকাসুর ও খগাসুরের উপন্যাসে আর কাহারও ভক্তি হয় না, সত্যেরি জয় মিথ্যার জয় কোথা হইয়া থাকে। এতদ্রূপ বিপদ সত্ত্বেও সনাতন ধর্ম্মের যথার্থ ব্রতারা ক্ষণকালের জন্যও ভীত হয়েন নাই বরঞ্চ অধিক আগ্রহ পূর্ব্বক ব্যগ্র চিত্তে দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা কার্য্যাদি সম্পন্ন

* Literary Gazette 7th. June, 1856.

¶ Literary Gazette, 14th June, 1856.

করিয়াছেন তজ্জন্য জগদীশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে হয়। হে বিপদ ভঞ্জন জগৎ বন্ধো! তোমার অপার কৃপার সীমা কিরূপে নিরূপণ করিব। তুমি যে কেবল অস্মদাদিকে মহান্ বিপদ সকল হইতে মুক্ত করিয়াছ এমত নহে, কিন্তু সে সকল বিপদ উদ্ধারের সহিত বিশুদ্ধ জ্ঞানের অঙ্কুর সকল হৃদয় ক্ষেত্রে স্থাপন করিয়া তোমার মহিমাকে মহীয়ান্ করিয়াছ। ব্রাহ্মগণ শঙ্কট দেখিয়া কেবল তোমারি দয়ার উপর নির্ভর করিয়া উচ্চৈঃস্বরে তোমাকেই ডাকিয়াছেন এবং তুমিই তাঁহাদিগের দুঃখ দেখিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ। ইহাতে তাঁহাদিগের বিশ্বাস ও ভক্তি তোমার প্রতি দৃঢ় রূপে জন্মিয়াছে এবং "আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনঃ।" শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইয়াছে। গত বর্ষে ২৫ ব্যক্তি সভাভুক্ত ছিলেন তন্মধ্যে ১০ জন স্থানান্তরে গমন করাতে সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই এইক্ষণে সর্ব্ব শুদ্ধ ১৫ ব্যক্তি সভা শ্রেণীভুক্ত থাকিয়া অবাধে সভায় উপস্থিত হয়েন তন্মধ্যে ১১ জন প্রকাশ্য রূপে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এইক্ষণে যদ্রূপ উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে ইহাতে বোধ হয় এই বঙ্গ ভূমি অচিরাৎ ব্রহ্মরসে পরিপূর্ণ হইয়া আনন্দ ভূমি হইবে এবং জগৎ পিতার অর্চ্চনা আবাল বৃদ্ধ সকলেই করিবেক। এইক্ষণে চট্টগ্রাম পাবনা কটক প্রভৃতি নানা স্থানে যে নূতন নূতন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ইহা সামান্য সুখের বিষয় নহে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বঙ্গ ভূমিতে যে ধর্ম্ম বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহা অঙ্কুরিত হইয়া দিন দিন নব নব পল্লব বিস্তারে বঙ্গদেশের অনেক জ্ঞানান্ধ ব্যক্তি ব্যূহকে আশ্রয় দান করিয়াছে এবং যাঁহারা এই অমৃত বৃক্ষের ছায়ার দ্বারা একবার আচ্ছাদিত হইয়াছেন তাঁহারা সাংসারিক সমুদয় ক্লেশ শান্তি করিবার উত্তম উপায় প্রাপ্ত হইয়াছেন। সংসারে জীব যত ক্লেশই ভোগ করুন ও যতই পরিত্যক্ত হউন একবার এ সনাতন ধর্ম্ম বৃক্ষের সুস্নিগ্ধ ছায়া সেবন করিলে সকল ক্লেশের শান্তি হয়। বালক যদ্রূপ আঘাত পাইলে মাতৃ ক্রোড়ে দুঃখ সম্বরণ করে, তৃষিত চাতক যেমন বারি বিন্দু পতনে জীবনকে সুস্থ করে, জলমগ্ন ব্যক্তি তট বা তরণি প্রাপ্তে যদ্রূপ অহ্লাদিত হয়, রোগী উপযুক্ত ঔষধ প্রাপ্তে যদ্রূপ উপশম বোধ করে, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি আহার প্রাপ্তে যদ্রূপ তৃপ্তি লাভ করে, এবং গুর্ব্বিণী স্ত্রী প্রসূতা হইলে যদ্রূপ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্ম বৃক্ষের সুশীতল ছায়া সেবনে সংসারের যাবতীয় ক্লেশকে অতিক্রম করেন। তিনি পৃথিবীর অনিত্য সুখে আর সুখ বোধ করেন না তাঁহার মন কেবল সেই পবিত্র স্থানে ধাবমান হয়, যে স্থানে তাঁহার চরম সুখ স্থাপিত রহিয়াছে। তিনি ইহাই নিশ্চয় জানেন যে সকল মঙ্গলালয় বিশ্ব পতিই নির্ম্মল সুখের আকর এবং তিনিই মুক্তিদাতা ও চরম কালের একমাত্র পরম বন্ধু। অতএব হে জগৎ পতে! অস্মদাদির এই অভিলাষ পূর্ণ কর, যে আমরা যে বৃক্ষ ছায়ার স্মরণাপন্ন হইয়াছি তাহা হইতে যেন কস্মিন কালেও বিমুখ না হই এবং সেই নিত্য আশ্রয়ে বাস করিয়া যেন তোমাকে সর্ব্বদা সন্দর্শন করি, সংসারের কোন উপদ্রবে যেন অস্মদাদির মন তোমা হইতে বিচলিত না হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বিজ্ঞাপন

বহু বিবাহ নিষেধক প্রস্তাব।

প্রথমসংখ্যা

হিন্দু শাস্ত্র প্রণীত বহুল প্রমাণ প্রয়োজিত বহুবিবাহ নিষেধক প্রস্তাব সংখ্যানুক্রমে ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে তাহার প্রথম সংখ্যা মুদ্রিত হইয়া বিতরণার্থ প্রস্তুত আছে, যাঁহা প্রয়োজন হইবেক লোক কিম্বা সংবাদ প্রেরণ করিলে বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

৮ অগ্রহায়ণ শনিবার সম্বৎ ১৯১৩ কলিগতাব্দঃ ৪৯৫৭

...প্রদেশ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সভ্য প্রতি মাসে এই পত্রিকার এক খণ্ড বিনা মূল্যে প্রাপ্ত ...

তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ব-
বিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বরের মহিমা।

আহার নিদ্রা।

যখন ইহা পদে পদে দৃষ্ট হইতেছে এবং পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন করা যাইতেছে, যে সর্ব্বস্রষ্টা আদি পুরুষ জীবের বিশেষ কল্যাণ উদ্দেশ না করিয়া কোন বিষয়েরই সৃষ্টি করেন নাই, তখন জীবের মহৎ মঙ্গলের জন্যই যে তিনি তাহাদিগকে আহার নিদ্রার অধীন করিয়াছেন তাহাতে আর কোন সংশয় উপস্থিত হইবারই সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তিনি যে প্রকার মঙ্গলের জন্য আমাদিগকে আহার নিদ্রার অধীন করিয়াছেন এবং তাহাতে যত দূর পর্য্যন্ত কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা বুদ্ধি পরিচালন করিয়া তাহা যত অবগত হইতে পারি, ততই আমাদিগের জ্ঞান চরিতার্থ ও জন্ম সফল হয়. এবং ততই আমাদিগের মনুষ্য নামের গৌরব বৃদ্ধি হইতে থাকে। মনুষ্য অপরাপর নানা বিষয়ে যেমন আর আর জীব জন্তু হইতে প্রধান, সেই রূপ আহার নিদ্রাদি কতিপয় দৈহিক ব্যাপার নির্ব্বাহ করণে অনেক জীব অপেক্ষাই অসম্পন্ন। অপরাপর জীব জন্তু যেমন স্বভাব-জাত ফল মূলাদি ভক্ষণ করিয়া এবং তরু শাখা বা বন বিবর ও গিরি কন্দরাদি সামান্য স্থানে বাস করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে, মনুষ্য সে রূপ করিতে পারে না। মনুষ্য বিশেষ যত্ন সহকারে চেষ্টা না করিলে ভোজন পানাদি কোন ব্যাপারই নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয় না। বিশেষতঃ আহার নিদ্রা অভাবে মনুষ্য শরীর যত শীঘ্র নষ্ট হয়, প্রায় আর কোন প্রাণিরই সে রূপ হয় না। সর্প, মণ্ডূক ও ঊর্ণনাভ প্রভৃতি কতিপয় জন্তু মাসাবধি আহার পরিত্যাগ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে, কিন্তু মনুষ্য উপর্য্যুপরি দুই তিন দিবস অনশন করিলেই মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। পরম করুণাকর পরমেশ্বর কিনিমিত্ত মনুষ্য জাতির ভোজন পানাদি অন্যান্য জীব জন্তুর ন্যায় সুলভ ও সুসাধ্য করেন নাই, যখন আমরা ইহা বিবেচনা করিয়া দেখি তখন তন্মধ্যে কেবল মনুষ্যের সুখ সাধন ও সংসারের শ্রীবর্দ্ধন মাত্র তাহার উদ্দেশ্য দেখিতে পাই।

ভোজন পানাদি সম্পন্ন করণ বিষয়ে জগদীশ্বর মনুষ্য জাতিকে অপরা[illegible] জীব জন্তুর ন্যায় কোন প্রকার স্বাভাবিক সহায় সম্পন্ন করেন নাই বটে, কিন্তু তাহাকে এক বুদ্ধি রূপ পরম সহায় প্রদান করাতে তাহার সমস্ত অসম্পন্নতা নিরাকৃত হইয়াছে এবং ভোজন পানাদি নির্ব্বাহ করা সুলভ ও সুখের বিষয় হইয়াছে। মনুষ্য বুদ্ধি দ্বারা আশ্চর্য্য কৃষি বিদ্যার প্র-

চার করিয়া নানা প্রকার শস্যের উৎপত্তি করিতেছে, অপূর্ব্ব শিল্প জ্ঞান সংযোগে নানা বস্তুকে নানা রূপে পরিণত করিয়া নানা প্রকার সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছে এবং সূপকরণ বিদ্যার প্রচার করিয়া চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি নানা বিধ উপাদেয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া সুখেতে ভক্ষণ করিতেছে। অপরাপর জীব জন্তুকে যেমন সর্ব্বদা আহার জন্য ব্যস্ত থাকিতে হয়, মনুষ্যকে সে প্রকার থাকিতে হয় না। মনুষ্য অত্যল্প কাল পরিশ্রম করিলেই আপনার জীবিকার উপযুক্ত অন্ন সংস্থান করিতে পারে এবং অবশিষ্ট কাল জ্ঞান ধর্ম্মাদি উৎকৃষ্ট বিষয়ের চর্চ্চায় ক্ষেপণ করিয়া মনুষ্য জন্মকে সফল করিতে সমর্থ হয়। বিশেষতঃ জগদীশ্বর ক্ষেত্র ও বীজের এমনি পরস্পর সম্বন্ধ নিবন্ধ করিয়া দিয়াছেন যে এক জন মনুষ্য অতি যৎসামান্য কাল পরিশ্রম করিলে এত প্রচুর শস্য উৎপাদন করিতে পারে যে তাহা উপভোগ করিয়া বহু সংখ্যক লোকে সম্বৎসর কাল জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়। জগদীশ্বরের এই অপূর্ব্ব মঙ্গলাকর নিয়ম দ্বারা সংসারের যে পর্য্যন্ত অনিষ্ট নিবারণ হয় এবং মনুষ্য জাতির যে পর্য্যন্ত উপকার দর্শে তাহা বর্ণনের অতীত। পৃথিবীতে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি উৎপাত দ্বারা শস্যের হানি হইয়া মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষাদি নানা প্রকার দৈব দুর্ঘটনা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা এবং বাল, বৃদ্ধ, অন্ধ, খঞ্জ, প্রভৃতি নানা প্রকার অশক্ত লোকে স্বীয় শক্তি দ্বারা আপন উদর পূর্ত্তি করিতে অক্ষম, অতএব যদি এক জন মনুষ্যের পরিশ্রম দ্বারা তাহার প্রয়োজনাতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন না হইত, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষাদি দৈব উৎপাতে মনুষ্য কুল আহারাভাবে নষ্ট হইত এবং বাল, বৃদ্ধ, জীর্ণ, শীর্ণ ও রোগাপন্ন শক্তি হীন লোকেও অন্ন প্রাপ্ত হইত না।

পরম কৌশলকারি পরম পুরুষ মনুষ্যের অন্ন প্রাপ্তি যদি এপ্রকার শ্রম সাধ্য ও যত্ন সাপেক্ষ না করিয়া ইতর জীব জন্তুর ন্যায় সুলভ ও সুসাধ্য করিতেন, তাহা হইলে যে আমাদিগের সুখের অনেক হানি হইত এবং সংসারের বিস্তর শোভা নষ্ট হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শ্রমলব্ধ দ্রব্য যত সুখজনক বোধ হয়, যে দ্রব্যকে অনায়াসে উপার্জ্জন করা যায় তাহাকে তত সুখদায়ক বোধ হয় না। মনুষ্য ভূমি কর্ষণ করিয়া পরিশ্রম পূর্ব্বক অন্ন উৎপন্ন করে বলিয়াই সেই অন্ন তাহাকে এত সুখদায়ক বোধ হয়। মনুষ্য যদি ইতর পশ্বাদির ন্যায় স্বভাব জাত ফল মূল ভক্ষণ করিয়া শরীর ধারণ করিতে পা[illegible], তাহা হইলে কোথায় বা কৃষি বিদ্যার প্রচার ও সূপক্রিয়া প্রভৃতি নানা প্রকার শিল্প বিদ্যার বিস্তার থাকিত এবং তাহা হইলে পৃথিবীও অবশ্য বহু অংশে শ্রীহীনা হইত মনুষ্য গিরি কন্দর ও বন বিবরে বাস করিতে অশক্ত বলিয়া নানা প্রকার গৃহ মন্দির অট্টালিকাময় নগর গ্রাম ও দেশের সৃষ্টি হইয়াছে, পক্ষ লোম প্রভৃতি স্বাভাবিক গাত্রাবরণ বর্জিত বলিয়াই বিচিত্র প্রকার লোমজ ও ঊর্ণজ বস্ত্রের প্রচার হইয়াছে, এবং তাহার অন্ন প্রাপ্তির সুলভ উপায় না থাকাতেই পৃথিবীতে এত প্রকার উপাদেয় খাদ্য দ্রব্যের প্রচার হইয়াছে। বিশেষতঃ জগদীশ্বর আমাদিগকে এক ক্ষুধা প্রদান করিয়া আরও আপনার অপার মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে ক্ষুধা প্রদান করাতে আমাদিগের ভোজন ব্যাপার এত সুখের কারণ হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা অনায়াসে আমাদিগের দেহ রক্ষা পাইতেছে। প্রাত্যহিক পরিশ্রম দ্বারা এবং দেহ নিঃসৃত ঘর্ম্মাদি দ্বারা প্রতিদিন আমাদিগের শরীরের কিয়দংশ ক্ষয় হইয়া যায় এবং আমরা প্রত্যহ যে অন্ন পান গ্রহণ করি তদ্দ্বারা সেই অংশের পূরণ হয়। আমরা যদি আহার পরিত্যাগ করি তাহা হইলে ক্রমে আমাদিগের শরীর ক্ষয় হইয়া দেহ ভঙ্গের সম্ভাবনা হয়। কিন্তু জগদীশ্বর আমাদিগকে এক ক্ষুধা প্রদান করাতে কোন রূপেই আর উক্ত বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। শরীর রক্ষার জন্য যে সময় আমাদিগের অন্ন পান গ্রহণ ক

রিবার আবশ্যক হয়, সেই সময়েতেই ক্ষুধা আমাদিগের উদ্বোধক স্বরূপ হইয়া আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ তাড়না করিতে থাকে এবং আমরাও উদ্যোগী হইয়া আহারাদি করিয়া শরীরকে রক্ষা করি। পরম করুণাকর পরমেশ্বর ক্ষুধাকে এমনি আশ্চর্য্য শক্তি সম্পন্ন করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, যে আমরা কোন ক্রমেই তাহার অনুরোধ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হই না। আমরা যদিও একবার কোন কারণে তাহার উপদেশকে অবজ্ঞা করি কিন্তু পরিণামে অবশ্যই আমাদিগকে তাহার আজ্ঞার অনুগত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হয়, এবং আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার উপদেশ গ্রাহ্য করিয়া অন্নাদি গ্রহণ না করি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেও উত্তেজনা করিতে ক্ষান্ত হয় না। হা জগদীশ! তুমি যে কত উপকারের জন্য আমাদিগকে ক্ষুৎ পিপাসা প্রদান করিয়াছ, তাহা কি বলিব। আমরা যদি তোমার প্রদত্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বারা সময়ে সময়ে উত্তেজিত না হইতাম, তাহা হইলে কোন ক্রমেই আমরা আবশ্যক মত অন্ন পান গ্রহণ করিয়া শরীর ধারণ করিতে পারিতাম না। আমরা প্রত্যহ ভোজন পানাদি সমাধা করিতে বিরক্ত হইয়া কত সময় অনশনে ক্ষেপণ করিতাম এবং কত সময় ক্রীড়া কৌতুক হাস্যালাপ অথবা শোক মোহ ও রাগ দ্বেষ প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ে অন্যচিত্ত হইয়া আহারাদি করিতে বিরত থাকিতাম, এবং ক্রমে আমাদিগের শরীর শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া বিনষ্ট হইত। কেবল তোমার প্রসাদে আমাদিগের এ সমস্ত বিপত্তি উপস্থিত হইতে পারে না। মনুষ্য সহস্র প্রকার আমোদেই আমোদিত থাকুক, আর পুত্র শোকেই শোকাকুল হউক, তোমার নিয়োজিত প্রহরী কখন তাহাকে সচেতন করিতে ত্রুটি করে না এবং আপন আদেশ প্রতিপালন করাইতে ক্ষান্ত থাকে না। কিন্তু ইহা কি ক্ষেপের বিষয় যে অনেক স্থূলদর্শী অবিবেকী লোকে তোমার কৌশলের প্রতি মাত্র দৃষ্টি পাত না করিয়া আপনার অদৃষ্টকে নিন্দা করে। অনেক মূঢ় লোক এমন উপকারী ক্ষুৎ পিপাসাকে মনুষ্যের বন্ধু স্বরূপ বিবেচনা না করিয়া পরম শত্রু মধ্যেই গণ্য করে এবং অনেক অবোধ মনুষ্য বহু প্রকার যত্ন করিয়া এমন মিত্রকে বিনষ্ট করিতে চৈষ্টা পায়। তাহারা ব্যক্ত করে যে পরমেশ্বর যদি মনুষ্যকে ক্ষুৎ পিপাসার অধীন না করিতেন এবং তাহাদিগকে অপরাপর কোন প্রয়োজনের বশীভূত না করিতেন, তাহা হইলে আর মানবের সুখের সীমা থাকিত না, মনুষ্য কেবল এই সমস্ত প্রয়োজনের অধীন হইয়াই এপ্রকার দুঃখভাগী হইয়াছে। কিন্তু তাহারা একবার ইহা বিবেচনা করিয়া দেখে না যে পরমেশ্বর কেবল মানব জাতির সুখের জন্যই তাহাকে এতাদৃশ নানা প্রকার অভাব প্রদান করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে ক্ষুধা প্রদান করিয়াছেন বলিয়াই আমরা আহার করিয়া সুখী হইতেছি এবং তৃষ্ণা প্রদান করিয়াছেন বলিয়াই জল পান করিয়া আনন্দ লাভ করিতেছি, তিনি আমাদিগকে গাত্রাচ্ছাদন করিবার প্রয়োজন প্রদান করাতেই বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া আমাদিগের সুখ জ্ঞান হইতেছে এবং গৃহ বাসের ইচ্ছা দেওয়াতেই আমরা গৃহস্থ হইয়া সুখী হইতেছি। জগদীশ্বর যদি আমাদিগকে মানের ইচ্ছা প্রদান না করিতেন এবং যশো লাভের প্রবৃত্তি না দিতেন তাহা হইলে আমরা অসামান্য রাজ সম্ভ্রম ও প্রচুর লৌকিক প্রতিষ্ঠা দ্বারা কি সুখ লাভ করিতাম? তিনি যদি আমাদিগকে স্নেহের অধীন ও প্রীতির বশীভূত না করিতেন তাহা হইলেই বা স্নেহাস্পদ পুত্রাদি ও প্রণয়াস্পদ বন্ধু গণ আমাদিগকে কতদূর পর্য্যন্ত সুখী করিতে সক্ষম হইত? আমরা বিলক্ষণ দেখিতেছি, যে তিনি মনুষ্যকে যত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রয়োজনের অধীন করিয়াছেন, ততই তাহার বিভিন্ন রূপ সুখের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি আমাদিগকে এই সমস্ত নিত্য প্রয়োজনের অধীন না করিলে আমরা আর কি লইয়া সুখী হইতাম? অতএব আমরা চেষ্টা করিয়া যাহাতে অন্ন

পান গ্রহণ করিতে রত হই এবং সেই অন্ন পান দ্বারা অনুপম সুখ লাভ করি জগদীশ্বর কেবল এই উদ্দেশেই যে আমাদিগকে ক্ষুৎ পিপাসার অধীন করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আহারের ন্যায় নিদ্রাও আমাদিগের পরমোপকারী এবং পরম সুখের বিষয়। জগদীশ্বর আমাদিগকে যে প্রকার শারীরিক প্রকৃতি ও মানসিক বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন এবং আমরা যে প্রকার করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি, তাহাতে আমাদিগের পক্ষে নিদ্রার নিতান্ত প্রয়োজন। নিদ্রাবিনা আমরা কোন রূপেই শরীর ধারণ করিতে পারিতাম না। কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি প্রায় সমস্ত জীবকেই নিদ্রারঅধীন দেখিতে পাওয়া যায় এবং সমস্ত জীবের পক্ষেই নিদ্রার আবশ্যক বোধ হয়। শীতকাল উপস্থিত হইলে সর্পাদি কোন কোন জন্তুর শরীর অতিশয় নিস্তেজ হয়। তৎকালে হিম প্রতিবন্ধক হেতু তাহারা সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে অশক্ত হওয়ায় তাহাদিগকে বিবর মধ্যে বন্দির ন্যায় এক স্থানে আবদ্ধ থাকিতে হয়, সুতরাং তৎকালে তাহাদিগের আহার লাভের আর কোন উপায় থাকে না, কিন্তু তখন তাহারা অধিককাল নিদ্রায় অভিভূত থাকাতে তাহাদিগের কিছুমাত্র অনশনের যন্ত্রণা বোধ হয় না। শীত প্রধান দেশে তুষার অভ্যন্তরেও অনেক জীব জন্তু নিদ্রা যোগে অনশনাবস্থায় জীবিত থাকে। ব্যাঘ্রাদি যে সমস্ত হিংস্র পশু সর্ব্বদা আহার প্রাপ্ত না হয়, তাহাদিগেরও অধিক কাল নিদ্রাতে গত হইয়া থাকে। নিদ্রা এই রূপে সকল প্রাণির পক্ষেই সুখ জনক ও মঙ্গল দায়ক হইয়া সংসার মধ্যে বিচরণ করিতেছে। বিশেষতঃ আর আর সকল জীব অপেক্ষা নিদ্রা মনুষ্যের অনেক হিত সাধন করিয়া থাকে। নিদ্রাবস্থায় মনুষ্যের শরীর ও মন উভয়ই বিশ্রাম লাভ করে। মনুষ্য যতক্ষণ জাগ্রত থাকে ততক্ষণ তাহার যেমন নানাবিধ শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা দৈহিক বলের হানি হয়, সেই রূপ অবিশ্রান্ত মানসিক শ্রম জন্যও মনের তেজের ক্ষয় হইয়া থাকে। সুতরাং নিদ্রাভাবে আর আর পশু অপেক্ষা মনুষ্যই অতিশীঘ্র অবসন্ন হইয়া পড়ে। জাগ্রদবস্থায় বরং মনুষ্য চেষ্টা দ্বারা শারীরিক শ্রম হইতে বিরত থাকিতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ নিদ্রার আবির্ভাব না হয়, ততক্ষণ তাহার মানসিক বৃত্তি সকল অনবরত সঞ্চালিত হইতে থাকে। নিদ্রা ভিন্ন [illegible]র কোন রূপেই মনের বিশ্রাম পাইবার উপায় নাই। অতএব আর আর সকল জীবের অপেক্ষা মনুষ্যের পক্ষেই নিদ্রার নিতান্ত প্রয়োজন, মনুষ্যকে অনবরত জাগ্রত থাকিতে হইলে অচিরেই তাহার দেহ ভঙ্গ হইত, সন্দেহ নাই। জগদীশ্বর পৃথিবীতে নিদ্রার সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যের প্রতিই অধিক করুণা বর্ষণ করিয়াছেন। মনুষ্য যতক্ষণ নিদ্রিত থাকে, ততক্ষণ তাহার শরীর এবং মন যেন গুণ-মুক্ত ধনুর ন্যায় আরাম প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার সমস্ত শরীর শিথিল হয় এবং হৃদয় ও বক্ষদেশস্থ বায়ু যন্ত্র প্রবল বেগে সঞ্চালিত হইতে আরম্ভ করে। নিদ্রাবস্থায় শিরা পথে শোণিত ধারা সত্বরবেগে গতায়াত করাতে অতি সহজে শরীরের নষ্ট পদার্থ সকল লোম পথে ঘর্ম্ম দ্বারা নির্গত হইয়া যায়, এবং সমুদায় শরীর প্রকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অনিদ্রা মনুষ্যের অশেষ রোগের কারণ। অনিদ্রা হেতু তাহাকে যে বিজাতীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা অনেকেরই বিদিত আছে। চিকিৎসকেরা নিঃসংশয় হইয়া স্থির করিয়াছেন, যে [illegible] নিদ্রা জন্য মনুষ্যের জঠরাগ্নি মন্দীভূত হয়, শোণিত উষ্ণ হইয়া বিকৃত হইতে থাকে এবং মন দুর্ব্বল হইয়া নানা প্রকার মানসিক রোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হয়। অনাহার দ্বারা যেমন শরীর শীর্ণ হয়, অনিদ্রা জন্য তেমনি মন দুর্ব্বল হইতে থাকে। জগদীশ্বর যে জীবের বিশেষ কল্যাণ উদ্দেশে নিদ্রার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি এই নিদ্রা [illegible] পরম সুখ ভোগেরও সীমা নির্দ্দিষ্ট ক[illegible] দিয়াছেন, সুখার্থী হইয়া তাহার নি[illegible]